تعليم الصلوة وَالوظيفة

ওযীফা ও নামাজ শিক্ষা

আল্লামা আবুবকর আব্দুল হাই মিশকাত সিদ্দিকী

পীর সাহেব, ফুরফুরার সরাসরি তত্ত্বাবধানে সংকলিত

ইশা'আতে ইসলাম কুতুবখানা

(ফুরফুরার প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)

মার্কাজে ইশা'আতে ইসলাম | ৬৬ প্যারিদাস রোড

২/২ দারুস সালাম, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬ | বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ৯০০৯৭৩৮ মোবাইল : ০১১৯৯-০৮৩৬৫২

ওয়েব সাইট : ীীী.ভিঁৎভঁৎধ.পড়স.

ই-মেইল : ধৎরভধষসধহহধহ@মসধরষ.পড়স

ওযীফা ও নামাজ শিক্ষা

আল্লামা আবুবকর আব্দুল হাই মিশকাত সিদ্দিকী

প্রকাশনায় : **ইশা'আতে ইসলাম কুতুবখানা**

প্রথম প্রকাশ : মহররম, ১৪৩৫ হিজরী, কার্তিক ১৪২০ বাংলা, নভেম্বর, ২০১৩ ঈসায়ী

বর্ণবিন্যাস : আব্দুর রহমান কম্পিউটার সেন্টার, ৩৮/৩ বাংলাবাজার (৪র্থ তলা), ঢাকা-১১০০

প্রাপ্তিস্থান : ● ইশাআতে ইসলাম কুতুবখানা- **মার্কাজে ইশা'আতে ইসলাম**, ২/২ দারুস সালাম, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬, ফোন : ৯০০৯৭৩৮ মোবাইল : ০১১৯৯-০৮৩৬৫২, **ওয়েব সাইট** : ীীী.ভিঁৎভঁৎধ.পড়স., **ই-মেইল** : ধৎরভধষসধহহধহ@মসধরষ.পড়স, **বাংলাবাজার শাখা: ৬৬ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০**

● মো. বাহাউদ্দীন, ম্যানেজার, আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, জামান সুপার মার্কেট (৩য় তলা), বি. বি. রোড (পোস্ট অফিসের মোড়). ঝিনাইদহ-৭৩০০। মোবাইল নং ০১৭১১-১৫২৯৫৪, ০১৯২২-১৩৭৯২১।

● ঢাকার বাংলাবাজার, বায়তুল মোকাররম, মগবাজার, কাটাবন, চকবাজার, নিউমার্কেটসহ দেশের সকল সম্ভ্রান্ত লাইব্রেরীতে খোঁজ করুন

হাদীয়া : **সত্তর টাকা মাত্র।**

ডধুরভধ ঙ ঘধসধু ঝযরশশযধ : অষষধসধ অনঁনধশবৎ অনফঁষ ঐধর গবংশধঃ ঝরফফরয়ঁব. চঁনষরংযবফ নু : উংযধুধঃ-উ-ওংষধস কঁঃঁনশযধহধ, ২/২ উধৎঁং ঝধষধস, গরৎঢ়ঁৎ, উযধশধ-১২১৬. চযড়হব : ৯০০৯৭৩৮, ০১১৯৯০৮৩৬৫২, বিনংরঃব : ীীী.ভিঁৎভঁৎধ.পড়স. ব-সধরষ : ধৎরভধষসধহহধহ@মসধরষ.পড়স

চৎরপব : ৭০.০০ ঞধশধ ঙহষু

ফুরফুরার পীর আমীরে হিযবুল্লাহ সিদ্দিক বংশের উজ্জল নক্ষত্র হযরত মাওলানা আবু বকর আব্দুল হাই মিশকাত সিদ্দিকী সাহেবের

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।
নাহমাদুহু ওয়া নুছাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম।

বাজারে 'ওযীফা'র বইয়ের অভাব নেই। যে যেভাবে পেরেছে মনমত ওযীফার বই লিখেছে বা ছেপেছে। এ ছাড়াও আছে বিভিন্ন তরীকার নামে ওযীফার বই। কিন্তু দু:খজনক হলেও সত্যি, এসব বইতে সহীহ হাদীসের আলোকে সুন্নাতি ওযীফা তেমন পাওয়া যায় না। তদুপরি অধিকাংশ বইতে এমনসব বানোয়াট- দু'আ, দরুদ, ওযীফা এবং এগুলোর ফযীলত সংক্রান্ত এমনসব চটকদার মিথ্যা কাহিনী সংকলিত হয়েছে যা পড়ে ও আমল করে অগণিত সরল প্রাণ মুমিন বিভ্রান্ত ও প্রতারিত হচ্ছেন। এসব ওযীফার মধ্যে অনেক আপত্তিকর, আদবের খেলাফ বা শিরকমূলক শব্দও রয়েছে। সর্বোপরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শেখানো বা পালিত ওযীফা বাদ দিয়ে এগুলোর নিয়মিত আমল নি:সন্দেহে সুন্নাতের প্রতি অবহেলা ও বিদ'আত। এসকল যিকর, দরূদ ও দু'আর মধ্যে অনেক মাসনুন শব্দ বা বাক্য সংকলিত রয়েছে। বাকীটা পরবর্তী যুগের মানুষদের বানানো। এগুলির সংকলিত রূপের যে সকল ফযীলত বলা হয়েছে সবই বানোয়াট।

সহীহ হাদীসের আলোকে ওযীফার বইয়ের দুষ্প্রাপ্যতার কারণেই এসব বানোয়াট ওযীফার বইগুলো ব্যাপকভাবে প্রচলিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। তাই সহীহ হাদীস ভিত্তিক ওযীফার বই ব্যাপকভাবে সংকলিত ও প্রচারিত হওয়া দরকার। আর এজন্যেই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা, যা 'ওযীফা ও নামাজ শিক্ষা' নামে সংকলিত হয়েছে। বাজারে প্রচলিত নামাজ শিক্ষার বইগুলোতে যেহেতু অনেক ভুলভ্রান্তি পরিলক্ষিত হয়, তাই সহীহ হাদীসের আলোকে নামাজের নিয়মকানুন অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরে পেশ করা হয়েছে এই বইতে।

এই বইতে উদ্ধৃত হাদীসগুলোর রেফারেন্স গ্রন্থ, পৃষ্ঠা নম্বর ও সিরিয়াল নম্বরের জন্য ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ, শায়েখ সাঈদ ইবনে আলী আল কাহতানির 'হিসনুল মুসলিম', ইমাম নববী (রহ:)-এর 'রিয়াদুস সালেহীন' ইত্যাদি হতে বেশি সাহায্য নেয়া হয়েছে।

আমাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সময়ের স্বল্পতা ও সামর্থের সীমাবদ্ধতার কারণে এই বইটিতে কিছু ভুল-ভ্রান্তি থেকে যাওয়া বিচিত্র নয়। সকল ভুল-ভ্রান্তির জন্য মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। সম্মানিত পাঠকগণকে অনুরোধ করছি, যেকোন প্রকার ভুল-ভ্রান্তি চোখে পড়লে আমাদেরকে জানাবেন। ইনশা-আল্লাহ্ পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নেয়া হবে।

মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহ্পাকের দরবারে প্রার্থনা করছি, তিনি দয়া করে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাটুকু কবুল করে নিন এবং একে সংশ্লিষ্ট সকলের ও তাদের পিতামাতা, স্ত্রী-সন্তান ও আত্মীয় স্বজনের নাজাতের ওসীলা বানিয়ে দিন। আমীন।

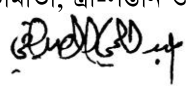

আবুবকর আব্দুল হাই মিশকাত সিদ্দিকী
(পীর সাহেব, ফুরফুরা)

সূচিপত্র

ওযীফা ১১
২৪ ঘণ্টার ওযীফা ১২
১. শেষরাতে ঘুম থেকে ওঠার পর হতে সূর্যোদয়ের পর পর্যন্ত আমল ১২

১.১. শেষ রাতে ঘুম থেকে উঠি/১২, **১.২.** ঘুম থেকে উঠার যিক্র করি/১৩, **১.৩.** মিসওয়াক করি/১৩, **১.৪.** তিনবার হাত ধুয়ে নেই/১৩, ১.৬.১. ইস্তিঞ্জার পূর্বে যিক্র/১৩, **১.৭.** ইস্তিঞ্জার পরের যিক্র/১৪, **১.৮.** ওযু, গোসল বা তায়াম্মুম/১৪, **১.৯.** তাহিয়্যাতুল ওযু (ওযুর পরে নামাজ) পড়ি/১৪, **১.১০.** কিয়ামুল্লাইল বা তাহাজ্জুদ নামায পড়ি/১৪, **১.১১.** তাহাজ্জুদ নামাযের পর আমল/১৫, **১.১২.** আযান হলে করণীয়/১৬, **১.১৩.** আযান শেষে নিজের জন্য প্রার্থনা/১৭, **১.১৪.** ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাত/১৭, **১.১৫.** ফজরের সুন্নাত ও ফরযের মধ্যবর্তী সময়ে করণীয়/১৭, **১.১৬.** বাড়ি থেকে বের হবার সময় বলি/১৭, **১.১৭.** মসজিদে গমনকালীন সময়ে যিকর/১৮, **১.১৮.** ডান পা দিয়ে মসজিদে প্রবেশের সময় বলি/১৯, **১.১৮.** মসজিদে প্রবেশের পর/১৯, **১.১৯.** ইকামতের জবাব/১৯, **১.২০.** সকল ফরয নামাজ জামা'আতে আদায় করা/১৯, **১.২১.** ফজরের নামায জামা'আতে আদায়ের ফযীলত/২০, **১.২২.** ফজরের পরে সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে থাকা/২০,

১.২৩. ফজরের নামাযের পরে পালনীয় যিক্র/২১, ১.২৩.১. ক্ষমা প্রার্থনা/২১, ১.২৩.২. শান্তি, মর্যাদা ও বরকতের দু'আ/২১, ১.২৩.৩. জান্নাতে যেতে আয়াতুল কুরসী/২১, ১.২৩.৪. সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস/২১, ১.২৩.৫. সুব'হানাল্লাহ, আল্'হামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার/২১, ১.২৩.৬. কুফরি, দারিদ্র ও কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা/২১, ১.২৩.৭. শান্তি থেকে রক্ষার দু'আ/২১, ১.২৩.৮. যিক্র, শুকর ও ইবাদত করার তাওফীক প্রার্থনা/২২, ১.২৩.৯. কৃপণতা, কাপুরুষতা, অপমানকর বার্ধক্য, ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা/২২, ১.২৩.১০. তাওহীদ, আল্লাহ্র প্রশংসা ও গুণজ্ঞাপক যিক্র /২৩, ১.২৩.১১. জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তির দু'আ/২৩, ১.২৩.১২. সাইয়্যেদুল ইস্তিগফার বা ক্ষমা চাওয়ার শ্রেষ্ঠ দু'আ/২৪, হেজতের দু'আ/২৪, ১.২৩.১৪. দুশ্চিন্তা, উৎকণ্ঠা ও সমস্যা মুক্তির দু'আ/২৫, ১.২৩.১৫. আল্লাহ্র সাহায্য লাভের দু'আ/২৫, ১.২৩.১৬. যে দু'আ পড়লে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাত ধরে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন (৩ বার)/২৫, ১.২৩.১৭. সকল কল্যাণ লাভের দু'আ২৬, ১.২৩.১৮. অল্প আমলে বেশি সাওয়াব পাবার যিক্র/২৭, ১.২৩.১৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শাফায়াত পেতে দরূদ পড়ি/২৭, ১.২৩.২০. সুস্থতা-নিরাপত্তা চেয়ে দু'আ/২৮, ১.২৩.২১. সর্বশ্রেষ্ঠ আমলকারী

হবার যিক্‌র/২৮, ১.২৩.২২. সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ গুনাহ মাফের যিক্‌র/২৯, ১.২৩.২৩. চারটি তাসবীহ/২৯, ১.২৩.২৪. ফজরের সালাতের পরের দু'আ/৩০, ১.২৩.২৫. কুরআন তিলাওয়াত, দরূদ-সালাম, দু'আ-ইস্তিগফার/৩০, **১.২৪.** সালাতুদ দোহা বা চাশত/৩০, **১.২৫.** মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় আমল/৩১, **১.২৬.** বাড়ি প্রবেশের সময়/৩১

২. কর্মব্যস্ত অবস্থায় আমল ৩২

২.১. সকল ব্যস্ততার মধ্যেও জিহ্বাটা আল্লাহ্‌র যিক্‌রে ব্যস্ত রাখা/৩২, **২.২.** সদাসর্বদা বেশি বেশি যিক্‌র ও দু'আ করুন/৩২, **২.৩.** হাট, বাজার, দোকান, শহর, অফিস, কর্মস্থল, যানবাহন বাযে কোন জাগতিক বা সামাজিক ব্যস্ততার স্থানে বিশেষ যিকর/৩৫, **২.৪.** আল্লাহ্‌র স্মরণে সালাতে রত থাকার সওয়াব/৩৬, **২.৫.** সালাম ও মুসাফাহা/৩৬, মুসাফাহার দু'আ/৩৬, **২.৬.** অনুমতি গ্রহণ/৩৬, **২.৭.** কারো ঘরে দৃষ্টি দেয়া/৩৭, **২.৮.** যাতায়াতের পথে/৩৭, **২.৯.** যানবাহন (রিক্সা, গাড়ি, বাস, অটোরিক্সা ইত্যাদি)-এ উঠে যিক্‌র/৩৭, **২.১০.** সফরে বের হওয়ার দু'আ/৩৭, **২.১১.** সফর হতে ফিরে দু'আ/৩৮, **২.১২.** উপরে উঠা ও নীচে নামার যিক্‌র/৩৮, **২.১৩.** হাঁচি এলে করণীয়/৩৮, **২.১৪.** হাই এলে করণীয়/৩৯, **২.১৫.** মজলিস, মাহফিল, বৈঠক, মিটিং, আড্ডা, সেমিনার, আলোচনা সভায় করণীয়/৩৯, **২.১৬.** যেকোনো কাজের শুরুতে/৩৯, **২.১৭.** কর্মব্যস্ত সময়ের বিশেষ আমল/৪০, **২.১৮.** পানাহারের সময়ে করনীয়/৪০, **২.১৯.** খাবার উপস্থিত হলে দু'আ/৪০, **২.২০.** খাবারের পূর্বে যিক্‌র/৪০, **২.২১.** অন্যকে আহার করানো/৪০, **২.২২.** খাবারের পরের যিকির/৪১, **২.২৩.** খাবার শেষে দস্তরখান উঠানোর সময় দু'আ/৪১, **২.২৪.** দুধপান করে দু'আ/৪১,

৩. যোহরের নামায হতে মাগরিবের নামাযের পূর্ব পর্যন্ত আমল ৪১

৩.১. যোহর ও আসরের নামাজ জামা'আতে আদায়/৪১, **৩.২.** নামাযের স্থানে বসে থাকা/৪২, **৩.৩.** দ্রুত মসজিদ ত্যাগ না করা/৪২, **৩.৪.** যোহরের সুন্নত/৪২, **৩.৫. যোহরের নামাযের পরের পালনীয় যিক্‌র/৪২,** ৩.৬. আসরের নামাযের পরের পালনীয় যিক্‌র/৪২

৪. মাগরিবের নামায হতে ইশার নামাযের পূর্ব পর্যন্ত আমল ৪৩

৪.১. জামা'আতে মাগরিব আদায়/৪৩, **৪.২. মাগরিবের নামাযের পরের পালনীয় যিক্‌র/৪৪,** ৪.৩. সাপ-বিচ্ছুর ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষার যিক্‌র/৪৪, **৪.৪.** মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী নফল নামায/৪৪, **৪.৫.** সন্ধ্যার আদব/৪৪

৫. ইশার নামায হতে ঘুমানোর পূর্ব পর্যন্ত আমল ৪৪

৫.১. ইশার জামা'আতের গুরুত্ব/৪৪, **৫.২. ইশার নামাযের পরের পালনীয় যিক্‌র/৪৫,** **৫.৩.** ইশার সুন্নত ও বিতর/৪৫, **৫.৪.** বিতরের পরের যিক্‌র/৪৫, **৫.৫.** দরূদ ও সালাম বেশি বেশি পড়ুন/৪৫, **৫.৬.** কুরআন তিলাওয়াত/৫৬,

৫.৭. পরিবারের সদস্যদের সাথে ধর্মীয় আলোচনা/৪৬, **৫.৮.** শেষ রাতে তাহাজ্জুদ আদায়ে অসুবিধা হলে/৪৬, **৫.৯.** ওযু অবস্থায় ঘুমানো/৪৬

৫.১০. ঘুমানোর পূর্বে বিছানায় শুয়ে যিক্‌র ৪৭

৫.১০.১. সারারাত ফিরিশতা কর্তৃক দেখাশোনা ও হেফাজত/৪৭, ৫.১০.২. সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস পড়ে হাতে ফুঁ দিয়ে শরীরের সর্বত্র বুলানো/৪৭, ৫.১০.৩. 'সুব'হানাল্লাহ', 'আলহামদুলিল্লা-হ', 'আল্লা-হু আকবার'/৪৭, ৫.১০.৪. শিরক থেকে মুক্তি : সূরা কাফিরুন/৪৮, ৫.১০.৫. কুরআনের এক তৃতীয়াংশ তিলাওয়াত : সূরা ইখলাস/৪৮, ৫.১০.৬. সারারাত হেফাজত : আয়াতুল কুরসী/৪৮, ৫.১০.৭. সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত একবার/৪৮, ৫.১০.৮. ঘুমানোর পূর্বে যেসব সূরা পড়তে হয়/৪৯, ৫.১০.৯. সমুদ্রের ফেনা সমতুল্য গোনাহ মাফের ইস্তেগফার/৪৯, ৫.১০.১০. বিছানা ঝেড়ে নেয়া/৪৯, ৫.১০.১১. ডান হাত গালের নীচে রাখা/৫০, ৫.১০.১২. ঘুমানোর যিকর/৫০, ৫.১০.১৩. বিছানায় ঘুমের জন্য শয়নকালে দু'আ/৫০, ৫.১০.১৪. ঘুমের আগে সর্বশেষ দু'আ/৫০,

৫.১১. তাহাজ্জুদের নিয়্যাতসহ ঘুমানো/৫১, **৫.১২.** ঘুমানোর সময় করণীয়/৫১, **৫.১৩.** রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেলে করণীয়/৫২, **৫.১৪.** ভালো বা খারাপ স্বপ্ন দেখলে করণীয়/৫২

================= সি কপি =====================

নফল ইবাদতের ওযীফা ৫৩

১. নফল নামায ৫৪
২. নফল সিয়াম বা রোযা ৫৪
৩. নফল দান ৫৪
৪. কুরআন তিলাওয়াত ৫৫
৫. তাওবা ইস্তিগফার ৫৬
৬. সর্বদা আল্লাহ্‌র যিক্‌র ৫৭
৭. বেশি বেশি দু'আ করা ৫৭
৮. আল্লাহ্‌র ভয়ে কাঁদা ৫৮
৯. বেশি বেশি মানুষের উপকার করা ৫৮
১০. প্রাণীর সেবাও বড় ইবাদত ৫৯
১১. মুসলমানদের পারস্পরিক কর্তব্য ৫৯
মুসলিমের দোষ গোপন করা ৬০
১২. আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াত ৬০
১৩. ইলম শিক্ষা বা জ্ঞানার্জন ৬১
১৪. ওয়াজ ও যিকরের মাহফিল ৬১

১৫. দাওয়াত, যিকর ও তালিমের মাহফিল পরিচালনা পদ্ধতি ৬২

তালিমের প্রথম পর্যায় ০০
তালিমের দ্বিতীয় পর্যায় ০০

১৬. বার চাঁদের বিশেষ আমল ৬৬

১৬.১. মুহার্‌রাম মাস ৬৬
১৬.২. রবিউল আউয়াল, রবিউস সানি, জমাদিউল আউয়াল, জমাদিউস সানী ও রজব মাস ৬৬
১৬.৩. শাবান মাস ৬৬
১৬.৪. রামাদান মাস ৬৭
১৬.৫. শাওয়াল মাস ৬৮
১৬.৬. যিলকাদ মাস ৬৮
১৬.৭. যিলহজ্জ মাস ৬৮

রোগ-ব্যাধি ও বিপদ-আপদ হতে মুক্তির আমল ০০

১. সকল অসুস্থতার দু'আ ০০
২. অসুস্থতা ও বদ-নযরের দু'আ ০০
৩. অসুস্থতা, ক্ষত ও ব্যাথার দু'আ ০০
৪. নিজের ব্যাথার জন্য দু'আ ০০
৫. নিজের ও অন্যের রোগ মুক্তির আমল ০০
৬. অসুস্থতা ও নিরাপত্তা চেয়ে দু'আ ০০
৭. বদনযর ০০
৮. পেটে ব্যাথা হলে ০০
৯. কঠিন রোগে আক্রান্ত হলে দু'আ ০০
১০. পাহাড় পরিমাণ ঋণ হতে মুক্তির আমল ০০
১১. বিপদ ও কষ্টের সময় দু'আ ০০
বিপদ ও কষ্টের সময় যিক্‌র/০০, পরিবারের সবাইকে উপদেশ/০০, ইউনুস (আ:)-এর দু'আ/০০, ইব্রাহীম (আ:)-এর দু'আ/০০, বিপদ-কষ্টে নিপতিত ব্যক্তির দু'আ/০০
১২. দুশ্চিন্তা, উৎকণ্ঠা ও সমস্যা মুক্তির দু'আ ০০
১৩. কারো ক্ষতির আশংকা করলে আত্মরক্ষার দু'আ ০০
১৪. হেফাজতের দু'আ ০০
১৫. শিশুদের হেফাজত ০০
১৬. জিন-শয়তান হতে হেফাজতের দু'আ ০০
১৭. সকল কল্যাণ লাভের দু'আ ০০
১৮. আল্লাহ্‌র সাহায্য লাভের দু'আ ০০

তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধির জন্য অত্যাবশ্যকীয় কিছু আমল ৬৯-৮৫

১. হালাল রুজি ৬৯
২. ইখলাস ৬৯
৩. সুন্নাতের হুবহু অনুসরণ ৭০

৪. অপ্রয়োজনীয় বিষয় পরিত্যাগ করা ৭১
৫. সকল পাপকে খুব বড় করে দেখা ৭১
৬. জবানের হেফাজত করা ৭১
৭. রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছা বর্জন করা ৭২
৮. কারো কাছে কিছু না চাওয়া ৭২
৯. 'আল্লাহ্ দেখছেন'-এমনভাবে ইবাদত করা ৭২
১০. আল্লাহ্‌ওয়ালাদের সোহবাত বা সাহচার্য অবলম্বন করা ৭৩
১১. সন্দেহযুক্ত বিষয় বর্জন করা ৭৪
১২. অলস চিন্তা ও অর্থহীন আলোচনা বর্জন ৭৫
১৩. প্রচলিত মিডিয়া, বিনোদন, পত্রিকা, গল্প-উপন্যাস বিষতুল্য ৭৬
১৪. সবার সাথে ভালো ব্যবহার (সুন্দর আচরণ) করা ৭৬
১৫. সৃষ্টির অধিকার রক্ষায় সদাসতর্ক থাকা ৭৭
১৬. দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ৭৮
১৭. হিংসা-বিদ্বেষ ও অন্যের অমঙ্গল কামনা থেকে অন্তরকে মুক্ত রাখা ৭৮
১৮. ঝগড়া-বিবাদ ও তর্ক-বিতর্ক এড়িয়ে চলা ৭৯
১৯. 'গীবত' বা পরনিন্দা ৭৯
২০. নামীমাহ বা চোগলখুরী ৮০
২১. ধৈর্য্যধারন ৮০
২২. ক্রোধ নিয়ন্ত্রন ও ক্ষমা করা ৮০
২৩. অহংকার ৮১
২৪. বিনয়-নম্রতা-কোমলতা ৮১
২৫. কৃতজ্ঞতা-শোকরগোজারী, সন্তুষ্টি ও অল্পে তুষ্টি ৮২
২৬. নিয়ামতের কথা অন্যদেরকে বলা ৮২
২৭. মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা ৮২
২৮. মুমিন কখনোই হতাশ হয় না ৮৩
২৯. আত্মপর্যালোচনা ৮৩
৩০. অনেক ইবাদতকে একত্রিতকরণ ০০
৩১. পোশাক, পর্দা ও চোখের হেফাজত ৮৪
- পোশাকের শালীনতা ৮৫
- কোমল কণ্ঠে কথা না বলা ৮৫
- দৃষ্টি সংযত ও লজ্জাস্থানের হেফাজত করা, সৌন্দর্য-অলঙ্কার প্রদর্শণ ও সজোরে পদক্ষেপ না করা ৮৫
- বেপর্দা মহিলারা জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না ৮৫

৩২. দৈহিক সাজসজ্জা ০০
৩২.১. দাড়ি বড় করা ০০
৩২.২. গোঁফ, বগল ও নাভির নীচের পশম, নখ ইত্যাদি কাটা ০০

৩২.৩. চুল ও চুলের যত্ন ০০
৩২.৪. সুগন্ধি ব্যবহার ০০

মাসনুন নামাজ শিক্ষা ৮৬–৯৬

১. সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত ৮৬
২. ইসলামের দ্বিতীয় রুকন ৮৬
৩. সালাতই সকল সফলতার চাবিকাঠি ৮৬
৪. নামায কাযা করা কুফরী ৮৭
৫. ফরয সালাত কাযা করার ভয়াবহ পরিণতি ৮৮
৬. ওযর ছাড়া জামা'আতে না আসলে নামাযই হবে না ৮৮
৭. জামা'আত ত্যাগ করা মুনাফিকের খাছলত ৮৯
৮. জামা'আতের ফযীলত ৮৯
৯. দিনরাত নফল ইবাদতের চাইতে ফরয নামাযগুলো জামা'আতে আদায় করা হাজার গুণ বেশি উত্তম ৮৯
১০. নিয়মিত জামা'আতে নামায আদায় মুমিনের কারামত ৯০
১১. সুন্নাত-নফল নিজ বাড়িতে আদায় করা উত্তম ৯০
১২. তাড়াহুড়ো না করা ৯০
১৩. আগের কাতারে দাঁড়ানো ৯০
১৪. কাতার সোজা করা, কাতারের মাঝে ফাঁকা পূরণ করে ঘেষে ঘেষে দাঁড়ানো ৯১
১৫. নবীজীর মত নামায ৯১
১৬. শরীর, পোশাক ও স্থানকে পাক-পবিত্র করা ৯২
১৭. ওযু র নিয়ম ৯২
ওযুর পরের যিক্‌র-১/৯২, ওযুর পরের যিক্‌র-২/৯৩, ওযুর পরের যিক্‌র-৩/৯৩, ওযু সম্পর্কিত কিছু ভুল/৯৩
১৮. গোসলের নিয়ম ৯৩
১৯. তায়াম্মুমের নিয়ম ৯৪
২০. নামাযের পোশাক ৯৪

নামায আদায়ের সুন্নাতসম্মত নিয়ম ৯৬–১২০

১. কিবলামুখি হয়ে দাঁড়াই/৯৬, ২. 'সুতরা' বা আড়াল রাখি/৯৬, ৩. নিয়্যাত করি/৯৭, ৪. তাকবীর বলি/৯৭, ৫. হাত বাঁধি/৯৭, ৬. দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করি/৯৭

৭. সানা পাঠ করি ৯৭
৭.১. সানা'র দু'আ-১/৯৮, ৭.২. সানা'র দু'আ-২/৯৮
৮. জায়নামাযের দু'আ/৯৯, ৯. 'আউযুবিল্লাহ' পড়ি/১০০, ১০. 'বিসমিল্লাহ' পড়ি/১০০, ১১. সূরা ফাতিহা পড়ি/১০০

১২. অন্য সূরা বা আয়াত পড়ি ১০১
১২.১. সূরা কাউসার/১০১, ১২.২. সূরা ইখলাস/১০১, ১২.৩. সূরা ফালাক/১০২, ১২.৪. সূরা নাস/১০২

১৩. রুকু করি/১০২, ১৪. রুকুতে যিকর বা দু'আ করি/১০২, ১৫. রুকু থেকে দাঁড়ানোর সময়ে যিক্‌র করি/১০৩, ১৬. সোজা হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়াই/১০৩, ১৭. তাড়াহুড়ো করলে নামায নষ্ট হয়ে যায়/১০৩, ১৮. রুকুর পরে দাঁড়ানো অবস্থায় যিকর করি/১০৪, ১৯. সিজদায় যাওয়ার সময়/১০৫, ২০. সিজদা অবস্থায়/১০৫, ২১. সিজদায় স্থির ও শান্ত থাকি/১০৫, ২২. সিজদায় দু'আ ও যিকর করি/১০৫, ২৩. সিজদার তাসবীহ ও দু'আ/১০৫, ২৪. সিজদা থেকে উঠে স্থির হয়ে বসি/১০৬, ২৫. বসা অবস্থায় দু'আ/১০৭, ২৬. দ্বিতীয় সিজদ/১০৭, ২৭. পরিপূর্ণভাবে রুকু ও সিজদা আদায় করি/১০৭, ২৮. দ্বিতীয় সিজদা হতে উঠে দাঁড়াই/১০৮, ২৯. দ্বিতীয় রাক'আত/১০৮, ৩০. দ্বিতীয় রাক'আত পূর্ণ হলে বসি/১০৮, ৩১. ডান হাতের তর্জনী আঙ্গুল দিয়ে কিবলার দিকে ইশারা করি/১০৮, ৩২. তাশাহ্হুদ পড়ি/১০৯, ৩৩. দুই, তিন বা চার রাক'আত নামাযের ক্ষেত্রে করণীয়/১০৯, ৩৪. শেষ বৈঠকে দরূদ পড়ি/১০৯, ৩৫. দরূদের পর দু'আ করি/১১০, ৩৬. মাসনুন দু'আ (দু'আ মাসূরা)/১১০, ৩৭. সালাম ফেরাই/১১২, ৩৮. সালামের পরে নামাযের আর কোনো কাজ বাকী থাকে না/১১২

৩৯. নামাযের মধ্যে ওয়াসওয়াসা বন্ধের যিকর/১১২

সমাজে প্রচলিত ঈমানবিধ্বংসী শিরক-কুফর ১৪৪–১৫৪

এক নজরে কবীরা গুনাহ ১৫৫–১৬০

بسم الله الرحمن الرحيم

ওযীফা

'ওযীফা' অর্থ নিয়মিত বা নির্ধারিত আমল বা কর্ম, নির্ধারিত আমল বা কর্মের তালিকা বা রুটিন, দৈনন্দিন কর্মসূচী বা আমলের রুটিন ইত্যাদি। এই অর্থে মুমিন জীবনের ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল সকল নিয়মিত ও নির্ধারিত আমল বা কর্ম পালনের জন্য প্রণীত তালিকা, কর্মসূচী বা রুটিনকে ওযীফা বলা হয়। ফরয-ওয়াজিব ইবাদতের ওযীফা আল্লাহ্পাক নিজেই নির্ধারন করে দিয়েছেন। এতে কোনো পরিবর্তনের সুযোগ নেই। সুন্নাত-নফল ইবাদতের ওযীফার ক্ষেত্রে মুমিনের দায়িত্ব হ'ল নিজের সময়, সুযোগ ও কলবের হালতের দিকে লক্ষ রেখে একেবারে কম না হয়, আবার সাধ্যের বাইরে চলে না যায় এমনভাবে নিজের জন্য সুনির্দিষ্ট ওযীফা বা নির্ধারিত আমলের তালিকা ও রুটিন বা কর্মসূচী তৈরি করে নিতে হবে। মাঝে মাঝে অনেক ওযীফা বা ইবাদত করা আবার মাঝে মাঝে একেবারে ছেড়ে দেয়ার চেয়ে অল্প হলেও নির্ধারিত ওযীফা নিয়মিত পালন করা উত্তম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "নিশ্চয়ই আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে প্রিয় কর্ম হ'ল যে কর্ম নিয়মিত করা হয়, যদিও তা' কম। আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশের (তিনি ও তাঁর পরিজনের) নিয়ম ছিল কোনো আমল শুরু করলে তা' স্থায়ী রাখা।'

প্রত্যেক ওযীফা যথাসময়ে পালন করার চেষ্টা করতে হবে। কোনো ওযরের কারণে ফরয-ওয়াজিব ওযীফা যদি সময় মত আদায় করা সম্ভব না হয়, তবে পরবর্তীতে তার কাযা আদায় করা ফরয-ওয়াজিব। আর সুন্নাত-নফল ওযীফা সময়মত পালন করা সম্ভব না হলে পরবর্তী সময়ে তা' আদায় (কাযা) করার চেষ্টা করতে হবে। উমার (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "যে ব্যক্তি তার নির্ধারিত ওযীফা পালন না করে ঘুমিয়ে পড়বে, সে যদি তা ফজর ও যোহর সালাতের মধ্যবর্তী সময়ে পড়ে নেয়, তাহলে সে যথা সময়ে রাতের বেলায় আদায় করার

সাওয়াব পাবে।" (সহীহ মুসলিম, ১/৫১৫, নং ৭৪৭)

হযরত আয়েশা (রা:) বলেন : " রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো কোনো আমল করলে তা' স্থায়ী করতেন (নিয়মিত পালন করতেন)। তিনি কখনো ঘুম বা অসুস্থতার কারণে রাতে তাহাজ্জুদ আদায় করতে না পারলে দিনের বেলায় ১২ রাক'আত সালাত আদায় করতেন।" (সহীহ মুসলিম, ১/৫১৫)

পীর-মাশায়েখগণ তাদের দরবারে আগত ভক্ত-মুরীদানদের তাদের সুবিধা-অসুবিধা ও সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় বিভিন্ন ওযীফা দিয়ে থাকেন। সবার জন্য ওযীফা একই হতে হবে, তার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। অবস্থা বিবেচনায় ওযীফা পরিবর্তন হতে পারে। সাধারণভাবে সবার জন্য উপযোগী ও পালনীয় সুন্নাতসম্মত ওযীফাগুলো অত্র গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

২৪ ঘণ্টার ওযীফা

জীবনের সকল কর্মকাণ্ড পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচী বা রুটিন মাফিক পরিচালনা করা ছাড়া জীবনে সফলতা অর্জন করা সম্ভব নয়। সময় অমূল্য সম্পদ। সময়ের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করতে রুটিন মাফিক জীবনযাপনের কোন বিকল্প নেই। ছাত্রদের রুটিন মাফিক পড়তে হয়। চাকুরীজীবীদের ডিউটি রোস্টার অনুসরণ করতে হয়। ব্যবসায়ীরা নির্দিষ্ট প্রোগ্রাম বা সিডিউল অনুসারে কাজ করে। একজন আদর্শ মুসলমানকেও দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টার সকল কাজকর্ম ও ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, নফলসহ সকল আমল একটি নির্দিষ্ট সিডিউল বা রুটিন মত সম্পাদন করতে হয়। রুটিন মাফিক চললে নিয়মানুবর্তি হওয়া যায়। সচেতনতা ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবন নসিব হয়। নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায একজন মুসলমানকে রুটিন মাফিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত করে তোলে।

মুসলমানের জীবনের সকল কর্মকাণ্ড সুন্নতসম্মত পদ্ধতিতে সম্পাদন করলে ঘুমসহ পুরো চব্বিশটা ঘণ্টাই ইবাদত বলে গণ্য হতে পারে। এখানে সহীহ হাদীসের আলোকে একজন মুসলমানের 'চব্বিশ ঘণ্টার ওযীফা' বা দৈনন্দিন আমলের একটি রুটিন পেশ করছি। যথাসম্ভব সুন্নতসম্মতভাবে ওযীফাটি তৈরি করার চেষ্টা করা হয়েছে। চব্বিশ ঘণ্টাকে পাঁচভাগে ভাগ করে ওযীফাটি তৈরি করা হয়েছে :

১. শেষরাতে ঘুম থেকে ওঠার পর হতে সূর্যোদয়ের পর পর্যন্ত আমল।
২. কর্মব্যস্ত অবস্থায় আমল।

৩. যোহরের নামায হতে মাগরিবের নামাযের পূর্ব পর্যন্ত আমল।

৪. মাগরিবের নামায হতে ইশার নামাযের পূর্ব পর্যন্ত আমল।

৫. ইশার নামায হতে ঘুমানোর পূর্ব পর্যন্ত আমল।

প্রতিদিন আমরা একই আমল বার বার করার সুযোগ পাই। প্রতিবার মাসনূন বা সুন্নাতসম্মত পদ্ধতিতে আমল করতে পারলে আমরা অগনিত সাওয়াব ও নেয়ামত অর্জন করতে পারবো ইনশা-আল্লাহ্!

এখানে উল্লেখ্য যে, অত্র গ্রন্থে সংকলিত আমলের বাইরেও ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পালনীয় আরও অনেক আমলের কথা কুরআন-হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এ গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিসরে সেগুলো বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা সম্ভব হয়নি। কুরআন-হাদীস হতে ঐসব বিষয়গুলো জেনে নিয়ে আমরা সাধ্যমত আমল করতে চেষ্টা করি। এ গ্রন্থে পালনের সুবিধার্থে যে ধারাবাহিকতায় ২৪ ঘণ্টার আমলগুলো বর্ণিত হয়েছে, পালন করতে গিয়ে কারো যদি একটু এদিক-সেদিক বা আগে-পিছে হয়ে যায়, তাতে কোনো ক্ষতি নেই।

১. শেষরাতে ঘুম থেকে ওঠার পর হতে সূর্যোদয়ের পর পর্যন্ত আমল

১.১. শেষ রাতে ঘুম থেকে উঠি : ফজরের ওয়াক্ত শুরু হবার কমপক্ষে এক ঘণ্টা আগে ঘুম থেকে উঠতে চেষ্টা করি। ঘড়ি বা মোবাইল ফোনে এলার্ম দিয়ে রাখলে সময় মত ঘুম থেকে জাগা অনেক সহজ হয়ে যাবে ইনশা-আল্লাহ্। ঘুম থেকে জেগেই নিজ হাত দ্বারা চেহারা ও চোখ মুছে নেই– যাতে ঘুম ঘুম ভাব দূর হয়ে যায়। (বুখারী, হাদীস নং ১৮৩, তিরমিযী)

১.২. ঘুম থেকে উঠার যিক্র করি : ঘুম থেকে উঠে বিভিন্ন যিক্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পালন করতেন ও করতে শিখিয়েছেন। এখানে একটি যিক্র উল্লেখ করছি :-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ ۔

উচ্চারণ : আল-'হামদু লিল্লা-হিল লাযী আ'হইয়া-না-বা'দা মা-আমা-তানা ওয়া ইলাইহিন নুশূর।

অর্থ : "সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদেরকে জীবিত করেছেন মৃত্যুর (ঘুমের) পরে আর তাঁর কাছেই আমাদের ফিরে যেতে হবে।" (সহীহ বুখারী ৫/২৩৬, ২৩২৭, ২৩৩০, ৬/২৬৯২, নং ৫৯৫৩, ৫৯৫৫, ৫৯৬৫, ৬৯৫৯, সহীহ মুসলিম ৪/২০৮৩, নং ২৭১১)

১.৩. মিসওয়াক করি : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

ঘুম থেকে উঠে মিসওয়াক বা দাঁত পরিস্কার করতেন। (বুখারী, হাদীস নং ২৪৫, মুসলিম, হাদীস নং ২৫৫) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যদি উম্মতের জন্য কঠিন হওয়ার আশংকা না হত, তাহলে তাদের উপর প্রত্যেক নামাযের জন্য মিসওয়াক করা ওয়াজিব সাব্যস্ত করে দিতাম। (বুখারী, মুসলিম) তিনি আরও বলেন, হযরত জিব্রাঈল (আ:) যখনই আমার নিকট আগমন করেছেন, তখনই আমাকে মিসওয়াক করার জন্য বলতেন। (তাঁর বার বার তাগিদের কারণে আমার আশংকা হয় যে,) আমি আমার মুখের অগ্রভাগকে মিসওয়াক করতে করতে ক্ষয় না করে ফেলি। (মুসনাদে আহমাদ)

১.৪. তিনবার হাত ধুয়ে নেই : আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ রাতে ঘুম থেকে যখন জেগে উঠবে তখন তিনবার হাত না ধুয়ে কোন পাত্রে হাত দেবে না। কেননা সে জানে না তার হাত ঘুমন্ত অবস্থায় কোথায় অবস্থান করেছিল। (আবূ দাউদ, হাদীস নং ১০৩)

১.৫. ইস্তিঞ্জার পূর্বে যিক্র : হযরত আনাস (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইস্তিঞ্জা (পেশাব-পায়খানা)-এর জন্য গমন করলে এই দু'আটি পাঠ করতেন :

بِسْمِ اللهِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنَالْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.

উচ্চারণ : বিসমিল্লা-হ, আল্লা-হুম্মা, ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল খুবুসি ওয়াল খাবা-ইস।

অর্থ : "আল্লাহ্‌র নামে। হে আল্লাহ্, আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি– অপবিত্র, অকল্যাণ, খারাপ কর্ম থেকে বা পুরুষ ও নারী শয়তান থেকে।" (সহীহ বুখারী ১/৬৬, নং ১৪২, ৫/২৩৩০, নং ৫৯৬৩, সহীহ মুসলিম ১/২৮৩, নং ৩৭৫)

১.৬. ইস্তিঞ্জার সুন্নত : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনও তৈরি ঘরের মধ্যে, কখনও মরুভূমির নির্জন স্থানে ইস্তিঞ্জা করেছেন। এসময় কথাবার্তা বলতে ও কেবলামুখি হতে নিষেধ করেছেন। ইস্তিঞ্জার সময় মুখে যিক্র করা বা ইস্তিঞ্জারত ব্যক্তিকে সালাম করা অনুচিত। মলমূত্র ত্যাগের পর পরিপূর্ণভাবে পবিত্র হওয়া ইসলামের অন্যতম বিধান। পেশাব থেকে সাবধান না হওয়া বা পেশাব থেকে আড়াল না করা কবরের শাস্তির কারণ। ইস্তিঞ্জা শেষে কোন রকম উঠে দাঁড়ানো, হাঁটা হাঁটি, গলা খাকরি, লাফালাফি ব্যতিরেকে বসা অবস্থাতেই ঢিলাকুলুখ (পাথর, কাপড় বা টিস্যু পেপার) ব্যবহার করে ময়লা মুছে ফেলে এরপর পানি ব্যবহার করে ভালো করে ধুয়ে নেয়া হলো ইস্তিঞ্জার পরিপূর্ণ সুন্নত ও সর্বোত্তম পর্যায়। তবে শুধু ঢিলা কুলুখ বা শুধু পানিও ব্যবহার করা যায়। তবে যারা পানি দিয়ে ইস্তিঞ্জা করে

হাদীসে তাদের প্রশংসা করা হয়েছে। বিশেষক্ষেত্রে সন্দেহ হলে ঢিলা কুলুখ ও পানি বা শুধু পানি ব্যবহারের পূর্বে তিনবার পুরুষাঙ্গ টেনে নেয়া যায়। (এহইয়াউস সুনান, ড. আব্দুল্লাহ্ জাহাঙ্গীর) শৌচাগারে যাবার সময় কাপড় দিয়ে মাথা আবৃত করে রাখা উচিত। (ইবনুল মুবারক, আয-যুহদ, পৃ: ১০৭, বাইহাকী, শুআবুল ঈমান ৬/১৪২)

১.৭. ইস্তিঞ্জার পরের যিক্‌র : হযরত আয়েশা (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইস্তিঞ্জা শেষে বেরিয়ে আসলে এই দু'আটি বলতেন : غُفْرَانَكَ

উচ্চারণ : গুফরা-নাকা। **অর্থ :** "আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করি।" (তিরমিযী ১/১২, নং ৭, আবূ দাউদ ১/৮, নং ৩০, হাকিম ১/২৬১, সহীহ ইবনু খুযাইমা ১/৪৮)।

১.৮. ওযু, গোসল বা তায়াম্মুম : ইস্তিঞ্জা সেড়ে প্রয়োজনানুসারে ওযু, গোসল, আর অপারগতার ক্ষেত্রে তায়াম্মুম করে নেই। এরপর নামাযের জন্য যথাসম্ভব পরিপূর্ণ ও সুন্দর পোশাক পরে নেই।

১.৯. তাহিয়্যাতুল ওযু (ওযুর পরে নামাজ) পড়ি : হযরত উকবা ইবনু আমির (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "যে কোনো মুসলিম যদি সুন্দরভাবে ওযু করে এরপর নিজের সমগ্র মন ও মুখ সালাতের দিকে ফিরিয়ে (দেহ-মনের সমগ্র অনুভূতি কেন্দ্রীভূত করে) এবং এভাবে সালাতে কী পাঠ করছে তা জেনে বুঝে দুই রাকা'আত সালাত আদায় করে, তার সকল গোনাহ এমনভাবে ক্ষমা করা হয় যে, সে নবজাত শিশুর মতো নিষ্পাপ হয়ে যায়।" (সহীহ মুসলিম ১/২০৯, নং ২৩৪; মুসতাদরাক হাকিম ২/৪৩৩, সহীহুত তারগীব ১/১৫৫)।

১.১০. কিয়ামুল্লাইল বা তাহাজ্জুদ নামায পড়ি : 'কিয়ামুল্লাইল' অর্থ রাতের কিয়াম বা রাত্রিকালীন দাঁড়ানো। সালাতুল ইশার পর থেকে ফজরের ওয়াক্ত শুরু হবার পূর্ব পর্যন্ত যে কোন নফল নামায আদায় করলে তা কিয়ামুল্লাইল বলে গণ্য। 'তাহাজ্জুদ' অর্থ ঘুম থেকে উঠা। রাতে ঘুম থেকে উঠে আদায় করা নামাযকে তাহাজ্জুদ বলা হয়।

কুরআন কারীমে কোনো সুন্নাত-নফল সালাতের উল্লেখ করা হয়নি, কিন্তু কিয়ামুল্লাইল ও তাহাজ্জুদের সালাতের কথা বারংবার অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনার দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারি যে, রাতের একাকী মুহূর্তে কিছু সময় আল্লাহ্‌র যিক্‌রে, তার সাথে মুনাজাতে এবং তাঁরই (আল্লাহ্‌র) ইবাদতে ব্যয় করা মুমিনের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কুরআনে প্রায় ২০ আয়াতে কিয়ামুল্লাইল-তাহাজ্জুদের কথা বলা হয়েছে। কিয়ামুল্লাইল বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এত বেশি নির্দেশনা দিয়েছেন যে, এ

বিষয়ে বর্ণিত সহীহ হাদীসগুলি একত্রিত করলে একটি বৃহদাকৃতি পুস্তকে পরিণত হবে। অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "ফরয সালাতের পরে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে ফযীলতপূর্ণ সালাত রাতের সালাত বা রাতের গভীরে আদায়কৃত সালাত।" (মুসলিম, আস-সহীহ ২/৮২১)

আবূ উমামা (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "তোমরা অবশ্যই কিয়ামুল্লাইল পালন করবে। কারণ তা তোমাদের পূর্ববর্তী নেককার মানুষদের অভ্যাস, তোমাদের জন্য তোমাদের প্রতিপালকের নৈকট্য, পাপের ক্ষমা, পাপ থেকে আত্মরক্ষার পথ এবং দেহ থেকে রোগব্যধির বিতাড়ন।" হাদীসটি সহীহ। (তিরমিযী, আস-সুনান ৫/৫৫২; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/৩২৮; সহীহুল জামি ২/৭৫২)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণত 'বিত্‌র'-সহ মোট এগার রাক'আত তাহাজ্জুদ আদায় করতেন। তিনি অধিকাংশ সময় শেষ রাতে তাহাজ্জুদ আদায় করতেন। তিনি তাহাজ্জুদের আগে অনেক সময় কুর'আনের কিছু আয়াত তিলাওয়াত করতেন। কখনো কিছু তাসবীহ, তাহলীল ইত্যাদি যিক্‌র করার পর তাহাজ্জুদ শুরু করতেন। তিনি তাহাজ্জুদের সালাতের তিলাওয়াত খুব লম্বা করতেন। এক রাক'আতে অনেক সময় ৪/৫ পারা কুরআন তিলাওয়াত করতেন। রুকু ও সিজদাও অনুরূপভাবে দীর্ঘ করতেন। যতক্ষণ তিনি তিলাওয়াত করতেন প্রায় ততক্ষণ রুকুতে ও সিজদায় থাকতেন। আর তিলাওয়াতের সময় তিনি কুরআনের আয়াতের অর্থ অনুসারে থেকে থেকে দু'আ করতেন। তাহাজ্জুদের সালাতের মধ্যে তিনি ক্রন্দন করতেন। দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে তাহাজ্জুদ আদায় করার কারণে অনেক সময় তাঁর মুবারক পদযুগল ফুলে যেত। আল্লাহ্‌র দরবারে সকাতরে প্রার্থনা করি, তিনি আমাদের সকলকে তাঁর মহান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাত অনুসারে তাহাজ্জুদ আদায়ের তাওফীক দান করেন। আমীন!

১.১১. তাহাজ্জুদ নামাযের পর আমল : তাহাজ্জুদের নামাযের পর হতে ফজরের নামাযের পূর্ব পর্যন্ত সময়টুকু কুরআন তেলাওয়াত, দরূদ পাঠ, তওবা ইস্তেগফার, যিক্‌র আযকার ও দু'আ-মুনাজাতে কাটাতে চেষ্টা করি। যাকিরের সবচেয়ে বড় সম্পদ, প্রার্থনাকারীর সর্বশ্রেষ্ঠ সুযোগ, আল্লাহ প্রেমিকের জীবনের সর্বোত্তম ক্ষণ রাতের শেষ তৃতীয়াংশ। রাত আনুমানিক ১টা বা ২টা থেকে বাকি রাত। এই সময়ের ফযীলত সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে সংকলিত হাদীসে হযরত আবু হুরাইরা (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "আমাদের মহান মহিমান্বিত প্রভু প্রতি রাতে, যখন

রাতের শেষ তৃতীয়াংশ বাকি থাকে তখন নিকটবর্তী আসমানে নেমে আসেন এবং বলেন : কেউ যদি আমাকে ডাকে, তাহলে আমি তার ডাকে সাড়া দিব। কেউ যদি আমার কাছে কিছু চায়, আমি তাকে তা প্রদান করব। কেউ যদি আমার কাছে ক্ষমা চায়, আমি তাকে ক্ষমা করব।" (সহীহ বুখারী ১/৩৮৪, নং ১০৯৪, ৫২৩৩০, নং ৫৯৬২, ৬/২৭২৩, নং ৭০৫৬, সহীহ মুসলিম ১/৫২১, নং ৭৫৮)

আবু উমামা (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করা হলো : "কোন দু'আ সবচেয়ে বেশি শোনা হয় বা কবুল করা হয়?" তিনি উত্তরে বলেন : "রাত্রের শেষ অংশ ও ফরয সালাতের পরে (দু'আ বেশি কবুল হয়)।" (সুনানুত তিরমিযী ৫/৫২৬, নং ৩৪৯৯; নাসাঈ আস-সুনানুল কুবরা ৬/৩২)

আমাদের চেষ্টা করতে হবে রাতের শেষ তৃতীয়াংশে ইবাদত ও দু'আ করার। যখন সকলেই ঘুমিয়ে থাকবেন তখন বান্দা তার মনের সকল আবেগ উজাড় করে তার প্রভুকে ডাকবে, তার মনের সকল বেদনা, আকুতি, কষ্ট ও আবেগ সে পেশ করবে তার প্রভুর দরবারে, যিনি সর্বোপরি ক্ষমতাবান মহাকরুণাময় পরম দয়ালু ও দাতা। তিনিই, শুধু তিনিই তো পারেন তাঁর আরজি পূরণ করতে। আনন্দ, বেদনা ও প্রেমের অশ্রু দিয়ে যাকির তার এই সময়ের ইবাদত ও দু'আকে সুষমাময় করবেন। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাওফীক প্রদান করুন।

১.১২. আযান হলে করণীয় : ফজরের আযান হলে মুয়ায্যিন আযানের মধ্যে যা যা বলবেন, মুমিন শ্রোতাও হুবহু তাই বলবেন। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "যখন তোমরা মুয়ায্যিনকে আযান দিতে শুনবে, তখন সে যেরূপ বলে তদ্রূপ বলবে। এরপর আমার উপর সালাত পাঠ করবে: কারণ যে ব্যক্তি আমার উপর একবার সালাত পাঠ করবে, আল্লাহ্ তাঁকে দশবার সালাত (রহমত) প্রদান করবেন। এরপর আমার জন্য 'ওসীলা' চাইবে; কারণ 'ওসীলা' জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থান, আল্লাহ্র একজন মাত্র বান্দাই এই মর্যাদা লাভ করবেন এবং আমি আশা করি আমিই হব সেই বান্দা। যে ব্যক্তি আমার জন্য 'ওসীলা' প্রার্থনা করবে, তাঁর জন্য শাফায়াত প্রাপ্য হয়ে যাবে। (সহীহ মুসলিম ১/২৯০, নং ৩৮৬, সহীহ ইবনু খুযাইমাহ ১/২২০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪/৫৯১)

অন্যান্য হাদীসে 'ওসীলা' প্রার্থনার পদ্ধতি ও বাক্য তিনি শিখিয়ে দিয়েছেন। দু'আটি নিম্নরূপ :

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدً

انِالْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةِ وَابْعَثْهُ مَقَامًامَّحْمُوْدًانِالَّذِيْ وَعَدْتَّهٗ ـ

উচ্ছারণ : আল্লা-হুম্মা, রাব্বা হা-যিহিদ দা'অ্ওয়াতিত তা-ম্মাতি ওয়াস

স্বালা-তিল ক্বা-য়িমাতি, আ-তি মু'হাম্মাদান আল-ওয়াসীলাতা ওয়াল ফাদীলাতা, ওয়াব'আসহু মাকা-মাম মা'হমুদানিল্লাযী ও'য়াদতাহু।

অর্থ : "হে আল্লাহ্, এই পরিপূর্ণ আহ্বান এবং আগত সালাতের মালিক, আপনি প্রদান করুন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ওসীলা (নৈকট্য) এবং মহা মর্যাদা এবং তাঁকে উন্নীত করুন সম্মানিত অবস্থানে, যা আপনি তাঁকে ওয়াদা করেছেন।" (বুখারী ১/২২২, নং ৫৮৯, ৪/১৭৪৯, নং ৪৪৪২)

১.১৩. আযান শেষে নিজের জন্য প্রার্থনা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে আযান সংশ্লিষ্ট যিক্র শেষে নিজেদের পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণের জন্য আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করতে শিক্ষা দিয়েছেন। এই সময়ের প্রার্থনা আল্লাহ্ কবুল করেন বলে তিনি জানিয়েছেন : "আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ের দু'আ ফেরত দেয়া হয় না। অতএব তোমরা এই সময়ে প্রার্থনা করবে।" (সুনানু আবী দাউদ ১/১৪৪, নং ৫২১)

১.১৪. ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাত : এই দুই রাক'আত সালাতকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। কখনোই কোনো অবস্থায় সফরে, বাড়িতে, ব্যস্ততা বা কোনো কারণে তিনি তা ছাড়তেন না। কখনো আযানের পরেই এবং কখনো জামা'আত শুরু হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে তিনি নিজ বাড়িতে সুন্নাত সালাত আদায় করে এরপর মসজিদে যেয়ে জামা'আতে দাঁড়াতেন।

ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাতের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিয়ম ছিল তা সংক্ষেপে আদায় করা। সাধারণত তিনি প্রথম রাক'আতে সূরা ফাতিহার পরে সূরা কাফিরূন এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা এখলাস পাঠ করতেন। আবার কখনো কখনো তিনি ফাতেহার পরে প্রথম রাকাতে সূরা বাকারার ১৩৬ আয়াত ও দ্বিতীয় রাকাতে সূরা আলে ইমরানের ৫২ নং আয়াত বা ৬৪ নং আয়াত তিলাওয়াত করতেন। (সহীহ মুসলিম ১/৫০২, নং ৭২৬, ৭২৭)

১.১৫. ফজরের সুন্নাত ও ফরযের মধ্যবর্তী সময়ে করণীয় : আযানের পরে দুই রাকআত সুন্নাত আদায় করে নিয়ে তিনি সাধারণত জামাত শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত তাঁর স্ত্রীর সাথে কথা বলতেন, অথবা ডান কাতে শুয়ে থাকতেন। ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পরে এই দুই রাক'আত সুন্নাত ছাড়া কোনো প্রকার সালাত তিনি পড়তেন না এবং এই দুই রাক'আত ছাড়া অন্য কোনো সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। এছাড়া ফজরের সুন্নাত ও ফরযের মধ্যবর্তী সময়ে কোনো নির্দিষ্ট যিক্র ওযীফার কথা সুন্নাতে আছে বলে আমাদের জানা নেই।

১.১৬. বাড়ি থেকে বের হবার সময় বলি :

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَـى اللهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ -

উচ্চারণ : বিসমিল্লা-হি, তাওয়াক্কালতু 'আলাল্লা-হি, লা-হাওলা ওয়ালা-কুওয়াতা ইল্লা-বিল্লাহ।

অর্থ : "আল্লাহ্‌র নামে। আমি আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করলাম। কোনো অবলম্বন নেই এবং কোনো শক্তি নেই আল্লাহ্‌র সাহায্য ছাড়া।"

দিনে রাতে যে কোন সময় যেকোন উপলক্ষ্যে বাড়ি থেকে বের হবার সময় এই যিক্‌র পড়তে চেষ্টা করি। আনাস (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি তার বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় এই কথাগুলি বলবে, তাঁকে (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) বলা হবে : তোমার আর কোনো চিন্তা নেই, তোমার সকল দায়িত্ব গ্রহণ করা হলো (তোমাকে সঠিক পথ দেখানো হলো) এবং তোমাকে হেফাযত করা হলো। আর শয়তান তার থেকে দূরে চলে যায়।" অন্য বর্ণনায় : "এক শয়তান অন্য শয়তানের সাথে সাক্ষাৎ করে বলে, সে ব্যক্তির সকল দায়িত্ব গ্রহণ করা হয়েছে, হেফাযত করা হয়েছে এবং পথ দেখানো হয়েছে, কিভাবে আমরা তার ক্ষতি করতে পারি?" (সুনানুত তিরমিযী ৫/৪৯০, নং ৩৪২৫, সুনানু আবী দাউদ ৪/৩২৫, নং ৫০৯৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩/১০৪)

১.১৭. মসজিদে গমনকালীন সময়ে যিকর : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাড়ি থেকে সালাতের জন্য মসজিদে গমনের সময়, তাহাজ্জুদের সালাতে সিজদা-রত অবস্থায়, তাহাজ্জুদ সালাতের পরে ও অন্যান্য সময়ে নিম্নের বাক্যগুলি বলতেন :

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِـيْ نُوْرًا وَفِيْ لِسَانِيْ نُوْرًا وَفِيْ بَصَرِيْ
نُوْرًا وَفِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا وَعَنْ يَمِيْنِـيْ نُوْرًا وَعَنْ يَسَارِيْ نُوْرًا
وَفَوْقِـيْ نُوْرًا وَتَحْتِـيْ نُوْرًا وَأَمَامِيْ نُوْرًا وَخَلْفِيْ نُوْرًا وَفِـيْ
عَصَبِـيْ نُوْرًا وَفِـيْ لَحْمِـيْ نُوْرًا وَفِـيْ دَمِيْ نُوْرًا وَفِـيْ شَعْرِيْ
نُوْرًا وَفِـيْ بَشَرِيْ نُوْرًا، وَاجْعَلْ فِيْ نَفْسِيْ نُوْرًا وَأَعْظِمْ لِـيْ نُوْرًا
وَعَظِّمْ لِـيْ نُوْرًا، وَاجْعَلْ لِـيْ نُوْرًا وَاجْعَلْنِـيْ نُوْرًا، اللّٰهُمَّ أَعْطِنِـيْ
نُوْرًا.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মাজ্‌-'আল ফী ক্বালবী নূরান, ওয়াফী লিসানী নূরান, ওয়াফী বাস্বারী নূরান, ওয়াফী সাম'য়ী নূরান, ওয়া 'আন ইয়ামীনী নূরান, ওয়া 'আন ইয়াসা-রী নূরান, ওয়া ফাওক্বী নূরান, ওয়া তা'হ্‌তী নূরান, ওয়া আমা-মী নূরান, ওয়া খালফী নূরান, ওয়া ফী 'আসাবী নূরান, ওয়াফী লাহ্‌মী নূরান, ওয়াফী দামী নূরান, ওয়াফী শা'অ্‌রী নূরান, ওয়াফী বাশারী নূরান, ওয়াজ্‌-'আল ফী নাফসী নূরান, ওয়া আ'অ্‌যিম লী নূরান, ওয়া 'আয্‌যিম লী নূরান, ওয়াজ-'আল লী নূরান, ওয়াজ্‌-'আলনী নূরান। আল্লাহুম্মা, আ'অ্‌ত্বিনী নূরান।

অর্থ : "হে আল্লাহ্‌ আপনি প্রদান করুন আমার অন্তরে নূর, আমার জবানে নূর, আমার চোখে নূর, আমার কানে নূর, আমার ডানে নূর, আমার বামে নূর, আমার উপরে নূর, আমার নিচে নূর, আমার সামনে নূর, আমার পিছনে নূর, আমার স্নায়ুতন্ত্রে নূর, আমার গোশতে নূর, আমার রক্তে নূর, আমার চুল-পশমে নূর, আমার চামড়ায় নূর, আপনি প্রদান করুন আমার নফসে নূর, আপনি বৃদ্ধি করুন আমার নূর, আপনি মহান করুন আমার নূরকে, আপনি প্রদান করুন, আপনি বানিয়ে দিন আমার মধ্যে নূর, আপনি আমাকে নূর বানিয়ে দিন। হে আল্লাহ্‌, আপনি আমাকে নূর প্রদান করুন।" (সহীহ বুখারী ৫/২৩২৭, নং ৫৯৫৭, সহীহ মুসলিম ১/৫২৮, ৫২৯, ৫৩০, নং ৭৬৩)

১.১৮. ডান পা দিয়ে মসজিদে প্রবেশের সময় বলি :

بِسْمِ اللهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰـى رَسُوْلِ اللهِ، اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِـيْ
اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ -

উচ্চারণ : বিসমিল্লা-হি ওয়াস-স্বালা-তু ওয়াস-সালা-মু 'আলা-রাসূলিল্লাহ্‌। আল্লা-হুম্মাফ্‌ তা'হলী আবওয়া-বা রাহমাতিকা।

অর্থ : "আল্লাহ্‌র নামে এবং আল্লাহ্‌র রাসূলের উপর সালাত ও সালাম। হে আল্লাহ্‌ আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাগুলি খুলে দিন।" (সহীহ মুসলিম ১/৪৯৪, নং ৭১৩, সুনানু আবী দাউদ ১/১২৬, নং ৪৬৫)

১.১৮. মসজিদে প্রবেশের পর : মসজিদে প্রবেশ করে বসার আগে **'দুখুলুল মাসজিদ' বা 'তাহিয়্যাতুল মাসজিদ'** সালাত আদায় করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করে বসার আগে অন্তত দুই রাক'আত সালাত আদায় করে নিতে বলেছেন। মসজিদে প্রবেশ করে যদি জামা'আত শুরু না হয় তাহলে বসার আগে সালাতে দাঁড়াতে হবে। যদি সুন্নাতে মু'আক্কাদা সালাত থাকে তাহলে তা আদায় করতে হবে। নইলে মাকরূহ ওয়াক্ত না হলে, অন্তত দুই

রাক'আত তাহিয়্যাতুল মসজিদ সুন্নাত সালাত আদায় করতে হবে। সরাসরি জামা'আতে দাঁড়িয়ে গেলেও তাহিয়্যাতুল মসজিদের সুন্নাত আদায় হবে। কোনো সালাত না পড়ে মসজিদে বসে গেলে এই সুন্নাত পালনের সাওয়াব থেকে আমরা বঞ্চিত হব।

১.১৯. ইকামতের জবাব : ইকামতকেও হাদীস শরীফে 'আযান' বলা হয়েছে। এজন্য মুয়াযযিনকে ইকামত দিতে শুনলে আযানের মত জবাব দেয়া উচিত। মুয়াযযিন যা বলবেন, তাই বলতে হবে।

১.২০. সকল ফরয নামায জামা'আতে আদায় করা ওয়াজিব : 'বিদাইয়া ওয়ান নিহাইয়া' ও হানাফী মাযহাবের অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে জামা'আতে নামাযকে ওয়াজিবই লেখা হয়েছে। পরবর্তী কোনো কোনো গ্রন্থে সুন্নাত লেখা হলেও সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তা ওয়াজিবের পর্যায়ের।

অগণিত সহীহ হাদীসের আলোকে আমরা দেখতে পাই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে এবং সাহাবীগণ কখনোই কঠিন ওযর ছাড়া জামা'আত ত্যাগ করেননি। জামা'আতে অনুপস্থিত থাকাকে তাঁরা নিশ্চিত মুনাফিকের পরিচয় বলে জানতেন। অনেক সময় অন্ধ ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে বলেছেন : "আমাকে মসজিদে নিয়ে আসার মতো কোনো মানুষ নেই আর পথও খারাপ। আমি কি জামা'আতে না এসে ঘরে সালাত আদায় করে নিতে পারব?" তিনি (নবী) অন্ধকেও জামা'আত ত্যাগের অনুমতি দেননি। বলেছেন ; "আযান শুনলে হামাগুড়ি দিয়ে বা বুকে হেচড়ে হলেও মসজিদে এসে তোমাকে জামা'আতে সালাত পড়তে হবে।" যারা জামা'আতে সালাতে শরীক হয় না, তাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দিতে চেয়েছেন তিনি।

১.২১. ফজর ও ইশার নামায জামা'আতে আদায়ের অতিরিক্ত ফযীলত : ফজর ও ইশার সালাতের জামা'আতের অতিরিক্ত গুরুত্ব ও ফযীলত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "মুনাফিকদের জন্য সবচেয়ে কষ্টের সালাত ফজর ও ইশা'র জামা'আত।" (সহীহ মুসলিম, ১/৪৫১, নং ৬৫১) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা:) বলেন : "আমরা যদি কাউকে ফজর ও ইশা'র জামা'আতে না দেখতে পেতাম তাহলে তার বিষয়ে ধারণা খারাপ করে ফেলতাম।" (সহীহ ইবনু খুযাইমা ২/৩৭০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫/৪৫৫, মুসতাদরাক হাকিম ১/৩৩০) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : "ফজর ও ইশার সালাত জামা'আতে আদায় করলে কত ফযীলত তা যদি তারা বুঝত, তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তারা এই দুই সালাতে উপস্থিত হতো।" (মুসলিম, ১/৪৫১, নং ৬৫০) তিনি

বলেছেন : "যে ব্যক্তি ফজরের সালাত জামা'আতে আদায় করবে, সে আল্লাহ্‌র জিম্মাদারীর মধ্যে প্রবেশ করবে।" (মাযমাউয যাওয়াইদ, ১/৪৫১) অন্য হাদীসে তিনি বলেন : "যে ব্যক্তি ইশার সালাত জামা'আতে আদায় করবে সে যেন অর্ধেক রাত্র (তাহাজ্জুদের) সালাত আদায় করল। আর যে ব্যক্তি ফজরের সালাতও জামা'আতে আদায় করবে সে ব্যক্তি যেন সারা রাত (তাহাজ্জুদের) সালাত আদায় করল (অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ইশা ও ফজর জামা'আতে আদায় করবে, সে সারা রাত তাহাজ্জুদ আদায়ের সাওয়াব পাবে।)" (মুসলিম, ১/৪৫৪, নং ৬৫৬)

১.২২. ফজরের পরে সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে থাকা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ফজরের সালাত আদায় করতেন, তখন (সূর্য পুরোপুরি উঠে মাকরূহ ওয়াক্ত শেষ হয়ে) সালাত জায়েয হওয়ার সময় পর্যন্ত তাঁর বসার স্থান থেকে উঠতেন না। তিনি বলেছেন : "যে ব্যক্তি ফজরের সালাত আদায় করার পরে সালাত জায়েয হওয়ার সময় পর্যন্ত তাঁর বসার স্থানে বসে থাকবে সে একটি মাকবুল হজ্ব ও একটি মাকবুল উমরার সাওয়াব অর্জন করবে।" হাদীসটি গ্রহণযোগ্য। (তাবারানী, আল-মু'জামুল আউসাত ৫/৩৭৫, আলবানী, সহীহুত তারগীব ২/২৬১)

আনাস (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "যে ব্যক্তি ফজরের সালাত জামা'আতে আদায় করে বসে বসে আল্লাহ্‌র যিক্‌র করবে সূর্যোদয় পর্যন্ত, এরপর দুই রাক'আত সালাত আদায় করবে, সে একটি হজ্ব ও একটি ওমরার সাওয়াব অর্জন করবে : পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ (হজ্ব ও ওমরার সাওয়াব অর্জন করবে)। (তিরমিযী ২/৪৮১, নং ৫৮৬, সহীহুত তারগীব ১/২৬০)

১.২৩. ফজরের নামাযের পরে পালনীয় যিক্‌র

১.২৩.১. ক্ষমা প্রার্থনা (৩ বার) : اَسْتَغْفِرُ اللهَ

উচ্চারণ : আস্তাগফিরুল্লা-হ।

অর্থ : আমি আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। (মুসলিম, ১/৪১৪, নং ৫৯১)

১.২৩.২. শান্তি, মর্যাদা ও বরকতের দু'আ (১ বার) :

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ -

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা আনতাস সালা-মু ওয়া মিনকাস সালা-মু, তাবা-রাকতা ইয়া যাল জালা-লি ওয়াল ইকরা-ম। **অর্থ :** "হে আল্লাহ, আপনিই সালাম (শান্তি), আপনার থেকেই শান্তি, হে মহাসম্মানের অধিকারী ও মর্যাদা প্রদানের অধিকারী, আপনি বরকতময়।" (মুসলিম, ১/৪১৪, ৫৯১)

১.২৩.৩. জান্নাতে যেতে আয়াতুল কুরসী (১ বার) : হযরত আবু উমামাহ্ (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "যে ব্যক্তি প্রত্যেক সালাতের পরে 'আয়াতুল কুরসী' (সূরা বাকারার ২৫৫ নং আয়াত) পাঠ করবে, তাঁর জান্নাতে প্রবেশের পথে আর কোন বাঁধা থাকবে না।" (নাসাই, আস্-সুনানুল কুবরা ৬/৩০, হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ২/১৪৮, ১০/১০২)

اَللهُ لَآ إِلٰـهَ إِلَّا هُوَ اَلْـحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَـأْخُـذُهٗ□ سِنَـةٌ وَّلَا نَـوْمٌ لَّـهُ مَـا فِـي السَّمٰـاوٰتِ وَمَـا فِـي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّـذِي يَشْـفَـعُ عِنْـدَهٗ□ إِلَّا بِـإِذْنِـهٖ يَـعْـلَـمُ مَـا بَـيْنَ أَيْـدِيْـهِـمْ وَمَـا خَـلْـفَـهُـمْ وَلَا يُـحِيْـطُـوْنَ بِشَـيْءٍ مِّنْ عِـلْـمِـهٖ□ إِلَّا بِـمَـا شَـآءَ وَسِـعَ كُـرْسِيُّـهُ السَّمٰـاوٰتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَـُؤْدُهٗ حِـفْـظُـهُـمَـا وَهُـوَ الْـعَـلِـيُّ الْـعَـظِـيْـمُ ۝

উচ্চারণ : আল্লা-হু লা- ইলা-হা ইল্লা- হুআল 'হাইউল ক্বাইউম। লা-তাঅ্খুযুহু সিনাতুওঁ ওয়ালা- নাওম। লাহু মা-ফিস্সামা- ওয়া-তি ওয়ামা-ফিল আরদ্বি। মান যাল্লাযী ইয়াশফা'উ 'ইনদাহু ইল্লা- বিইযনিহী ইয়া'অ্লামু মা-বাইনা আইদীহিম ওয়ামা- খালফাহুম। ওয়ালা- ইউ'হীতুনা বিশাইয়িম মিন 'ইলমিহী ইল্লা- বিমা-শা- আ। ওয়াসি'আ কুরসিয়্যুহুস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্বা। ওয়ালা- ইয়াউদুহু হিফ্যুহুমা। ওয়াহুআল 'আলিয়্যুল 'আযীম।

অর্থ : আল্লাহ, নেই কোন মা'বুদ তিনি ছাড়া। চিরঞ্জীব সর্বসংরক্ষক। স্পর্শ করে না তাকে কোন তন্দ্রা বা ঘুম। তাঁরই জন্য (তাঁরই অধীন) যা কিছু আকাশমণ্ডলীর মধ্যে ও যা কিছু যমীনের মধ্যে। কে সে যে শাফা'আত (সুপারিশ) করবে তাঁর নিকট তাঁর অনুমতি ছাড়া? তিনি জানেন যা কিছু আছে তাদের সামনে ও তাঁদের পিছনে। এবং তারা জানে না কিছুই তাঁর জ্ঞানের, শুধুমাত্র যতটুকু তিনি চান ততটুকু বাদে। তাঁর আসন আকাশমণ্ডলী ও যমীন ব্যাপী। কোন কষ্ট হয় না তাঁর আসমান-যমীনের সংরক্ষণ করতে। এবং তিনি মহা উচ্চ, মহান মহিমাময়।

১.২৩.৪. সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস (১ বার করে) : উকবা ইবনু আমির (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে প্রত্যেক নামাযের পরে মু'আওয়িযাত (এই সূরা তিনটি) পাঠ

করতে নির্দেশ দিয়েছেন। (সুনানু আবী দাউদ ২/২/৮৬, নং ১৫২৩, সুনানুত তিরমিযী, ৫/১৭১, নং ২৯০৩) সূরাগুলো অনুবাদসহ -------- পৃষ্ঠায় দেখুন।

১.২৩.৫. সুব'হানাল্লাহ (৩৩ বার), আল্'হামদুলিল্লাহ (৩৩ বার), আল্লাহু আকবার (৩৪ বার) : প্রত্যেক ফরয নামাযের পরে উক্ত যিক্রগুলো যে ব্যক্তি পড়ে, সে কখনও নিরাশ বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। অন্য বর্ণনায়, কখনও বঞ্চিত হবে না। (মুসলিম, হা/১২২৭-১২২৮) **সময়ের স্বল্পতার কারণে সর্বনিম্ন ১০ বার করেও পড়া যায়।** (সুনানু আবী দাউদ ৪/৩১৬, নং ৫০৬৫)

১.২৩.৬. কুফরি, দারিদ্র ও কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা (১ বার) :

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَ أَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ـ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিনাল কুফ্রি ওয়াল ফাকরি, ওয়া আ'উযু বিকা মিন 'আযা-বিল ক্বাব্রি।

অর্থ : "হে আল্লাহ, আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি কুফরি থেকে ও দারিদ্র থেকে এবং আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি কবরের আযাব থেকে।" (হাদীসটি সহীহ। সুনানুন নাসাঈ ৩/৭৩, ৭৪, নং, মুসনাদু আহমদ ৫/৪৪, সহীহ ইবনু খুযাইমা ১/৩৬৭, নং ৭৪৭, মুসতাদরাক হাকিম ১/৩৮৩, জামিউল উসূল ৪/২২৯-২৩০)

১.২৩.৭. শাস্তি থেকে রক্ষার দু'আ (১ বার) :

رَبِّ قِنِـىْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ [تَجْمَعُ]عِبَادَكَ ـ

উচ্চারণ : রাব্বি ক্বিনী 'আযা-বাকা ইয়াওমা তাব'আসু 'ইবা-দাকা।

অর্থ : "হে আমার প্রভু, আমাকে রক্ষা করুন আপনার শাস্তি থেকে যেদিন আপনি পুনরুত্থিত করবেন আপনার বান্দাগণকে।" (সহীহ মুসলিম ১/৪৯২, নং ৭০৯, সহীহ ইবনু খুযাইমা ৩/২৮, ২৯, জামিউল উসূল ৪/২২৮)

১.২৩.৮. যিক্র, শুকর ও ইবাদত করার তাওফীক প্রার্থনা (১ বার) :

اَللّٰهُمَّ أَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ ـ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা, আ'ইননী 'আলা-যিক্রিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি 'ইবা-দাতিকা।

অর্থ : "হে আল্লাহ্, আপনি আমাকে আপনার যিক্র করতে, শুকুর করতে এবং আপনার ইবাদত সুন্দরভাবে করতে তাওফীক ও ক্ষমতা প্রদান করুন।" (সুনানু আবী দাউদ ২/৮৬, জামিউল উসূল ৪/২২৯-২৩০)

১.২৩.৯. কৃপণতা, কাপুরুষতা, অপমানকর বার্ধক্য, ফিতনা থেকে

আশ্রয় প্রার্থনা (১ বার) :

اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُبِكَ مِنَالْبُخْلِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلٰى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা, ইন্নী আ'উযু বিকা মিনাল বুখ্লি, ওয়া আ'উযু বিকা মিনাল জুবনি, ওয়া আ'উযু বিকা আন উরাদ্দা ইলা- আরযালিল উমুরি, ওয়া আ'উযু বিকা মিন ফিতনাতিদ দুনইয়া- ওয়া আ'উযু বিকা মিন 'আযা-বিল ক্বাবরি।

অর্থ : "হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি কৃপণতা থেকে, আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি কাপুরুষতা থেকে, আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি অপমানকর অতি বৃদ্ধ বয়সে পৌছান থেকে, (যে বয়সে মানুষ কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে), আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুনিয়ার ফিতনা থেকে, আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি কবরের আযাব থেকে।" (সহীহ বুখারী ৩/১০৩৮, নং ২৬৬৭, সহীহ ইবনু খুযাইমাহ ১/৩৬৭, নং ৭৪৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫/৩৭১, নং ২০২৪)

১.২৩.১০. তাওহীদ, আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গুণজ্ঞাপক যিক্‌র (১ বার) :

لَا إِلٰـهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْـدَهٗ لَا شَـرِيْكَ لَـهٗ لَـهُ الْـمُـلْـكُ وَلَـهُ الْـحَـمْـدُ وَهُـوَ عَـلٰـى كُلِّ شَـيْءٍ قَـدِيْرٌ اَللّٰـهُـمَّ لَا مَـانِـعَ لِـمَـا أَعْـطَـيْـتَ وَلَامُـعْـطِـيَ لِـمَـا مَـنَـعْـتَ وَلَا يَـنْـفَـعُ ذَا الْـجَـدِّ مِـنْـكَ الْـجَـدُّ .

উচ্চারণ : লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু, ওয়া'হদাহু লা-শারীকা লাহু, লাহুল মুলক, ওয়া লাহুল 'হামদ, ওয়া হুআ 'আলা- কুল্লি শাইয়িন কাদীর। আল্লা-হুম্মা, লা-মা-নি'আ লিমা- আ'অ্ত্বাইতা, ওয়ালা-মু'অত্বিয়া লিমা-মানা'অ্তা, ওয়ালা-ইয়ান্‌ফা'উ যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু।

অর্থ : "আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই। তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ্, আপনি যা দান করেন তা ঠেকানোর ক্ষমতা কারো

নেই। আর আপনি যা না দেন তা দেওয়ার ক্ষমতাও কারো নেই। কোনো পরিশ্রমকারীর পরিশ্রম আপনার ইচ্ছার বাইরে কোনো উপকারে লাগে না।"
(সহীহ বুখারী ১/২৮৯, নং ৮০৮, ৫/২৩৩২, নং ৫৯৭১, সহীহ মুসলিম ১/৪১৪-৪১৫, নং ৫৯৩)

অন্য বর্ণনা অনুসারে, ... "ওয়াহুয়া 'আলা-কুল্লি শাইয়িন ক্বাদির"-এর পর বলতেন :

لَا حَـوْلَ وَلَا قُـوَّةَ إِلَّا بِـاللهِ الَا نَـعْـبُـدُ إِلَّا إِيَّـاهُ لَـهُ الـنِّـعْـمَـةُ وَلَـهُ الْـفَـضْـلُ وَلَـهُ الـثَّـنَـاءُ الْـحُـسْـنُ لَا إِلٰـهَ إِلَّا اللهُ مُـخْـلِـصِـيْـنَ لَـهُ الـدِّيْـنِ وَلَـوْ كَـرِهَ الْـكَافِـرُوْنَ.

উচ্চারণ : লা-'হাওলা ওয়ালা- কুওয়াতা ইল্লা-বিল্লা-হ, লা-না'অ্বুদু ইল্লা-ইইয়া-হু। লাহুন নি'অ্মাতু, ওয়া লাহুল ফাদ্বলু, ওয়ালাহুস সানা-উল 'হুস্ন। লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুখলিসীনা লাহুদ্দীন, ওয়ালাও কারিহাল কা-ফিরূন।

অর্থ : আল্লাহ্‌র দ্বারা ও আল্লাহ্‌র মাধ্যম ছাড়া কোনো অবলম্বন নেই এবঙ কোনো ক্ষমতা নেই। আমরা আল্লাহ্ ছাড়া কারো ইবাদত করি না। নিয়ামত তাঁরই, দয়া তাঁরই এবং উত্তম প্রশংসা তাঁরই। আল্লাহ্ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই। আমাদের দ্বীন বিশুদ্ধভাবে শুধুমাত্র তাঁরই জন্য, এতে যদিও কাফিরগণ অসন্তুষ্ট হয়।" (সহীহ মুসলিম ১/৪১৫, নং ৫৯৪, সুনানু আবী দাউদ ২/৮২, নং ১৫০৬, ১৫০৭)

১.২৩.১১. অল্প আমলে বেশি সাওয়াব পাবার যিক্‌র (৩ বার) : উম্মুল মুমিনীন জুওআইরিয়্যা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের সালাতের পরে তাঁকে তাঁর সালাতের স্থানে যিক্‌র রত অবস্থায় দেখে বেরিয়ে যান। এরপর তিনি অনেক বেলা হলে দুপুরের আগে ফিরে এসে দেখেন তিনি তখনও ঐ অবস্থায় তাসবিহ তাহলীলে রত রয়েছেন। তিনি বলেন : "তুমি কি আমার যাওয়ার সময় থেকে এই পর্যন্ত এভাবেই যিক্‌র রত রয়েছো?" তিনি বললেন : "হ্যাঁ।" তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : "আমি তোমার কাছ থেকে বেরিয়ে চারটি বাক্য তিন বার করে বলেছি (নীচের বাক্যগুলি)। তুমি সকাল থেকে এই পর্যন্ত যত কিছু বলেছ সবকিছু একত্রে যে সাওয়াব হবে, এই বাক্যগুলির সাওয়াব সেই একই পরিমাণ হবে।"

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَى نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ.

উচ্চারণ : সুব'হা-নাল্লা-হি ওয়াবি'হামদিহী, 'আদাদা খালক্বিহী, ওয়ারিদ্বা-নাফ্‌সিহী, ওয়া যিনাতা 'আরশিহী ওয়া মিদা-দা কালিমা-তিহী।

অর্থ : "আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও প্রশংসা ঘোষণা করছি, তাঁর সৃষ্টির সম সংখ্যক, তাঁর নিজের সন্তুষ্টি পরিমাণে, তাঁর আরশের ওজন পরিমাণে এবং তাঁর বাক্যের কালির সমপরিমাণ।" (সহীহ মুসলিম ৪/২০৯০-২০৯১, নং ২৭২৬, সহীহ ইবন হিব্বান ৩/১১০, নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা ১/৪০২, ৬/৪৮, ৪৯)

১.২৩.১১. জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তির দু'আ (৭ বার) : হারিস ইবনু মুসলিম (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন, তুমি ফজরের সালাতের পরেই (দুনিয়াবী) কথা বলার আগে এই দু'আ (নীচের) ৭ বার বলবে। যদি তুমি ঐ দিনে মৃত্যুবরণ কর তাহলে আল্লাহ্ তোমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন। অনুরূপভাবে, মাগরিবের সালাতের পরে কথা বলার আগেই এই দু'আ ৭ বার বলবে। তুমি যদি ঐ রাত্রে মৃত্যু বরণ কর তাহলে আল্লাহ তোমাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবেন।"

اَللّٰهُمَّ أَجِرْنِىْ مِنَ النَّارِ-

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা, আজিরনী মিনান না-র।

অর্থ : "হে আল্লাহ, আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন।" (নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা ৬/৩৩, সুনানু আবু দাউদ ৪/৩২০, নং ৫০৭৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫/৩৬৭)

১.২৩.১৩. সাইয়্যেদুল ইস্তিগফার বা ক্ষমা চাওয়ার শ্রেষ্ঠ দু'আ (১ বার) : শাদ্দাদ ইবনু আউস (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "এই দু'আটি সাইয়্যেদুল ইস্তিগফার বা আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাওয়ার শ্রেষ্ঠ দু'আ। যে ব্যক্তি এই দু'আর অর্থের প্রতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস রেখে দিনের বেলায় তা পাঠ করবে সে যদি ঐ দিন সন্ধ্যার আগে মৃত্যুবরণ করে, তবে সে জান্নাতী হবে। আর যে ব্যক্তি এই দু'আর অর্থে সুদৃঢ় একীন ও বিশ্বাস রেখে রাত্রে (সন্ধ্যায়) তা পাঠ করবে, সে যদি ঐ রাতেই সকালের আগে মৃত্যুবরণ করে, তবে সে জান্নাতী হবে।"

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّىْ لَاإِلٰهَ إِلَّاأَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَأَنَاعَبْدُكَ وَأَنَاعَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّمَا صَنَعْتُ أَبُوْءُلَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَأَبُوْءُ لَكَ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْ لِىْ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা, আনতা রাব্বী, লা-ইলা-হা ইল্লা-আনতা, খালাক্বতানী, ওয়াআনা 'আবদুকা, ওয়াআনা 'আলা- 'আহদিকা ওয়াওয়া'অ্দিকা মাস তাতা'অ্তু। আ'উযু বিকা মিন শাররি মা-স্বানা'তু, আবূউ লাকা বিনি'মাতিকা 'আলাইয়্যা, ওয়াআবূউ লাকা বিযামবি। ফাগ্‌ফিরলী, ফাইন্নাহু লা- ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লা- আনতা। **অর্থ :** "হে আল্লাহ, আপনি আমার প্রভু, আপনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমি আপনার বান্দা। আমি আপনার কাছে প্রদত্ত অঙ্গিকার ও প্রতিজ্ঞার উপরে রয়েছি যতটুকু পেরেছি। আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি আমি যে কর্ম করেছি তার অকল্যাণ থেকে। আমি আপনার কাছে প্রত্যাবর্তন করছি আপনি আমাকে যত নিয়ামত দান করেছেন তা-সহ এবং আমি আপনার কাছে প্রত্যাবর্তণ করছি আমার পাপ-সহ। অতএব, আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন, কারণ আপনি ছাড়া কেউ পাপ ক্ষমা করতে পারে না।" (সহীহ বুখারী ৫/২৩২৩, নং ৫৯৪৭। জামিউল উসূল ৬/২৫৮)

১.২৩.১৪. হেফাযতের দু'আ (৩ বার) : উসমান (রা:) বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যদি কোনো বান্দা সকালে ও সন্ধ্যায় তিন বার করে এই দু'আটি পাঠ করে তবে ঐ দিনে ও ঐ রাতে কোনো কিছুই তার ক্ষতি করতে পারবে না।"

بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لَايَضُرُّ مَعَ اِسْمِهِ شَىْءٌ فِى الْأَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

উচ্চারণ : বিসমিল্লা-হিল লাযী লা-ইয়াদুর্‌রু মা'আ ইসমিহী শাইউন ফিল আরদি ওয়া লা- ফিস সামা-ই, ওয়া হুআস সামীউল 'আলীম।

অর্থ : "আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি), যাঁর নামের সাথে জমিনে বা আসমানে কোনো কিছুই কোনো ক্ষতি করতে পারে না এবং তিনি

মহাশ্রোতা ও মহাজ্ঞানী।" (সুনানুত তিরমিযী ৫/৪৬৫, নং ৩৩৮৮, সুনানু আবী দাউদ ৪/৩২৩, নং ৫০৮৮, সুনানু ইবনি মাজাহ ২/১২৭৩, নং ৩৮৬৯)

১.২৩.১৫. দুশ্চিন্তা, উৎকণ্ঠা ও সমস্যা মুক্তির দু'আ (৭ বার) : উম্মু দারদা (রা:) থেকে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, "যে ব্যক্তি সকালে ও সন্ধ্যায় ৭ বার এই আয়াতটি পাঠ করবে আল্লাহ্ তাঁর সকল চিন্তা, উৎকণ্ঠা ও সমস্যা মিটিয়ে দেবেন।"

حَسْبِيَ اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ -

উচ্চারণ : হাসবিয়াল্লা-হু, লা-ইলাহা ইল্লা-হুআ, 'আলাইহি তাওয়াক্কালতু, ওয়া হুআ রাব্বুল 'আরশিল আযীম।

অর্থ : "আল্লাহ্ই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, আমি তাঁরই উপর নির্ভর করেছি, তিনি মহান আরশের প্রভু।" (সুনানু আবী দাউদ ৪/৩২১, নং ৫০৮১, তারগীব ১/২৫৫, নাবাবী, আল-আযকার, পৃ. ১২৭–১২৮, হিসনুল মুসলিম, পৃ. ৬১)

১.২৩.১৬. আল্লাহ্র সাহায্য লাভের দু'আ (১ বার) :

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ أَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ وَلَاتَكِلْنِيْ إِلٰى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ.

উচ্চারণ : ইয়া-হাইউ ইয়া কাইউমু, বিরাহমাতিকা আসতাগীসু, আসলিহ লী শা'নী কুল্লাহু, ওয়া লা-তাকিলনী ইলা-নাফসী তারফাতা 'আইন।

অর্থ : "হে চিরঞ্জীব, হে মহারক্ষক ও অমুখাপেক্ষী তত্ত্বাবধায়ক, আপনার রহমতের ওসীলা দিয়ে ত্রাণ প্রার্থনা করছি। আপনি আমার সকল বিষয়কে সুন্দর ও সাফল্যমণ্ডিত করুন। আর আমাকে চোখের পলকের জন্যও আমার নিজের দায়িত্বে ছেড়ে দিবেন না (সর্বদা আপনার তত্ত্বাবধানে আমাকে রাখুন)।"

১.২৩.১৭. যে দু'আ পড়লে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাত ধরে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন (৩ বার) :

رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا -

উচ্চারণ : রাদীতু বিল্লা-হি রাব্বান, ওয়া বিল ইসলা-মি দীনান, ওয়া বিমুহাম্মাদিন নাবিয়্যান।

অর্থ : "আল্লাহকে প্রভু হিসাবে, ইসলামকে দীন হিসাবে ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবী হিসাবে গ্রহণ করে আমি সন্তুষ্ট ও খুশি হয়েছি।"

মুনাইযির (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি সকালে এই বাক্যগুলি বলবে আমি দায়িত্ব গ্রহণ করছি যে, তাঁর হাত ধরে তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করাব।" (মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/১১৬, যাকারিয়া, আল-ইখবার ফীমা লা ইয়াসিহ্হু, পৃ: ১৫১)

অন্য হাদীসে আবু সাল্লাম (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যদি কোনো ব্যক্তি সকালে ও সন্ধ্যায় (বা সকালে ও বিকালে) এই বাক্যগুলি (৩ বার) বলে, তবে আল্লাহ্র উপর হক্ব (নিশ্চিত) হয়ে যায় যে, তিনি উক্ত ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট ও খুশি করবেন।" (মুসনাদু আহমদ ৪/৩৩৭, সুনানুত তিরমিযী ৫/৪৬৫, নং ৩৩৮৯, সুনানু ইবনু মাজাহ ২/১২৭৩, নং ৩৮৭০, বুসীরী, যাওয়াইদু ইবনি মাজাহ, পৃ. ৪৯৯, আলবানী, যয়ীফু সুনানি ইবনু মাজাহ, পৃ. ৩১৮, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/১১৬)

একটি সহীহ হাদীসে আবু সাঈদ খুদরী (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "যে ব্যক্তি (রাদীতু বিল্লাহি .....) বলবে তাঁর জন্য জান্নাত পাওনা হয়ে যাবে।" (সহীহ মুসলিম ৩/১৫০১, সুনানু আবী দাউদ ২/৮৭, নং ১৫২৯)

১.২৩.১৮. সকল কল্যাণ লাভের দু'আ (১ বার) : আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনোই সকাল হলে ও সন্ধ্যা হলে এ কথাগুলি (নীচের দু'আটি) বলতে ছাড়তেন না (সর্বদা তিনি সকালে ও সন্ধ্যায় এই দু'আটি বলতেন) :

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِيْ دِيْنِيْ وَدُنْيَايَ وَأَهْلِيْ وَمَالِيْ اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِيْ وَاٰمِنْ رَوْعَاتِيْ اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِيْ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِيْ وَعَنْ يَمِيْنِيْ وَعَنْ شِمَالِيْ وَمِنْ فَوْقِيْ وَأَعُوْذُبِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِيْ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা, ইন্নী আস্‌আলুকাল ‘আফওয়া ওয়াল ‘আ-ফিয়্যাতা ফিদ্ দুন্‌ইয়া- ওয়াল আ-খিরাহ। আল্লাহুম্মা, ইন্নী আস্‌আলুকাল ‘আফ্‌ওয়া ওয়াল ‘আ-ফিয়্যাতা ফী দীনী ওয়া দুন্‌ইয়াই-য়া, ওয়া আহলী ওয়া মা-লী। আল্লা-হুম্মাস্-তুর ‘আউরা-তী ওয়া আ-মিন রাউ‘আ-তী। আল্লা-হুম্মা’হ্ ফায্‌নী মিম বাইনি ইয়াদাইয়্যা ওয়া মিন খালফী, ওয়া ‘আন ইয়ামীনী ওয়া ‘আন শিমালী, ওয়া মিন ফাউক্বী। ওয়া আ‘উযু বি’আযামাতিকা আন উগতা-লা মিন তা’হ্‌তী।

অর্থ : ‘হে আল্লাহ্, আমি আপনার নিকট চাই ক্ষমা ও সার্বিক সুস্থতা-নিরাপত্তা দুনিয়াতে এবং আখিরাতে। হে আল্লাহ্, আমার দুনিয়াবী বিষয়ের মধ্যে, আমার পরিবার-পরিজনের মধ্যে ও আমার সম্পদের মধ্যে। হে আল্লাহ্, আমার দোষত্রুটিগুলি গোপন করুন এবং আমার ভয়ভীতিকে নিরাপত্তা দান করুন। হে আল্লাহ্, আপনি আমাকে হেফাযত করুন আমার সামনে থেকে, আমার পিছন থেকে, আমার ডান থেকে, আমার বাম থেকে, আমার উপর থেকে এবং আমি আপনার মহত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ করছি যে, আমি আমার নিম্ন দিক থেকে আক্রান্ত হব।” (মুসনাদ আহমদ ২/২৫, সুনানু ইবনি মাজাহ ২/১২৭৩, মুসতাদরাক হাকিম ১/৬৯৮, মাওয়ারিদুয যামআন ৭/৩৮১-৩৮৩, সহীহুত তারগীব ১/৩৪৩)

১.২৩.১৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শাফায়াত পেতে দরূদ পড়ি (১০ বার) : উম্মু দারদা (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : “যে ব্যক্তি সকালে দশ বার ও সন্ধ্যায় দশ বার আমার উপর সালাত পাঠ করবে, সে কিয়ামতের দিন আমার শাফা’আত লাভ করবে। হাদীসটি সহীহ।” (মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/১২০, সহীহুত তারগীব ১/৩৪৫, যাকারিয়া, আল-ইখবার, পৃ: ১৫৪)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক শেখানো সর্বোত্তম দরূদ **‘দরূদে ইবরাহীমী’** (নামাযের দরূদ)। তবে যে কোনো শব্দে সালাত আদায় করা যেতে পারে। যেমন–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা স্বাল্লি আলা- মুহাম্মাদিনিন নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি ওয়া আ-লিহী ওয়া সাল্লিম।

অর্থ : “হে আল্লাহ আপনি সালাত প্রদান করুন উম্মী নবী মুহাম্মাদের উপর ও তাঁর বংশধর-অনুসারীদের উপর এবং আপনি সালামও প্রেরণ করুন।”

১.২৩.২০. সুস্থতা-নিরাপত্তা চেয়ে দু’আ (৩ বার) :

اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَدَنِيْ اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ سَمْعِيْ اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَصَرِيْ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، لَاإِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা- ‘আফিনী ফী বাদানী, আল্লাহুম্মা- ‘আফিনী ফী সাম’য়ী, আল্লাহুম্মা- ‘আফিনী ফী বাসারী, লা-ইলাহা ইল্লা- আনতা। আল্লাহুম্মা- ইন্নী আ’ঊযু বিকা মিনাল কুফরি ওয়াল ফাকরি, আল্লাহুম্মা- ইন্নী আ’ঊযু বিকা মিন আযা-বিল কাবরি। লা-ইলা-হা ইল্লা- আনতা। **অর্থ :** “হে আল্লাহ্, আমার দেহে আমাকে পরিপূর্ণ সুস্থতা-নিরাপত্তা দান করুন। হে আল্লাহ্, আমার শ্রবণযন্ত্রে আমাকে পরিপূর্ণ সুস্থতা-নিরাপত্তা দান করুন। হে আল্লাহ্, আমার দৃষ্টি শক্তিতে আমাকে পরিপূর্ণ সুস্থতা-নিরাপত্তা দান করুন। আপনি ছাড়া কোনো মা’বুদ নেই। হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আপনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই।” (সুনানু আবী দাউদ ৪/৩২৪, নং ৫০৯০, সহীহুল আদাবিল মুফরাদ লিল বুখারী, পৃ. ২৬০–২৬১, নাবাবী, আল-আযকার, পৃ. ১২৩)

১.২৩.২১. সর্বশ্রেষ্ঠ আমলকারী হবার যিক্‌র (১০ বার) : আবু যার (রা:), আব্দুর রাহমান ইবনু গানম (রা:), উমারাহ ইবনু শাবীব (রা), আবু আইউব আনসারী (রা:) ও অন্যান্য সাহাবী বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : “যে ব্যক্তি মাগরিবের সালাতের পর এবং ফজরের সালাতের পর, ঘুরে বসা বা নড়াচড়ার আগেই, পা গুটানো অবস্থাতেই, কোনো কথা বলার আগে এই যিক্‌রটি ১০ বার পাঠ করবে আল্লাহ্ তার প্রত্যেক বারের জন্য ১০টি সাওয়াব লিখবেন, ১০টি গোনাহ ক্ষমা করবেন, তাঁর ১০টি মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন, ঐদিনের জন্য তাকে সকল অমঙ্গল ও ক্ষতি থেকে রক্ষা করা হবে, শয়তান থেকে পাহারা দেওয়া হবে। ঐদিনে শির্‌ক ছাড়া কোনো গোনাহ তাঁকে ধরতে পারা উচিত নয়। যে ব্যক্তি তার চেয়ে বেশি বলবে সে ছাড়া অন্য সবার চেয়ে সে ঐ দিনের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ আমলকারী বলে গণ্য হবে।”

لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ (بِيَدِهِ الْخَيْرُ) وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

উচ্চারণ : লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু, ওয়া'হদাহু লা-শারীকা লাহু, লাহুল মুলক, ওয়া লাহুল 'হামদু, ইউ'হয়ী ওয়া ইউমীতু (বিইয়াদিহিল খাইরু) ওয়া হুআ 'আলা- কুল্লি শাইয়িন কাদীর। **অর্থ :** "আল্লাহ ছাড়া কোনা মা'বুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই। তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু দান করেন। তাঁর হাতেই সকল কল্যাণ এবং তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।" (সহীহুত তারগীব ১/২৬২-২৬৪, ইমাম আবু ইউসুফ, কিতাবুল আসার ১/৪১-৪২, তিনি হাদীসটি ইমাম আবু হানীফার সূত্রে বর্ণনা করেছেন।)

১.২৩.২২. সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ গুনাহ মাফের যিক্‌র (১০০ বার) : হযরত আবু হুরাইরা (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যদি কেউ সকালে ও সন্ধ্যায় ১০০ বার করে 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী' বলে, তাহলে তার চেয়ে বেশি না বলে কেউ তার চেয়ে বেশি আমল নিয়ে কিয়ামতের দিন উপস্থিত হতে পারবে না।" অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন, "ঐ ব্যক্তির গোনাহ যদি সমুদ্রের ফেনার চেয়েও বেশি হয়, তাহলেও আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দেবেন।" (সহীহ মুসলিম ৪/২০৭১, নং ২৬৯২, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩/১৪১, সুনানুত তিরমিযী ৫/৫১১, নং ৩৪৬৬, সুনানু আবী দাউদ ৪/৩২৪, নং ৫০৯১, সুনানু ইবনি মাজাহ ২/১২৫৩, নং ৩৮১২, সহীহুত তারগীব ১/৩৪০-৩৪১।)

১.২৩.২৩. চারটি তাসবীহ (প্রতিটি ১০০ বার করে মোট ৪০০ বার) : আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সকালে ও বিকালে সূর্যোদয়ের আগে ও সূর্যাস্তের আগে ১০০ বার 'সুবহানাল্লাহ' বলবে সে যেন একশতটি হজ্ব আদায় করল বা একশতটি উট আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে দান করল। যে ব্যক্তি এই দুই সময়ে ১০০ বার 'আল-হামদু লিল্লাহ' বলল, সে যেন আল্লাহ্‌র পথে জিহাদের জন্য ১০০টি ঘোড়ার পিঠে মুজাহিদ প্রেরণ করলো, অথবা আল্লাহ্‌র রাস্তায় ১০০টি গাযওয়া বা অভিযানে শরীক হলো। আর যে ব্যক্তি এই দুই সময়ে ১০০ বার করে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করলো, সে যেন ইসমাঈল বংশের একশত ব্যক্তিকে দাসত্ব থেকে মুক্তি প্রদান করলো। আর যে ব্যক্তি এই দুই সময়ে ১০০ বার করে 'আল্লাহু আকবার' বলল, ঐ দিনে তার চেয়ে বেশি আমল আর কেউ করতে পারবে না। তবে যদি কেউ তার সমান এই যিক্‌রগুলি পাঠ করে বা তার চেয়ে বেশি পাঠ করে তাহলে ভিন্ন কথা। (সুনানুত তিরমিযী ৫/৫১৩, নং ৩৪৭১, নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা ৬/২০৫, সহীহুত তারগীব ১/৩৪৩)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "ফজরের সালাতের পরে সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে বসে মহান আল্লাহ্‌র যিক্‌র, তাকবীর (আল্লাহু আকবার), তাহমীদ (আল-'হামদুলিল্লাহ্), তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ) ও তাহলীল (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্) বলা আমার নিকট ইসমাঈল (আ)-এর বংশের দুইজন বা আরো বেশি ক্রীতদাসকে মুক্ত করার চেয়ে বেশি প্রিয়। অনুরূপভাবে আসরের সালাতের পরে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এভাবে যিক্‌র করা আমার নিকট ইসমাঈল (আ:)-এর বংশের চারজন ক্রীতদাসকে মুক্ত করার চেয়ে বেশি প্রিয়।" (রাহে বেলায়েত, ড. আব্দুল্লাহ্ জাহাঙ্গীর পৃ: ৩২১)

১.২৩.২৪. জ্ঞান, কর্ম ও রিযিক প্রার্থনা (১ বার) :

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَّعَمَلاً مُّتَقَبَّلاً وَّرِزْقًا طَيِّبًا -

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা, ইন্নী আস্‌আলুকা 'ইল্‌মান না-ফি'আন, ওয়া, 'আমালান মুতাক্বাব্বালান ওয়া রিয্‌ক্বান ত্বাইয়িবান।

অর্থ : "হে আল্লাহ্, আমি আপনার কাছে চাচ্ছি কল্যাণকর জ্ঞান, কবুলকৃত কর্ম ও পবিত্র রিযিক।" (সুনানু ইবনি মাজাহ ১/২৯৮, ৯২৫, নাসাঈ আস সুনানুল কুবরা ৬/৩১)

১.২৩.২৫. কুরআন তিলাওয়াত, দরূদ-সালাম, দু'আ-ইস্তিগফার : নিজের সুবিধা ও অবস্থা অনুসারে এই সময়ের জন্য নির্ধারিত পরিমাণে কুরআন তিলাওয়াত, দরূদ পাঠ, ইস্তিগফার ইত্যাদি ওযীফা নির্ধারিত করে নেবেন বা সুযোগ থাকলে অনির্ধারিতভাবে তা' পালন করবেন।

১.২৪. সালাতুদ দোহা বা চাশত : সূর্য পরিপূর্ণ রূপে উদিত হওয়ার পরে, অর্থাৎ সূর্যোদয়ের মুহূর্ত থেকে প্রায় ২৫ মিনিট পরে দোহা বা চাশ্‌তের সালাতের সময় শুরু। এই সময় থেকে শুরু করে দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ের মধ্যে যে কোনো সময়ে এই সালাত আদায় করা যায়। 'দোহা'র সালাত দুই রাক'আত থেকে বার রাক'আত পর্যন্ত আদায় করা যায়।

যে কোনো মুসলিম, ফজরের জামা'আতের পরে যিক্‌র করুন বা না করুন, সূর্যোদয়ের পর থেকে দ্বি-প্রহরের মধ্যে দুই/চার রাক'আত দোহার সালাত আদায় করলেই বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত অশেষ সাওয়াব ও বরকতের আশা করতে পারবেন। এক হাদীসে আবূ যার গিফারী (রা:) বলেন, "আমার প্রিয়তম বন্ধু (রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে তিনটি বিষয়ের উপদেশ দিয়েছেন যেগুলি আমি কখনোই পরিত্যাগ করি না। (১) ঘুমানোর আগে বিত্‌র-এর সালাত আদায় করতে, (২) দুই রাক'আত দোহার বা চাশতের সালাত কখনো পরিত্যাগ না করতে: কারণ

তা সালাতুল আওয়াবীন (আল্লাহ্‌ওয়ালা তওবাকারীগণের সালাত) এবং (৩) প্রতি মাসে তিন দিন সিয়াম পালন করতে। (সহীহ ইবনু খুযাইমা ২/২৩৭, সহীহ মুসলিম ১/৪৯)

আবু যার (রাঃ) বলেন, নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মানুষের দেহের প্রত্যেক জোড়া ও গিটের জন্য (শুকরিয়াস্বরূপ) প্রতিদিন সকালে দান করা তাঁর জন্য আবশ্যকীয় দায়িত্ব। ... দুই রাক'আত দোহার সালাত আদায় করলে এই দানের দায়িত্ব পালিত হয়ে যাবে।" (সহীহ মুসলিম ১/৪৯৮, নং ৭২০)

১.২৫. মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় আমল : মসজিদ হতে বের হতে বাম পা প্রথমে বাইরে রাখি ও নীচের দু'আ পড়ি :

بِسْمِ اللهِ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ ـ

উচ্চারণ : বিসমিল্লা-হি ওয়াস-স্বলা-তু ওয়াস-সালাম-মু 'আলা-রাসূলিল্লাহ। আল্লা-হুম্মা ইন্নি আস্‌য়ালুকা মিন ফাদ্বলিকা। **অর্থ :** "আল্লাহ্‌র নামে এবং আল্লাহ্‌র রাসূলের উপর সালাত ও সালাম। হে আল্লাহ্! আমি অনুগ্রহ কামনা করি" (সুনানুত তিরমিযী, নং ৩১৪, ইবনুল কাইয়েম, জালাউল আউহাম, ৪৬–৪৭ পৃ.)

১.২৬. বাড়ি প্রবেশের সময় : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিনে বা রাত্রে যে কোনো সময়ে বাড়িতে প্রবেশের সময় আল্লাহ্‌র যিক্‌র করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং জানিয়েছেন যে আল্লাহ্‌র যিক্‌র করে বাড়িতে প্রবেশ করলে শয়তান সেই বাড়িতে অবস্থান করতে পারে না। বাড়ি প্রবেশের মাসনূন যিক্‌র নিম্নরূপ :

بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا، وَبِسْمِ اللهِ خَرَجْنَا، وَعَلٰى رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا ـ

উচ্চারণ : বিসমিল্লা-হি ওয়ালাজনা বিসমিল্লা-হি খারাজনা ওয়া 'আলা রাব্বিনা- তাওয়াক্কালনা। **অর্থ :** "আল্লাহ্‌র নামে প্রবেশ করলাম এবং আল্লাহ্‌র নামে বাহির হলাম এবং আমাদের প্রভুর উপর নির্ভর করলাম।"

হযরত আবু মালিক আশ'আরী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "যখন কেউ তার বাড়িতে প্রবেশ করবে, তখন যেন সে এই কথাগুলি বলে। এরপর সে যেন তাঁর স্ত্রী-পরিজনদেরকে সালাম দেয়।"

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ ـ

উচ্চারণ : আস-সালা-মু 'আলাইকুম ওয়া রা'হমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ। **অর্থ :** আপনাদের উপর শান্তি এবং আল্লাহ্‌র রহমত ও তাঁর বরকত। (সুনানু আবী দাউদ ৪/৩২৫, নং ৫০৯৬, যাকারিয়া, আল-ইখবার, পৃঃ ২৪৭)

আবু উমামা (রা.) বলেন, নবীয়ে মুসতাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি সালাম প্রদান করে তার বাড়িতে প্রবেশ করল সে আল্লাহ্‌র জামিনদারীতে ও তার জিম্মায় চলে গেল........। (সহীহুল আদাবিল মুফরাদ. পৃ. ৪২২, নং ৮৩২/১০৯৪) আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "যখন তুমি তোমার বাড়িতে প্রবেশ করবে তখন তোমার স্ত্রী-সন্তানগণকে সালাম দেবে। এই সালাম তোমার ও তোমার পরিবারের সদস্যগণের বরকত ও কল্যাণ বৃদ্ধি করবে।" (সুনানুত তিরমিযী ৫/৫৯, নং ২৬৯৮, বাইহাকী, শু'আবুল ঈমান ৬/৪২৭, ৪২৯, ৪৪৫)

২. কর্মব্যস্ত অবস্থায় আমল

২.১. সকল ব্যস্ততার মধ্যেও জিহ্বাটা আল্লাহ্‌র যিক্‌রে ব্যস্ত রাখা : উপরে আমরা দেখেছি যে, কীভাবে আল্লাহ্‌র যিক্‌র ও দু'আর মাধ্যমে আমরা আমাদের দিনের শুভ সূচনা করবো। এরপর স্বভাবতই আমাদেরকে বিভিন্ন ধরনের সাংসারিক, সামাজিক বা পেশাগত কাজকর্মে ব্যস্ত হয়ে পড়তে হয়। পুরুষরা পেশাগত কাজে চাকরী বা ব্যবসার জন্যে অফিস-আদালত, কল-কারখানা, দোকান-পাঠ, ব্যবসা বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গমন করেন। বন্ধের দিনে বা অবসরে বাজার-হাট বা সাংসারিক কাজে জড়িয়ে পড়েন। মহিলারা রান্না-বান্না ও অন্যান্য সাংসারিক কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষার্থীরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যান অথবা বন্ধের দিনে ঘরে বসেই পড়ালেখা করেন। সারাদিন ও রাতের কিছু অংশ এভাবেই আমাদের বিভিন্ন কাজকর্মে ব্যস্ত থাকতে হয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ অনুসারে আমাদের চেষ্টা করতে হবে, দিনে ও রাতে সকল ব্যস্ততার মধ্যেও যেন সর্বদা আমাদের জিহ্বাটা আল্লাহ্‌র যিক্‌রে ব্যস্ত থাকে।

২.২. সদাসর্বদা বেশি বেশি যিক্‌র ও দু'আ করুন : মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে বারংবার বেশি বেশি আল্লাহর যিক্‌র করতে নির্দেশ দিয়েছেন। বেশি বেশি আল্লাহর যিক্‌রকারী পুরুষ ও নারীগণের জন্য বিশেষ মর্যাদা ও পুরস্কারের ঘোষণা প্রদান করেছেন। দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে

সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিক্‌র করা মুমিনগণের বিশেষ পরিচয় হিসাবে উল্লেখ করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেপরোয়াভাবে বেশি বেশি আল্লাহর যিক্‌রকারীগণকে সবচেয়ে অগ্রগামী মুক্তিপ্রাপ্ত মানুষ বলে ঘোষণা করেছেন। আসুন আমরা সকলেই চেষ্টা করি এঁদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার।

সকল সময়ে কর্মব্যস্ততার মাঝে বা কাজের ফাঁকে কোনরূপ অবসর পেলে বিশেষত যখন মুখের কোন কাজ থাকে না, তখন যথাসম্ভব মনোযোগ দিয়ে চুপি চুপি মনের আবেগ ও আগ্রহ অনুসারে এ সকল যিকরে আমাদের জিহ্বাগুলিকে আর্দ্র রাখা প্রয়োজন :

২.২.১. 'সুবহা-নাল্লাহ', 'আল-'হামদুলিল্লাহ', 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ও 'আল্লা-হু আকবার' : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

 (এই যিকরগুলো) বলতে এত বেশি পছন্দ করি যে, এগুলি বলা আমার কাছে পৃথিবীর বুকে সূর্যের নীচে যা কিছু আছে সবকিছু থেকে বেশি প্রিয়। (মুসলিম, ৩/১৬৮৫ নং ২১৩৭)

 এই বাক্য চারিটির প্রতিটি বাক্য একবার বললে জান্নাতে একটি করে বৃক্ষ রোপন করা হয়। (আত-তারগীব ২/৪০৭-৪০৮ মাযমাউয যাওয়াইদ ১০/৮৮৯০)

 এই বাক্যগুলির প্রত্যেক বাক্য একবার যিক্‌র করা একবার আল্লাহর ওয়াস্তে দান করার সমতুল্য। (মুসলিম ১/৪৯৮ নং ৭২০, ২/৬৯৭ নং ১০০৬)

 এই বাক্যগুলি কিয়ামতের দিনে বান্দার আমল নামায় সবচেয়ে বেশি ভারী হবে। (নাসাঈ, আস-সুনামুল কুবরা৬/৫০, মুসনাদে আহমাদ ৩/৪৪৩, ৪/২৩৭, ৫/৩৬৫)

 এই বাক্যগুলিই জাহান্নামের আগুন থেকে মুমিনের ঢাল। (মুসতাদরাক হাকিম ১/৭২৫, নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা ৬/২১)

 (এ বাক্যগুলো) বলা আমার নিকট আল্লাহর রাস্তায় সমসংখ্যক স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করার চেয়ে বেশি প্রিয়। (মুসান্নাদু ইবনি আবী শাইবা ৬/৯২, ৭/১৭৬, ১৭৭)

 গাছের ডালে ঝাকি দিলে যেমন পাতাগুলি ঝরে যায় অনুরূপভাবে এই যিক্‌রগুলি বললে বান্দার গোনাহ ঝরে যায়। (মুসনাদু আহমদ ৩/১৫২, আত-তারগীব ২/৪১৮)

 আল্লাহ্ এই চারটি বাক্যকে বেছে পছন্দ করে নিয়েছেন। এই বাক্যগুলির যে কোনো একটি বাক্য একবার বললে আল্লাহ্ ২০টি সাওয়াব প্রদান করবেন এবং ২০টি গোনাহ ক্ষমা করবেন। আর এভাবে যে বেশি বেশি যিক্‌র করবে সে মুনাফিকী থেকে মুক্তি লাভ করবে। (নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা ৬/২১০, মুসনাদ আহমদ ২/৩১০, ৩/৩৫, ৩৭, মুসান্নাফু ইবনু আবী শাইবা ৬/১০৪, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/১০৪, আত-তারগীব ২/৪১০, নং ২২৯৯)

 এই চারটি বাক্য যিক্‌রকারী প্রতিটি বাক্যের প্রতিটি অক্ষরের জন্য ১০টি করে সাওয়াব লাভ করবেন। (তাবারানী, আল-মু'জামুল আউসাত ৬/৩০৯, আল-মু'জামুল কাবীর ১২/৩৮৮, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/৯১, আত-তারগীব ২/৪২১)

 যে ব্যক্তি সম্পদ ব্যয় করতে কৃপণতা বোধ করে, শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করতে ভয় পায় এবং রাত জেগে ইবাদত করতে আলসেমি অনুভব করে, সে যেন বেশি বেশি করে (এই বাক্যগুলি) বলতে থাকে। (তাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর ৯/২০৩, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/৯০, আত-তারগীব ২/৪২০-৪২১)

 সর্বোত্তম যিকর 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' এবং সর্বোত্তম দু'আ 'আল্ হামদু লিল্লা-হ'। (সুনানুত তিরমিযী, ৫/৪৬২, নং ৩৩৮৩, সুনানু ইবনে মাজাহ ২/১২৪৯, নং ৩৮০০)

 রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "তোমাদের ঈমানকে নবায়ন কর।" তাঁকে প্রশ্ন করা হ'ল : "ইয়া রাসূলুল্লাহ, কিভাবে আমরা আমাদের ঈমানকে নবায়িত করবো?" তিনি বললেন : "তোমরা বেশি বেশি করে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে।" (মুসতাদরাক হাকিম ৪/২৮৫, মাজমাইয যাওয়াইদ ১/৫২, ২/২১১, ১০/৮২)

২.২.২. لاَ حَـوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِـاللهِ

উচ্চারন : লা-'হাওলা ওয়া লা- কুওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ।

অর্থ : "কোনো অবলম্বন নেই, কোনো ক্ষমতা নেই আল্লাহ্ ছাড়া বা আল্লাহ্‌র সাহায্য ছাড়া।"

জাবাল (রা:), সা'দ ইবনু উবাদাহ (রা:) প্রমুখ সাহাবী থেকে বর্ণিত অনেকগুলি হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা 'লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বলবে, কারণ এ বাক্যটি জান্নাতের ভাণ্ডারগুলির মধ্যে একটি ভাণ্ডার ও জান্নাতের একটি দরজা। (সহীহ বুখারী ৪/১৫৪১, ৫/২৩৪৬, ৫/২৩৫৪, ৬/২৪৩৭, ২৬৯০, সহীহ মুসলিম ৪/২০৭৮)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মে'রাজের রাত্রিতে ইবরাহীম (আ:) আমাকে বলেন : আপনার উম্মতকে নির্দেশ দিবেন, তারা যেন বেশি করে জান্নাতে বৃক্ষ রোপণ করে ....। জান্নাতের বৃক্ষ রোপণ 'লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্' বলা।" (মুসনাদ আহমদ ৫/৪১৮, আত তারগীব ২/৪৩৫, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/৯৭।)

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "পৃথিবীতে যে কোনো ব্যক্তি যদি বলে : 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়া আল্লাহু আকবার, ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, আল্লাহ মহান, কোনো অবলম্বন

নেই এবং কোনো ক্ষমতা নেই আল্লাহর সাহায্য ছাড়া), তবে তার সকল গোনাহ ক্ষমা করা হবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনার সমান হয়।" (সুনানুত তিরমিযী ৫/৫০৯, নং ৩৪৬০, মুসতাদরাক হাকিম ১/৬৮২, তারগীব ২/৪১৮, নং ২৩১৪।)

২.২.৩. رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ [أَنْتَ] التَّوَّابُ الْغَفُوْرُ

উচ্চারণ : রাব্বিগ্ ফিরলী, ওয়া তুব 'আলাইয়্যা, ইন্নাকা আনতাত তাওয়া-বুল গাফুর।

অর্থ : "হে আমার প্রভু, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার তাওবা কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি মহান তাওবা কবুলকারী ও ক্ষমাকারী।।"

সদা-সর্বদা ও বেশি বেশি ইস্তিগফার করতে বা আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাইতে কুরআন ও হাদীসে বারংবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "হে মানুষেরা তোমরা আল্লাহ্র কাছে তাওবা কর। নিশ্চয় আমি একদিনের মধ্যে ১০০ বার আল্লাহ্র নিকট তাওবা বা ইস্তিগফার করি।" (সহীহ মুসলিম ৪/২০৭৫, নং ২৭০২)

২.২.৪.

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِي ۚ وَاهْدِنِيْ [وَعَافِنِيْ] وَارْزُقْنِيْ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাগ্ ফিরলী, ওয়ার'হামনী, ওয়াহদিনী, ওয়া 'আ-ফিনী, ওয়ারযুকনী।

অর্থ : "হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে দয়া করুন, আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন, আমাকে সার্বিক নিরাপত্তা ও সুস্থতা দান করুন এবং আমাকে রিযিক দান করুন।"

সাহাবী আবু মালিক আশ'আরী (রা:) তাঁর পিতা সাহাবী আসিম (রা:) থেকে বর্ণনা করেছেন, কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে উপরের বাক্যগুলি দিয়ে বেশি বেশি দু'আ করতে শেখাতেন। (সহীহ মুসলিম ৪/২০৭৩, নং ২৬৯৭।)

এই দু'আর মধ্যে দুনিয়া ও আখিরাতের সব কিছুই চাওয়া হয়েছে। মুমিনের উচিত সকল ব্যস্ততার মধ্যে এই মুনাজাতটি বলতে থাকা।

২.২.৫.

أَسْتَغْفِرُ اللهَ (الْعَظِيْمَ) الَّذِيْ لاَإِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ ـ

উচ্চারণ : আসতাগফিরুল্লা-হাল্ ('আযীমাল্) লাযী লা-ইলা-হা ইল্লা-হুআল 'হাইউল কাইউমু ওয়া আতূবু ইলাইহি। **অর্থ :** "আমি মহান আল্লাহ্র ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যিনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, তিনি চিরঞ্জীব ও সর্ব সংরক্ষক এবং তাঁর কাছে তাওবা করছি।"

আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যদি কেউ এই কথাগুলি তিন বার বলে, তাহলে তার গোনাহসমূহকে ক্ষমা করা হবে, যদি সে জিহাদের ময়দান থেকে পালিয়ে আসার মতো কঠিন পাপও করে থাকে। (মুসতাদরাক হাকিম ১/৬৯২, ২/১২৮, সুনানু আবী দাউদ ২/৮৫, নং ১৫১৭)

২.৩. হাট, বাজার, দোকান, শহর, অফিস, কর্মস্থল, যানবাহন বা যে কোন জাগতিক বা সামাজিক ব্যস্ততার স্থানে বিশেষ যিকর

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি বাজারে (শহর, বন্দর বা কর্মস্থলে) প্রবেশ করে এই যিক্রগুলি বলবে, আল্লাহ তাঁর জন্য এক লক্ষ সাওয়াব লিখবেন, তাঁর এক লক্ষ (সাধারণ ছোটখাট) গোনাহ মুছে দিবেন এবং তাঁর এক লক্ষ মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন।"

لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَه ۚ لاَ شَرِيكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرِ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٍ ـ

উচ্চারণ : লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু, ওয়া'হদাহু লা-শারীকা লাহু, লাহুল মুলক, ওয়া লাহুল হামদ, ইউ'হয়ী ওয়া ইউমীতু ওয়া হুআ হাইয়ুন লা ইয়ামুতু, বিইয়াদিহিল খাইরি ওয়া হুআ 'আলা-কুল্লি শাইয়িন কাদীর।

অর্থ : "নেই কোনো মা'বুদ আল্লাহ ছাড়া, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই। তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দান করেন। আর তিনি চিরঞ্জীব অমর। তাঁর হাতেই সকল কল্যাণ এবং তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।" (সুনানুত তিরমিযী ৫/৪৯১, নং ৩৪২৮, সুনানু ইবনে মাজাহ ২/৭৫২, নং ২২৩৫)

২.৪. আল্লাহ্‌র স্মরণে সালাতে রত থাকার সওয়াব : তাবেয়ী হযরত আবু উবাইদাহ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ বলেন: "কোনো ব্যক্তি বাজারে থাকে আর তাঁর মনের মধ্যে যদি আল্লাহর কথা স্মরণ করে, তাহলে সে সালাতে রত আছে বলে গণ্য হবে। যদি সে মনের স্মরণের সাথে সাথে ঠোঁট নাড়াতে (মুখে উচ্চারণ করতে) পারে তাহলে তা হবে উত্তম।" (জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম পৃ: ৪৪৯)

প্রাচীন যুগে বাজারই ছিল সকল বাণিজ্যিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মের কেন্দ্রস্থল। বর্তমানে বাজার বলতে বৃহদার্থে 'শহর' বা 'কর্মক্ষেত্র' বুঝানো যায়। সকল মুমিনের উচিত বাজারে, হাটে, দোকানে, শহরে, অফিসে, কর্মস্থলে বা যে কোনো জাগতিক বা সামাজিক ব্যস্ততার স্থানে গমন করলে প্রবেশের সময় এবং যতক্ষণ সেস্থলে অবস্থান করবে ততক্ষণ মাঝে মাঝে সুযোগমতো যিক্‌র করা।

২.৫. সালাম ও মুসাফাহা : সারাদিনের অবসরে বা ব্যস্ততার মাঝে যত মানুষের সাথে- যতবার দেখা সাক্ষাত বা টেলিফোনে কথা হবে, সে ছোট হোক কি বড়, আত্মীয়, অনাত্মীয়, পরিচিত, অপরিচিত, শিশু বৃদ্ধ, বাপ-ভাই, বিবি-বাচ্চা যেই হোক না কেন, প্রত্যেকবার প্রথমেই নিজে সালাম দিতে চেষ্টা করুন। 'আস্‌সালামু 'আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু' বলে সালাম দেয়া উত্তম। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে প্রথমে সালাম দেয়। (আবু দাউদ, হাদীস নং ৫১৯৭, তিরমিযী, হাদীস নং ২৬৯৪) কেউ সালাম দিলে উত্তর দেয়া ওয়াজিব। 'ওয়া 'আলাইকুমু সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ' বলে সালামের উত্তর দেয়া উত্তম। অমুসলিমকে প্রথমে সালাম করতে নিষেধ করা হয়েছে। (মুসলিম) তাদের সালামের জবাবে শুধু 'ওয়া আলাইকুম' বলতে হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যখন দু'জন মুসলমানের সাক্ষাত ঘটে আর তারা পরস্পরে মুসাফাহা করে তখন তাদের আলাদা হওয়ার আগেই তাদেরকে মাফ করে দেয়া হয়। (আবু দাউদ, হাদীস নং ৫২১২ তিরমিযী, হাদীস নং-২৭২৭)

মুসাফাহার দু'আ : نَحْمَدُ اللهَ وَنَسْتَغْفِرُهُ.

উচ্চারণ : নাহ্‌মাদুল্লাহা ওয়ানাস্‌তাগফিরুহু। **অর্থ :** আমরা আল্লাহ্‌র প্রশংসা করি এবং তাঁর কাছে ক্ষমা চাই। (মিশকাত ৪৬৭৯ নং হাদীস; সহীহ, আল মাদানী নামায, পৃ: ১০৯)

অথবা বলবেন : يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ

উচ্চারণ : ইয়াগফিরুল্লাহু লানা ওয়া লাকুম। **অর্থ :** আল্লাত আমাদের ও আপনাদের ক্ষমা করুন। (মুবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযী ৭/৩২)

২.৬. অনুমতি গ্রহণ : কারো সাথে সাক্ষাত করতে তাঁর রুমে বা ঘরে প্রবেশের প্রয়োজন হলে প্রথমেই অনুমতি চেয়ে নিন। অনুমতি না নিয়ে সরাসরি প্রবেশ করবেন না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- "হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদের ঘর ছাড়া অন্য কারো ঘরে অনুমতি না নিয়ে এবং সালাম না করে প্রবেশ করো না।" এটিই তোমাদের জন্য উত্তম যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। (সূরা-২৪ নূর : আয়াত - ২৭) অনুমতি গ্রহণকারীর উচিত 'আমি আমি' না বলে নিজের নাম বলা। (বুখারী নং ২৩৭ ও ৬২৫০, মুসলিম নং ৩৩৬ ও২১৫০) রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কারো দরজার নিকট হাজির হতেন, তিনি দরজার মুখোমুখি দাঁড়াতেন না, বরং তার ডানে বা বামে দাঁড়িয়ে বলতেন : আস্‌সালামু আলাইকুম। (হাদীসটি সহীহ, মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১৭৮৪৪ ও আবু দাউদ, হাদীস নং ৫১৮৬) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : তোমাদের মধ্যে কেউ যদি তিনবার অনুমতি না পায়, সে যেন ফিরে যায়। (বুখারী হাদীস নং ৬২৪৫ ও মুসলিম হাদীস নং ২১৫৪)

২.৭. কারো ঘরে দৃষ্টি দেয়া : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : অনুমতি ব্যতীত কোন ব্যক্তি যদি তোমার ঘরে দৃষ্টি দেয় আর তুমি পাথর নিক্ষেপ করে তার চক্ষু অন্ধ করে দাও তবে তোমার কোন গুনাহ নেই। (বুখারী হাদীস নং ৬৮৮৮ ও মুসলিম হাদীস নং ২১৫৮)

২.৮. যাতায়াতের পথে : রাস্তায় বসা উচিত নয়। একান্ত বসতেই হলে রাস্তার হক আদায় করতে হবে। রাস্তার হক হল : দৃষ্টি অবনমিত রাখা, কষ্টদায়ক জিনিস দূর করা, সালামের জবাব দেয়া এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করা। (বুখারী, হাদীস নং-৬২২৯, মুসলিম, হাদীস নং ২১২১) মানুষের চলাচলের রাস্তায় অথবা ছায়াতে পেশাব-পায়খানা করা উচিত নয়। (মুসলিম, হাদীস নং ২৬৯)

২.৯. যানবাহন (রিক্সা, গাড়ি, বাস ইত্যাদি)-এ উঠে যিক্‌র :

بِسْمِ اللهِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَاكُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَإِنَّآ إِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ

أَكْبَرُ، (لاَ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ) سُبْحَانَكَ، إِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْ لِىْ فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ.

উচ্চারণ : বিস্‌মিল্লা-হ, আল-‘হামদু লিল্লা-হ, সুবহা-নাল্লাযী সাখ্‌খারা লানা-হা-যা- ওয়ামা- কুন্না- লাহু মুক্বরিনীন। ওয়া ইন্না- ইলা- রাব্বিনা- লামুনক্বালিবূন। আল-‘হামদু লিল্লা-হ, আল-‘হামদু লিল্লা-হ, আল-‘হামদু লিল্লা-হ, আল্লা-হু আক্‌বার, আল্লা-হু আক্‌বার, আল্লা-হু আক্‌বার, (লা-ইলা-হা ইল্লা- আন্‌তা), সুব্‌’হা-নাকা, ইন্নী যালাম্‌তু নাফ্‌সী ফা’গ্‌ফির্‌লী, ফাইন্নাহু লা-ইয়া‘গফিরুয্‌ যুনূবা ইল্লা- আনতা।

অর্থ : “আল্লাহ্‌র নামে, প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি এদেরকে বশীভূত করে দিয়েছেন, যদিও আমরা সমর্থ ছিলাম না এদেরকে বশীভূত করতে। প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য (৩ বার), আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ (৩ বার) (আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই), আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, আমি আমার নিজের উপর অত্যাচার করেছি, কাজেই আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আপনি ছাড়া কেউ পাপ ক্ষমা করে না।”

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাহনে আরোহণের সময় ‘বিসমিল্লাহ’ বলতেন, উঠে বসার পর বাকী কথাগুলো বলতেন। হাদীসটি সহীহ। (তিরমিযী (৪৯-কিতাবুদ্দাআওয়াত, ৪৭-বার... ইয়া রাকিবাদ্দাবাতা) ৫/৪৬৭ (ভারতীয় ২/১৮২); আবূ দাউদ (কিতাবুল জিহাদ, মা ইয়াকুলু ... ইয়া রাকিবা) ৩/৩৫ (২/৩৫০); মুসতাদরাক হাকিম ২/১০৮)

২.১০. সফরে বের হওয়া ও প্রত্যাবর্তনের দু’আ :

اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ، سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَاكُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَإِنَّآ إِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ، أَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِىْ سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى وَمِنَ الْعَمَلِ مَاتَرْضٰى أَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا وَاطْوِعَنَّا -بُعْدَهُ أَللّٰهُمَّ أَنْتَ الصَّا حِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْأَهْلِ أَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ وَّعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَأْبَةِ الْمَنْظَرِ وَسَوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِى الْمَالِ وَالْأَهْلِ .... اٰئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ .

উচ্চারণ : আল্লা-হু আক্‌বার, আল্লা-হু আক্‌বার, আল্লা-হু আক্‌বার। সুবহা-নাল্লাযী সাখ্‌খারা লানা-হা-যা- ওয়ামা- কুন্না- লাহু মুক্বরিনীন। ওয়া ইন্না- ইলা- রাব্বিনা- লামুনক্বালিবূন।

আল্লা-হুম্মা ইন্না-নাস্‌আলুকা ফী সাফারিনা- হা-যা- আল্‌-বির্‌রা ওয়াত্‌ তাক্বওয়া, ওয়া মিনাল ‘আমালি মা-তারদ্বা। আল্লা-হুম্মা হাওয়িন ‘আলাইনা- সাফারানা- হা-যা- ওয়াত্বয়ি ‘আন্না বু‘উদাহু। আল্লা-হুম্মা আনতাস্‌ স্বা-হিবু ফিস্‌ সাফারি ওয়াল্‌ খালীফাতু ফিল আহ্‌লি। আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ‘উযু বিকা মিন্‌ ওয়া’আসা-য়িস্‌ সাফারি ওয়া কাআ- বাতিল্‌ মান্‌যারি, ওয়া সূয়িল মুনক্বালাবি ফিল মা-লি ওয়াল আহ্‌ল। ... **(ফেরার সময়)** : আ-য়িবূনা, তা-য়িবূনা, ‘আ-বিদূনা লিরাব্বিনা ‘হা-মিদূন।

অর্থ ঃ আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ (৩ বার)। পবিত্র তিনি যিনি এদেরকে আমাদের বশীভূত করেছেন, যদিও আমরা সমর্থ ছিলাম না এদরকে বশীভূত করতে। হে আল্লাহ্‌, আমরা আমাদের এ সফরে আপনার কাছে মঙ্গময় কর্ম এবং তাকওয়া প্রার্থনা করছি এবং আপনার পছন্দনীয় কর্ম করার তাওফীক প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ, আপনি আমাদের জন্য এ সফরটি সহজ করে দিন এবং এর দূরত্ব সংকুচিত করে দিন। হে আল্লাহ, সফরে আপানিই আমাদের সাথী এবং পরিবার-পরিজনের কাছে আপনিই আমাদের খলীফা-স্থলাভিষিক্ত। হে আল্লাহ, আমি সফরের কাঠিন্য, মনোকষ্টকর দৃশ্য এবং সম্পদ ও পরিবারে অকল্যাণময় প্রত্যাবর্তন থেকে আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি।” (ফেরার সময়) “আমরা প্রত্যাবর্তন করছি, তাওবা করছি, আমাদের রব্বের ইবাদত করছি এবং প্রশংসা করছি।’

আব্দুল্লাহ ইবন উমার (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফরের শুরুতে এ দু’আটি পড়তেন। ফেরার সময় দু’আটির সাথে শেষের বাক্যগুলো বলতেন। (মুসলিম (১৫-কিতাবুল হাজ্জ, ৭৪- ইয়া রাকিবা ইলা সাফারিল হাজ্জ...) ২/৯৭৮ (ভারতীয় ১/৪৩৪))

২.১১. উপরে উঠা ও নীচে নামার যিক্‌র : উপরে উঠা ও সিড়িতে বা লিফটে আরোহনকালে ‘আল্লাহু আকবার’ বলুন। নীচে নামা ও সিড়ি বা লিফ্‌ট দিয়ে অবতরণকালে ‘সুবহা-নাল্লা-হ’ বলুন।

২.১২. হাঁচি এলে করণীয় : কারো হাঁচি হলে তিনি বলবেন :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ -

উচ্চারণ : আল-‘হামদু লিল্লা-হি ‘আলা-কুল্লি ‘হাল।

অর্থ : সকল অবস্থায় সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

হাঁচি প্রদানকারীকে 'আল্-'হামদু লিল্লা-হ' বলতে শুনলে শ্রোতা বলবেন :

يَـرْحَـمُـكَ اللهُ -

উচ্চারণ : ইয়ার'হামু কাল্লা-হু।

অর্থ : আল্লাহ আপনাকে রহমত করেন।

হাঁচিদাতাকে কেউ 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বললে তিনি উত্তরে বলবেন :

يَـهْـدِيْـكُـمُ اللهُ وَيُـصْـلِـحُ بَـالَـكُـمْ -

উচ্চারণ : ইয়াহদিকুমুল্লা-হু ওয়া ইউস্বলিহু বা-লাকুম।

অর্থ : "আল্লাহ আপনাদেরকে হেদায়েত প্রদান করেন এবং আপনাদের অবস্থাকে ভালো ও পরিশুদ্ধ করেন।"

নবীকরীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হাঁচি দিতেন তখন তিনি স্বীয় হাত বা কাপড় মুখে দিতেন এবং তার আওয়াজ নিচু বা কম করতেন। (আবু দাউদ, হাদীস নং ৫০২৯, তিরমিযী, হাদীস নং ২৭৪৫)

২.১৩. হাই এলে করণীয় : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : হাই তোলা শয়তানের পক্ষ থেকে। কাজেই যখন তোমাদের কোন ব্যক্তির হাই আসে সে যেন সাধ্যমত তা দমন করে। (বুখারী, নং ৬২২৩, মুসলিম, নং ২৯৯৪) তোমাদের কেউ যখন হাই তোলে তখন সে যেন নিজ হাত দ্বারা মুখ বন্ধ করে ফেলে, কেননা (এ অবস্থায় মুখের ভেতর) শয়তান প্রবেশ করে। (মুসলিম, নং ২৯৯৫)

২.১৪. মজলিস, মাহফিল, বৈঠক, মিটিং, আড্ডা, সেমিনার, আলোচনা সভায় করণীয় : দুই বা ততোধিক ব্যক্তি যে কোনো কারণে যে কোনো স্থানে একত্রিত হলে, কথাবার্তা বললে বা কিছু আলোচনা করলে তাই একটি মজলিস বলে বিবেচিত হবে। একজন মুসলিম দিনে রাতে বহুবার এরূপ মজলিসে একত্রিত হয়। যেমন-খাওয়ার সময়, অফিসে, ব্যবসাকেন্দ্রে, দোকানে, ভ্রমণে, স্ত্রী-সন্তানদের সাথে সাক্ষাতে, আত্মীয় প্রতিবেশী-বন্ধুবান্ধবদের সাথে দেখা হলে ইত্যাদি। প্রতিটি ক্ষেত্রে মজলিস শেষে উঠার বা যাওয়ার পূর্বে নীচের দু'আটি পাঠ করলে ঐ মজলিসে বা সাক্ষাতে অর্থহীন ও অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলার মাধ্যমে বা অন্যকোন ভাবে যা ভুল-ত্রুটি হয়েছিল, তা সবই ক্ষমা করে দেয়া হয়।

سُبْـحَـانَـكَ اللّٰـهُـمَّ وَبِـحَـمْـدِكَ أَشْـهَـدُ أَنْ لاَّ إِلٰـهَ إِلَّا أَنْـتَ أَسْـتَـغْـفِـرُكَ وَأَ تُـوْبُ إِلَـيْـكَ.

উচ্চারণ : সুবহা-নাকা আল্লা-হুম্মা ওয়াবিহামদিকা আশহাদু আল্ লা-ইলা-হা ইল্লা- আনতা আস্তাগ্ফিরুকা ওয়াআতূবু ইলাইকা।

অর্থ : হে আল্লাহ্! আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করি তোমার প্রশংসার সাথে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই। আর তোমার কাছেই তাওবাহ করছি। (সহীহ তিরমিযী ৩৪৩৩ নং হাদীস, আবু দাউদ ৪৮৫৯, মিশকাত ২৪৩৩)

২.১৫. যেকোনো কাজের শুরুতে : কর্মব্যস্ততার মাঝে বা অবসরে, দিনে বা রাতে, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক বা রাষ্ট্রীয়, পেশা বা ব্যবসা সংক্রান্ত তথা যে কোনো কাজ আরম্ভ করার সময় 'বিস্মিল্লা-হ' (আল্লাহর নামে) বলুন। মহান আল্লাহ তা'আলা নিজের সম্মান ও মর্যাদার কসম করে বলেন : যে জিনিসের উপর তাঁর নাম (বিস্মিল্লাহ) বলা হবে, তাতে অবশ্যই তিনি বরকত দিবেন। (ইবনে কাসীর)

২.১৬. কর্মব্যস্ত সময়ের বিশেষ আমল : কর্মব্যস্ত সময়ে আমরা অসংখ্য মানুষের সংস্পর্শে আসি। এ সময়ে আমাদের চেষ্টা থাকবে সুযোগ পেলেই মানুষের উপকার করা। আমার দ্বারা কারো যেন কোনো ক্ষতি না হয় সে ব্যাপারে সচেষ্ট থাকা। হিংসা-বিদ্বেষ ও অন্যের অমঙ্গল কামনা থেকে অন্তরকে মুক্ত রাখা। ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র, পরিচিত-অপরিচিত নির্বিশেষে সকলের সাথে ভাল ব্যবহার করা। ঝগড়া-বিবাদ ও তর্ক-বিতর্ক এড়িয়ে চলা। গীবত-পরনিন্দা, চোগলখুরী বর্জন করা। ক্রোধ-নিয়ন্ত্রণ, ধৈর্যধারণ ও ক্ষমা করা। অহংকার নয় বিনয়, কঠোরতা নয় নম্রতা-কোমলতা অবলম্বন করা।

২.১৭. পানাহারের সময়ে করনীয় : কর্মব্যস্ততার মাঝেই দিনে ও রাতে কয়েকবার আমরা পানাহার করে থাকি। সকাল, দুপুর ও রাতের খাবার, চা-নাস্তা, পানি ইত্যাদি যা-ই পানাহার করি না কেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশিত পদ্ধতিতে করতে চেষ্টা করি। তাহলে এ পানাহারও আমাদের জন্য ইবাদত বলে গণ্য হবে। বয়স্ক ও সম্মানিত ব্যক্তির দ্বারা খাওয়া আরম্ভ করা, ডান হাতে নিজের সামনে থেকে খাওয়া, খাবারের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা না করা, বসে পানাহার করা, খাবার পরে গেলে পরিস্কার করে খাওয়া, আঙ্গুল ও বাসন চেটে খাওয়া, বালিশে হেলান দিয়ে না বসা, তিন নি:শ্বাসে পান করা, পানীয়তে ফু না দেয়া, একত্রিতভাবে খাবার খাওয়া, পেটের এক তৃতীয়াংশ খালি থাকতেই পানাহার শেষ করা, উভয় পায়ের গোছা খাড়া করে উভয় নিতম্ব/উরুর উপর বসা বা হাঁটু গেড়ে বসা ইত্যাদি পানাহারের সুন্নত।

২.১৮. খাবার উপস্থিত হলে দু'আ :

أَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ -

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা বা-রিক লানা- ফীহ ওয়া আত'ইমনা-খাইরাম্মিনহু।

অর্থ : হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের জন্য এতে বারকাত দাও এবং তা অপেক্ষা উত্তম খাদ্য আমাদেরকে দান কর। (হাসান, সহীহ্ আত-তিরমিযী ৩৪৫৫ নং হাদীস)

২.১৯. খাবারের পূর্বে যিক্র : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতকে নির্দেশ দিয়েছেন, খাদ্যগ্রহণের পূর্বে بِسْمِ اللهِ "বিস্মিল্লা-হ" (আল্লাহর নামে) বলতে। যদি কেহ খাবারের শুরুতে আল্লাহর নাম বলতে ভুলে যায়, তাহলে বলবে بِسْمِ اللهِ فِي أَوَّلِهِ وَ اٰخِرِهِ "বিস্মিল্লা-হি ফী আউআলিহী ওয়া আ-খিরিহী" (আল্লাহর নামে এর প্রথমে এবং এর শেষে)। (তিরমিযী ৫/৫০৮, ৩৪৫৮, আবু দাউদ ৪/৪২, নং ৪০২৩, ইবনে মাজাহ ২/১০৩৯, নং ৩২৮৫)

২.২০. অন্যকে আহার করানো : আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করল, ইসলামের কোন আদর্শটি সর্বোত্তম? তিনি বললেন : অপর ব্যক্তিকে খাবার খাওয়ানো এবং পরিচিত ও অপরিচিত সকলকে সালাম দেয়া। (বুখারী, হাদীস নং ৬২৩৬ ও মুসলিম, হাদীস নং ৩৯)

২.২১. খাবারের পরের যিকির : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যদি কেউ খাদ্য গ্রহণ করে এই কথাগুলো বলে, তাহলে তার পূর্বাপর সকল (সাধারণ সগীরা) গোনাহ ক্ষমা করা হবে।"

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ أَطْعَمَنِىْ هٰذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَاقُوَّةٍ -

উচ্চারণ : আল'হামদু লিল্লা-হিল্লাযী আত'আমানী হা-যাত্ব ত্বা'আ-মা ওয়া রাযাক্বানীহি মিন গাইরি 'হাওলিম মিন্নী ওয়ালা-কুওয়াহ।

অর্থ : সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাকে এই খাদ্য খাইয়েছেন এবং আমাকে তা প্রদান করেছেন, আমার কোনো অবলম্বন ও ক্ষমতা ছাড়াই। (সুনানুত তিরমিযী ৫/৫০৮, ৩৪৫৮, আবু দাউদ ৪/৪২, নং ৪০২৩, ইবনু মাজাহ ২/১০৩৯, নং ৩২৮৫)

২.২২. খাবার শেষে দস্তরখান উঠানোর সময় দু'আ :

أَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلاَ مُوَدَّعٍ وَلاَ مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا .

উচ্চারণ : আলহামদু লিল্লা-হি কাসীরান তাইয়্যিবান মুবা-রাকান ফীহি গাইরা মাকফিয়্যিন ওয়ালা-মুওয়াদ্দা'য়িন ওয়ালা-মুসতাগ্নান-'আনহু রব্বানা–।

অর্থ : সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, প্রচুর প্রশংসা যা পাক-পবিত্র, বারকাতময় সব সময়ের জন্যই প্রশংসা, এমন প্রশংসা যা যথেষ্ট হওয়ার নয়, যা থেকে অমুখাপেক্ষী হওয়াও যায় না। (সহীহ্ আবু দাউদ ৩৮৪৯ নং হাদীস, সহীহ্ আত-তিরমিযী ৩৪৫৬ নং হাদীস)

২.২৩. দুধপান করে দু'আ : اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَامِنْهُ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা বা-রিক লানা-ফীহি ওয়াযিদনা- মিনহু। **অর্থ :** হে আল্লাহ্! আমাদেরকে এতে বারকাত দাও, আর আমাদেরকে এটা আরো বেশি দাও। (হাসান, সহীহ আত-তিরমিযী ৩৪৫৫ নং হাদীস, সহীহ আবু দাউদ ৩৭৩০ নং হাদীস)

৩. যোহরের নামায হতে মাগরিবের নামাযের পূর্ব পর্যন্ত আমল

৩.১. যোহর ও আসরের নামাজ জামা'আতে আদায় : কর্মময় দিনের ব্যস্ততা ও বিভিন্নমুখি ক্ষতিকর অনুভূতি আমাদের অন্তরকে ক্রমান্বয়ে ভারাক্রান্ত ও অসুস্থ করে তোলে। এসব ক্ষতিকর অনুভূতির কঠিন ভার থেকে অন্তরকে মুক্ত করার একমাত্র উপায় আল্লাহর স্মরণ ও প্রার্থনার মাধ্যমে মনের আবেগকে তাঁর পবিত্র দরবারে সমর্পন করা। আর এজন্য মহান আল্লাহ দিনের ব্যস্ততার মাঝে বান্দার অন্তরকে কিছু সময়ের জন্য বিশ্রাম ও প্রশান্তি দিতে যোহর ও আসরের নামায ফরয করেছেন। পরিপূর্ণ আবেগ ও মনোযোগ সহকারে কাজের ফাঁকে সময় করে মসজিদে গিয়ে জামা'আতে, একান্তই সম্ভব না হলে নিজেরা কয়েকজন মিলে কর্মস্থলে জামা'আত করে যোহর ও আসরের নামায আদায় করবেন।

৩.২. নামাযের স্থানে বসে থাকা : নামাযের পরে যতক্ষণ সম্ভব নামাযের স্থানে বসে দু'আ মুনাজাত ও যিক্‌রে রত থাকা উচিত। মুমিন যদি কিছু না করে শুধু বসে থাকেন তাও তাঁর জন্য কল্যাণকর। নামাযের পরে যতক্ষণ মুসল্লী নামাযের স্থানে বসে থাকবেন ততক্ষণ ফিরিশতাগণ তাঁর জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করবেন। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "যদি কোনো মুসলিম নামায আদায় করে, এরপর সে তাঁর নামাযের স্থানে বসে থাকে, তবে ফিরিশতাগণ অনবরত তাঁর জন্য দু'আ করতে থাকেন: হে আল্লাহ একে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ একে রহমত করুন, যতক্ষণ না সে ওযু নষ্ট করে বা তাঁর স্থান থেকে উঠে যায়।" (আবুদর রাজ্জাক, আল-মুসান্নাফ ২/২৩৯) সাহাবী-তাবেয়ীগণ প্রত্যেক ফরয নামাযের পরে সাধ্যমতো বেশি সময় কোনো কথোপকথনে লিপ্ত না হয়ে যত বেশি সম্ভব তাসবীহ, তাহলীল ইত্যাদি যিক্‌রে রত থাকতে পছন্দ করতেন। (হাদীসটির সনদ সহীহ/সহীহ ইবনু খুযাইমা ১/৩৭২, সাহীহুত তারগীব ১/২৫১)

৩.৩. দ্রুত মসজিদ ত্যাগ না করা : সাধারণত নামায শেষ হওয়া মাত্র আমাদের অন্তর ব্যস্ত হয়ে পড়ে মসজিদ থেকে বের হয়ে কর্মে প্রবেশের জন্য। অনেক সময় সত্যিই কোনো জরুরি কাজ তাঁর থাকে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নামাযের পরেই নামাযের স্থান ত্যাগের এই অস্থিরতা শয়তানী প্রেরণা। অনেক সময় আমরা দ্রুত মসজিদ থেকে বেরিয়ে আসি, কিন্তু মসজিদের বাইরে এসে কোনো বন্ধুর সাথে দেখা হলে বা কোনো আকর্ষণীয় কথা বা দৃশ্য পেলে সেখানে অনেক সময় কাটিয়ে দিতে অসুবিধা হয় না। এজন্য আমাদের উচিত সম্ভব হলে অস্থিরতা পরিত্যাগ করে প্রশান্ত হৃদয়ে কয়েক মিনিট আল্লাহর যিক্‌রে রত থাকা। (জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম পৃ: ৪৪৯)

৩.৪. যোহরের সুন্নত : যোহরের ফরয নামাযের পূর্বের চার রাকাত সুন্নত বাসায় পড়ে মসজিদে গিয়ে জামা'আতে ফরয পড়বেন। এরপর আবার বাসায় ফিরে যোহরের পরের দু'রাকাত সুন্নাত পড়বেন।

৩.৫. যোহরের নামাযের পরের পালনীয় যিক্‌র : যোহরের ফরয নামাযের পরে উপরে উল্লেখিত **'১.২৩.** ফজরের নামাযের পরে পালনীয় যিক্‌র'-এর **১.২৩.১. নং হতে ১.২৩.১০.** নং পর্যন্ত যিক্‌রগুলো পালন করবেন **(২১ হতে ২৪ নং পৃষ্ঠায় দেখুন)**।

৩.৬. আসরের নামাযের পরের পালনীয় যিক্‌র : আসরের নামাযের পর থেকে মাগরিব পর্যন্ত সময় যিক্‌রের বিশেষ সময়। বিভিন্ন হাদীসে আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত যিকরে রত থাকার অভাবনীয় ফযীলত ও মর্যাদার কথা বর্ণিত হয়েছে। আসরের নামাযের পরে উপরে উল্লেখিত **'১.২৩.** ফজরের নামাযের পরে পালনীয় যিক্‌র'-এর **১.২৩.১. হতে ১.২৩.১০. নং যিক্‌র এবং ১.২৩.২৩. নং** যিক্‌রগুলো পালন করবেন (২১ হতে ২৪ নং এবং ৩০ নং পৃষ্ঠায় দেখুন)।

নিজের সময়, সুযোগ ও ক্বালবী হালত অনুযায়ী যতক্ষণ ও গনণাহীনভাবে যত বেশি সম্ভব মনে মনে বা মৃদুস্বরে, অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে হৃদয়কে আলোড়িত করে 'সুবহা-নাল্লাহ, আল'হামদু লিল্লা-হ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আল্লা-হু আকবার'-এই ৪টি বাক্য একত্রে বা পৃথকভাবে যিক্‌র করবেন। সম্ভব হলে মাগরিব পর্যন্ত যিক্‌র করবেন। বিশেষত জুমুআর দিন সূর্যাস্তের আগের সময়টুকু দু'আ মুনাজাতে কাটানোর চেষ্টা করবেন। হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "আসরের সালাতের পরে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহর যিক্‌রে রত কিছু মানুষের সাথে বসে থাকা আমার কাছে চারজন ক্রীতদাস মুক্ত করার চেয়েও বেশি প্রিয়।" (সুনানু আবী দাউদ ৩/৩২৪, নং ৩৬৬৭, সহীহুত তারগীব ১/২৬০)

৪. মাগরিবের নামায হতে ইশার নামাযের পূর্ব পর্যন্ত আমল

৪.১. জামা'আতে মাগরিব আদায় : সাধারণত মাগরিবের নামায আমাদেরকে কর্মব্যস্ততার মাঝেই আদায় করতে হয়। কোনো ক্রমেই যাতে জামা'আত ছুটে না যায় সে ব্যাপারে যত্নবান থাকবেন। ফরজ নামায জামা'আতে মসজিদে পড়ে সুন্নত বাসায় এসে পড়বেন। কর্মব্যস্ততার কারণে বাসায় ফিরতে দেরি হলে মসজিদেই সুন্নত পড়ে নিন।

৪.২. মাগরিবের নামাযের পরের পালনীয় যিক্‌র : মাগরিবের নামাযের পরে উপরে উল্লেখিত **'১.২৩.** ফজরের নামাযের পরে পালনীয় যিক্‌র'-এর **১.২৩.১. নং হতে ১.২৩.২৩. নং** পর্যন্ত যিক্‌রগুলো পালন করবেন **(২১ হতে ৩০ নং পৃষ্ঠা দেখুন)**।

৪.৩. সাপ-বিচ্ছুর ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষার যিক্‌র :

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ -

উচ্চারণ : আ'ঊযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত তা-ম্মা-তি, মিন শার্‌রি মা-খালাক্বা।

অর্থ : "আল্লাহর পরিপূর্ণ বাক্যসমূহের আশ্রয় গ্রহণ করছি, তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার অকল্যাণ থেকে।"

আবু হুরাইরা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এসে বলে, হে আল্লাহর রাসূল, গত রাতে আমাকে একটি বিষাক্ত বিচ্ছু কামড় দিয়েছিল। তাতে আমি খুবই কষ্ট পেয়েছি। তিনি বলেন, "যদি তুমি সন্ধ্যার সময় এই কথা (উপরের দু'আটি) বলতে তাহলে তা (বিচ্ছু বা বিষধর প্রাণী) তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারত না।" অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন : "যদি কেউ সন্ধ্যায় তিন বার এই বাক্যটি বলে সেই রাতে কোনো বিষ বা দংশন তাকে ক্ষতি করতে পারবে না।" (সহীহ মুসলিম ৪/২০৮১, নং ২৭০৯, সহীহুত তারগীব ১/৩৪০, নাবাবী, আল-আযকার, পৃ: ১১৯) এছাড়া হযরত খাওলা বিনত হাকীম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যদি কেউ কোনো স্থানে গমন করে বা সফরে কোথাও থামে এবং উপরের দু'আটি বলে, তাহলে ঐ স্থান পরিত্যাগের আগে (ঐ স্থানে অবস্থানরত অবস্থায়) কোনো কিছু তার ক্ষতি করতে পারবে না। (সহীহ মুসলিম ৪/২০৮০-২০৮১, নং ২৭০৮)

৪.৪. মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী নফল নামায : মাগরিব থেকে ইশা পর্যন্ত সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে ও তাঁর সাহাবীগণ বেশি বেশি নফল সালাত আদায় করতেন বলে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। কোনো কোনো যয়ীফ হাদীসে বলা হয়েছে, মাগরিবের পর থেকে ইশার সালাত পর্যন্ত যে সালাত আদায় করা হয় তা 'সালাতুল আওয়াবীন' অর্থাৎ 'বেশি বেশি তাওবাকারীগণের সালাত'। হুযাইফা (রা:) বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এসে তাঁর সাথে মাগরিবের সালাত আদায় করলাম। তিনি মাগরিবের পরে ইশার সালাত পর্যন্ত নফল সালাতে রত থাকলেন।" (ইবনু আবী শাইবা, মুসান্নাফ ২/১৫, নাসাঈ, সুনানুল কুবরা ১/৫১, ৫/৮০, সহীহুত তারগীব ১/৩১৩) আনাস (রা:) বলেন, "সাহাবায়ে কেরাম মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে সজাগ থেকে অপেক্ষা করতেন এবং নফল সালাত আদায় করতেন।" (আবূ দাউদ, আস-সুনান ২/৩৫; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/৩১৩)

এই সময়ে কত রাক'আত সালাত আদায় করতে হবে সে বিষয়ে কোনো সহীহ হাদীস নেই। মুমিন নিজের সুবিধা ও সাধ্যমতো এই সময়ে নফল সালাত আদায় করবেন। একটি অত্যন্ত দুর্বল হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি মাগরিবের পরে কোনো বাজে কথা বলার আগে ৬ রাক'আত সালাত আদায় করবে সে **১২** বৎসর ইবাদত করার সমপরিমাণ সাওয়াব অর্জন করবে। (তিরমিযী ২/২৯৮, নং ৪৩৫)

৪.৫. সন্ধ্যার আদব : রাত যখন ঘনিভূত হয় অথবা সন্ধ্যা হয়ে আসে তখন তোমরা ছোট বাচ্চাদের আটকিয়ে রাখো, অর্থাৎ বাইরে যেতে দিওনা, কেননা শয়তান ঐ সময়ে বিচরণ করে বেড়ায়। সন্ধ্যার ঘন্টা খানেক পর তাদের বের হতে দিও। আল্লাহর নাম উল্লেখ করে অর্থাৎ বিসমিল্লাহ বলে ঘরের দরজা বন্ধ করো; কেননা শয়তান বন্ধকৃত দরজা খোলে না। আর 'বিস্‌মিল্লাহ' বলে পান পাত্র, বাসন, আহার পাত্র আবৃত করো যদিও তা (কাঠির ন্যায়) কোন জিনিষ হয়। (হিসনুল মুসলিম)

৫. ইশার নামায হতে ঘুমানোর পূর্ব পর্যন্ত আমল

৫.১. ইশার জামা'আত : যে কোনো পরিস্থিতিতে আমাদের সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে যাতে, কর্মব্যস্ততার অযুহাতে কোনোক্রমেই ইশার নামাযের জামা'আত তরক না হয়। ইশার জামা'আতের গুরুত্ব সম্পর্কে আমরা **১.২১. নং** এ **২১** পৃষ্ঠায় জানতে পেরেছি।

৫.২. ইশার নামাযের পরের পালনীয় যিক্‌র : ইশার চার রাকাত ফরয নামাযের পরে উপরে উল্লেখিত **এই অধ্যায়ের ১.২৩.১. নং হতে ১.২৩.১০ নং** পর্যন্ত যিক্‌রগুলো পালন করবেন **(২১ নং হতে ২৩ নং পৃষ্ঠা দেখুন)**।

৫.৩. ইশার সুন্নত ও বিতর : ইশার ফরয নামাযের পরের দু'রাকাত সুন্নত নামায মসজিদ থেকে বাড়িতে এসে পড়া সুন্নত। তবে মসজিদে পড়াও জায়েজ। ইশার পরে বিতর আদায় করা জায়েজ। তবে বিতরের সর্বোত্তম সময় শেষ রাত। শেষ রাতে তাহাজ্জুদ আদায়ের শেষে বিতর আদায় করা বেশি সওয়াবের এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আচরিত সুন্নাত। তবে কেউ শেষ রাতে উঠতে পারবেন না বলে সন্দেহ করলে তাঁর জন্য ঘুমানোর আগে বিতর আদায় করা উত্তম।

৫.৪. বিতরের পরের যিক্‌র : হযরত উবাই ইবনু কা'ব বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম **৩** রাক'আত বিতর আদায় করতেন, প্রথম রাক'আতে "সাব্বিহিস্‌মা রাব্বিকাল আ'লা", দ্বিতীয় রাক'আতে "কাফিরূন" ও তৃতীয় রাক'আতে "ইখলাস" পড়তেন এবং রুকুর আগে কুনূত পাঠ করতেন। বিতির সালাত শেষ হলে তিনবার বলতেন :

سُبْحَـانَ الْـمَـلِـكِ الْقُدُّوْسِ -

উচ্চারণ : সুব'হা-নাল মালিকিল কুদ্দূস।

অর্থ : "ঘোষণা করছি পবিত্রতা মহান মহা পবিত্র সম্রাটের।" তিনি শেষবারে লম্বা (জোরে শব্দ) করে বলতেন। (সুনানু আবী দাউদ ২/৬৫, নং ১৪৩০, সুনানুন নাসাঈ ৩/২৩৫, নং ১৬৯৯, সহী ইবনু হিব্বান ৬/২০৩)

৫.৫. দরূদ ও সালাম বেশি বেশি পড়ুন : দরুদ শরীফ মুমিনের অন্যতম যিকির ও হৃদয়ের সবচেয়ে বড় প্রশান্তি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসংখ্য হাদীসে তাঁর উপর দরুদ ও সালামের নির্দেশনা প্রদান করেছেন এবং অতুলনীয় পুরস্কারের বর্ণনা দিয়েছেন। হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, কোন উম্মত তাঁর উপর দরূদ ও সালাম পাঠ করলে আল্লাহ তাকে অগণিত পুরস্কার প্রদান করেন, তার গোনাহ ক্ষমা করেন, তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন, তার উপর রহমত বর্ষণ করেন, ফিরিশতাগণ তাঁর জন্য দু'আ করেন, তার দরূদ ও সালাম তার নাম ও পিতার নামসহ ফিরিশতাগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর রাওযা মুবারাকায় পৌঁছে দেন, তিনি তাঁর জন্য দু'আ করেন। সর্বোপরি যে ব্যক্তি যত বেশি দরূদ ও সালাম পাঠ করবে সে কিয়ামতে ততবেশী তাঁর নৈকট্য পাবে। অধিক পরিমাণে দরূদ পাঠকারীর সকল সমস্যা আল্লাহ্ মিটিয়ে দিবেন।

মুমিন সর্বাবস্থায় দরুদ-সালাম পাঠ করবেন। হাটতে, চলতে, শুয়ে, বসে, কর্মব্যস্ততার ফাঁকে যে কোনো সময় সুযোগ পেলে বা খেয়াল হলে ওযু-সহ বা ওযু ছাড়া সর্বাবস্থায় দরূদ পাঠ করতে পারেন। সুন্নাতের নির্দেশনা অনুসারে দরূদের বিশেষ সময় রাত। সম্ভব হলে তাহাজ্জুদের পরে, না হলে ইশার নামাযের পরে যথাসম্ভব বেশি করে দরূদ পাঠ করবেন।

৫.৬. কুরআন তিলাওয়াত : মুমিনের নফল ইবাদতের মূল সময় রাত। সাহাবী তাবেয়ীগণ রাতে অন্যান্য আমলের সাথে যতটুকু সম্ভব কুরআন তিলাওয়াতও নিয়মিত করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "যে ব্যক্তি রাতে দশটি আয়াত পাঠ করবে তাকে গাফিল বা অমনোযোগীদের দলভূক্ত হিসাবে লেখা হবে না।" (মুসতাদরাক হাকিম ১/৭৪২, আত-তারগীব ২/৩২৯) সুতরাং প্রতিদিন কমপক্ষে ১০ (দশ)টি আয়াত অবশ্যই তিলাওয়াত করবেন। প্রতিটি আয়াত বাংলা অর্থসহ বুঝে পড়তে চেষ্টা করুন। কুরআন তিলাওয়াত যেমন একটি ইবাদত, কুরআন অনুধাবন করা, বুঝা ও কুরআন নিয়ে চিন্তা করা অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। কুরআনকে ধীরে ধীরে, শান্তভাবে, স্পষ্ট করে ও টেনে টেনে পড়বেন যেন তা বুঝা ও তার অর্থ চিন্তা করা সহজ হয়।

৫.৭. পরিবারের সদস্যদের সাথে ধর্মীয় আলোচনা : প্রতিদিন ইশা'র পরে কিছুক্ষণ সময় পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ধর্মীয় বিষয়ে আলোচনা করুন। সময় ও সুযোগ মত ওযীফা ও নামাজ শিক্ষা, ইসলামী আকীদা শিক্ষা, রিয়াদুস সালেহীন, ঈমান ও আমল, বান্দার হক, দি গাইড, মাসিক নেদায়ে ইসলাম ইত্যাদি বই থেকে পাঠ করে শোনাতে পারেন। এ সুযোগে সাংসারিক বা পারিবারিক বিভিন্ন বিষয়েও আলোচনা করে নিতে পারেন।

৫.৮. শেষ রাতে তাহাজ্জুদ আদায়ে অসুবিধা হলে : ইশার পরে অপ্রয়োজনীয় কথা ও রাত্রিজাগরণ ত্যাগ করে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়তে চেষ্টা করুন। এতে শেষ রাতে ঘুম থেকে জেগে উঠে ইবাদত করা সহজ হবে। শেষ রাতে তাহাজ্জুদ আদায়ে অসুবিধা হলে, প্রথম রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে সাধারণত ২/৪/৮ রাক'আত নামায আদায় করে এরপর বিতর আদায় করবেন। এরপর মনের আবেগ ও ভালবাসা দিয়ে আল্লাহর কাছে সারাদিনের নেয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, নিজের, বন্ধুদের ও শত্রুদের পাপের জন্য ক্ষমা চেয়ে, সমস্যাদির জন্য সাহায্য চেয়ে এবং তাঁর সার্বিক রহমত ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করে ঘুমাতে যাবেন। আল্লাহ্ আমাদেরকে তাওফীক দান করেন। ইনশা-আল্লাহ এতে তাহাজ্জুদ নামাযের আংশিক সাওয়াব পাবেন।

৫.৯. ওযু অবস্থায় ঘুমানো : ঘুমের জন্য ওযু অবস্থায় শয়ন করা একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসনূন ইবাদত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এজন্য বিশেষভাবে উৎসাহ প্রদান করেছেন এবং এ জন্য বিশেষ দুটি পুরস্কারের সুসংবাদ প্রদান করেছেন। একটি হাদীসে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "তোমরা তোমাদের দেহগুলিকে পবিত্র রাখবে, আল্লাহ তোমাদের পবিত্র করুন। যদি কোনো বান্দা ওযু অবস্থায় ঘুমায়, তাহলে তার পোশাকের মধ্যে একজন ফিরিশতা শুয়ে থাকেন। রাত্রে যখনই এই ব্যক্তি নড়াচড়া করে তখনই এই ফিরিশতা বলেন : হে আল্লাহ আপনি এই ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দিন, কারণ সে ওযু অবস্থায় ঘুমিয়েছে।" হাদীসটি হাসান। (সহীহ ইবনু হিব্বান ৩/৩২৮, তাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর ১২/৪৬৬, সহীহুত তারগীব ১/৩১৭)

৫.১০. পরিধানের কাপড় খোলার দু'আ : بِسْمِ اللّٰهِ (বিসমিল্লা-হ), হযরত আনাস (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ কাপড় খুলবে বা অনাবৃত হবে, তখন

মানুষের গুপ্তাঙ্গ ও জিনদের দৃষ্টির মাঝে পর্দা 'বিসমিল্লাহ' বলা। (আলবানী, সহীহুল জামে ১/৬৭৫, হা/৩৬১০)

৫.১১. ঘুমানোর পূর্বে বিছানায় শুয়ে যিক্‌র :

৫.১১.১. সারারাত ফিরিশতা কর্তৃক দেখাশোনা ও হেফাজত : হাদীস শরীফে আছে যে, কেউ যদি কখনো শয়ন করে সেই শয়নের মধ্যে আল্লাহর যিক্‌র না করে তাহলে সেই শয়ন তার জন্য ক্ষতির কারণ হবে। অন্য হাদীসে হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "যখন কোনো মানুষ বিছানায় শয়ন করে তখন একজন ফিরিশতা ও একজন শয়তান তার নিকট আসে। ফিরিশতা বলে : হে আল্লাহ, কল্যাণ ও মঙ্গল দিয়ে এর দিনের সমাপ্তি করুন। আর শয়তান বলে : অমঙ্গলের সাথে এর সমাপ্তি হোক। যদি ঐ ব্যক্তি আল্লাহর যিক্‌র করে নিদ্রা যায়, তাহলে সারারাত ঐ ফিরিশতা তাকে দেখাশুনা ও হেফাযত করেন। (সহীহ ইবনু হিব্বান ২/৩৪৩)

৫.১১.২. সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস পড়ে হাতে ফুঁ দিয়ে শরীরের সর্বত্র বুলানো (তিনবার) : দুই হাত একত্র করে এই সূরাগুলি পাঠ করে হাতে ফুঁ দিয়ে হাত দু'টি যথাসম্ভব শরীরের সর্বত্র বুলানো। -এভাবে ৩ বার। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি রাতে বিছানায় গমনের পরে তাঁর মুবারক দু'টি হাত একত্রিত করে তাতে ফুঁ দিতেন এবং তাতে উপরের তিনটি সূরা পাঠ করতেন। এরপর শরীরের যতটুকু সম্ভব স্থান দুই হাত দিয়ে মোছেহ করতেন। মাথা, মুখ ও শরীরের সামনের দিক থেকে শুরু করতেন।-এভাবে ৩ বার করতেন।" (সহীহ বুখারী /১৯১৬, নং ৪৭২৯, ৫/২১৬৫, ২১৬৯, ২১৭০) **অনুবাদসহ সূরাগুলো ২২ ও ২৩ নং পৃষ্ঠায় দেখুন।**

৫.১১.৩. 'সুব'হানাল্লাহ' (৩৩ বার), 'আলহামদুলিল্লা-হ' (৩৩ বার), 'আল্লা-হু আকবার' (৩৪ বার) : ফাতেমা (রা) নিজের হাতে যাতা ঘুরিয়ে ও সংসারের সকল কর্ম একা করতে কষ্ট পেতেন। হযরত আলী (রা) তাঁকে পরামর্শ দেন যে, তোমার আব্বার নিকট যুদ্ধলব্ধ একটি দাসী চাও, যে তোমাকে সংসার কর্মে সাহায্য করবে। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সাথে দেখা করতে এসে তাঁকে না পেয়ে ফিরে যান। রাত্রে তাঁরা বিছানায় শুয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের কাছে আসেন। তিনি বলেন, "আমার আসহাবে সুফফার দরিদ্র সাহাবীগণকে বাদ দিয়ে তোমাকে কোনো দাসী দিতে পারব না। তবে

দাসীর চেয়েও উত্তম বিষয় তোমাদেরকে শিখিয়ে দিচ্ছি। তোমরা যখন বিছানায় শুয়ে পড়বে তখন ৩৩ বার 'সুবহা-নাল্লাহ', ৩৩ বার 'আল'হামদুলিল্লা-হ' এবং ৩৪ বার 'আল্লাহু আকবার' বলবে। (সহীহ বুখারী ৩/১১৩৩, ৩/১৩৫৮, ৫/২০৫১, ৫/২৩৯, নং ২৯৪৫, ৩৫০২, ৫০৪৬, ৫৯৫৯)

অন্য হাদীসে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "কোনো মুসলিম যদি দু'টি কাজ নিয়মিত করতে পারে তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। কাজ দু'টি খুবই সহজ কিন্তু করার মানুষ খুব কম। প্রথমত, প্রত্যেক সালাতের পরে ১০ বার 'সুবহা-নাল্লাহ', ১০ বার 'আল'হামদু লিল্লা-হ' ও ১০ বার 'আল্লা-হু আকবার' বলবে। এতে ১৫০ বার জিহ্বার যিক্‌র হবে এবং আল্লাহর কাছে আমলনামায় বা মীযানে ১৫০০ সাওয়াব হবে। দ্বিতীয়ত, বিছানায় শয়ন করার পরে ৩৪ বার 'আল্লা-হু আকবার', ৩৩ বার 'আল'হামদু লিল্লা-হ' ও ৩৩ বার 'সুবহা-নাল্লাহ' বলবে। এতে মুখে ১০০ বার ও মীযানে ১০০০ বার হবে।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আঙ্গুলে গুণে গুণে তা দেখান। সাহাবীগণ প্রশ্ন করেন : "এই দু'টি কর্ম সহজ হওয়া সত্ত্বেও পালনকারী কম কেন?" তিনি উত্তরে বলেন : "কেউ শুয়ে পড়লে শয়তান এসে এগুলি বলার আগেই ঘুম পাড়িয়ে দেয়। সালাতের পরে এগুলি বলার আগেই তাকে তার বিভিন্ন কথা মনে করিয়ে দেয়।" (সুনানু আবী দাউদ ৪/৩১৬, নং ৫০৬৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫/৩৫৪, সহীহুত তারগীব ১/৩২১-৩২২)

৫.১১.৪. শিরক থেকে মুক্তি : সূরা কাফিরুন (এক বার) : নাওফাল আল-আশজায়ী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন, তুমি সূরা 'কাফিরূন' পড়ে ঘুমাবে, এ শির্‌ক থেকে তোমার বিমুক্তি। হাদীসটি হাসান। এই অর্থে ইবনু আব্বাস (রা) থেকে আরেকটি হাদীস হাসান সনদে বর্ণিত হয়েছে। (সুনানুত তিরমিযী ৫/৪৭৪, নং ৩৪০৩, সুনানু আবী দাউদ ৪/৩১৩, নং ৫০৫৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩/৭০, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/১২১, নাবাজী, আল-আযকার, পৃ: ১৩৯)

قُلْ يَآأَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ (١) لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ (٢) وَلَآ
أَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ أَعْبُدُ (٣) وَلَآ أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ (٤)
وَلَآ أَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ أَعْبُدُ (٥) لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ (٦)

উচ্চারণ : (১) কুল ইয়া- আইউহাল কা-ফিরূন। (২) লা -আ'অ্‌বুদু মা-তা'অ্‌বুদুন। (৩) ওয়ালা- আনতুম 'আ-বিদুনা মা- আ'অ্‌বুদ। (৪)

ওয়ালা- আনা ‘আবিদুম্ মা ‘আবাত্তুম। (৫) ওয়ালা- আনতুম ‘আ-বিদুনা মা আ‘অ্বুদু। (৬) লাকুম দীনুকুম ওয়ালিয়া দীন।

অর্থ : বলুন, হে কাফিরগণ, আমি ইবাদত করি না তোমরা যার ইবাদত কর। এবং তোমরা ইবাদতকারী নও যার ইবাদত আমি করি। এবং আমি ইবাদতকারী নই যার ইবাদত তোমরা কর। এবং তোমরা ইবাদতকারী নও যার ইবাদত আমি করি। তোমাদের কর্ম ও কর্মফল তোমাদের জন্য এবং আমার কর্ম ও কর্মফল আমার জন্য।

৫.১১.৫. কুরআনের এক তৃতীয়াংশ তিলাওয়াত : সূরা ইখলাস (একবার) : আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীগণকে বললেন : তোমরা কি পারবে না রাতে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ তিলাওয়াত করতে? বিষয়টি তাঁদের কাছে কষ্টকর মনে হলো। তাঁরা বললেন : হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের মধ্যে কে-ই বা তা পারবে? তখন তিনি বলেন: ‘কুল হু আল্লাহু আহাদ্’ সূরাটি কুরআনের এক তৃতীয়াংশ।’ আবু দারদা (রা) থেকে একই অর্থে আরেকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। (সহীহ বুখারী ৪/১৯১৬, ৪৭২৭, সহীহ মুসলিম ১/৫৫৬, নং ৮১১) অনুবাদসহ সূরাটি ----- পৃষ্ঠায় দেখুন।

৫.১১.৬. সারারাত হেফাজত : আয়াতুল কুরসী (একবার) : আবু হুরাইরা (রা) বর্ণিত হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, কেউ রাতে বিছানায় শয়ন করার পরে আয়াতুল কুরসী (সূরা বাকারার ২৫৫ নং আয়াত) পাঠ করলে সারারাত আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁকে হেফাযত করা হবে এবং কোনো শয়তান তাঁর নিকট আসতে পারবে না। (সহীহ বুখারী ২/৮১২, ৩/১১৯৪, ৪/১৯১৪, নং ২১৮৭, ৩১০১, ৪৭২৩) অনুবাদসহ আয়াতুল কুরসী **২১** নং পৃষ্ঠায় দেখুন।

৫.১১.৭. সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত একবার : আবু মাস’উদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যদি কেউ রাতে সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত পাঠ করে তাহলে তাঁর জন্য যথেষ্ট হবে। (সহীহ বুখারী ৪/১৪৭২, ১৯১৪, ১৯২৩, ১৯২৬, নং ৩৭৮৬, ৪৭২২, ৪৭৫৩, ৪৭৬৪, সহীহ মুসলিম)

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ط كُلٌّ اٰمَنَ بِاللهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ق غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۝ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا اِلَّا

وُسْعَهَا ط لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ط رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَأْنَا ج رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ج رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ج وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝

উচ্চারণ : আ-মানার রাসূলু বিমা- উনযিলা ‘আলাইহি মির রাব্বিহী ওয়াল মু’মিনুন কুল্লুন আ-মানা বিল্লা-হি ওয়া মালা-ইকাতিহী ওয়া কুতুবিহী ওয়া রুসুলিহ। লা-নুফাররিক্বু বাইনা আ’হাদিম মির রুসুলিহ। ওয়া ক্বা-লূ সামি’অ্না ওয়া আতা’অ্না ‘গুফরা-নাকা রাব্বানা, ওয়া ইলাইকাল মাসীর। লা-ইউকাল্লিফুল্লাহু নাফসান ইল্লা-উস’আহা-। লাহা- মা- কাসাবাত ওয়া ‘আলাইহা- মাকতাসাবাত। রাব্বানা- লা তুআখিযনা- ইন নাসীনা আউ আখতাঅ্না। রাব্বানা ওয়ালা তাহ্মিল্ আলাইনা– ইছরান কামা হামাল তাহু আলাল্লাযীনা মিন্কাব্লিনা। রাব্বানা- ওয়ালা- তু’হাম্মিলনা- মা- লা- ত্বা-ক্বাতা লানা-বিহী ওয়া’অ্ফু ‘আন্না ওয়া’গফির লানা- ওয়ার‘হামনা- আনতা মাউলা-না ফানস্বুরনা- ‘আলাল ক্বাউমিল কা-ফিরীন।

অর্থ : বিশ্বাস স্থাপন করেছেন রাসূল তাতে যা তার উপর অবতীর্ণ হয়েছে তাঁর উপর তাঁর প্রভুর নিকট থেকে এবং মুমিনগণও (অনুরূপভাবে বিশ্বাস স্থাপন করেছেন)। তাঁরা সকলেই বিশ্বাস স্থাপন করেছেন আল্লাহ্‌র উপর, তাঁর ফিরিশতাগণের উপর, তাঁর গ্রন্থসমূহের উপর, তাঁর রাসূলগণের উপর। (তাঁরা বলেন) আমরা তারতম্য করি না রাসূলগণের মধ্যে এবং তাঁরা বলেন, আমরা শুনেছি এবং আমরা আনুগত্য করেছি, আমরা আপনার ক্ষমা চাই, হে আমাদের প্রতিপালক এবং আপনার কাছেই আমাদের প্রত্যাবর্তন। আল্লাহ্ কাউকে তাঁর সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেন না। সে তাই পায় যা সে উপার্জন করে এবং তাঁর উপর তাই বর্তাবে যা সে করে। হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের অপরাধ নেবেন না, যদি আমরা ভুলে যাই বা ভুল করি। হে আমাদের প্রতিপালক, এবং আমাদের উপর কষ্টকর দায়িত্ব চাপিয়ে দিবেন না, যেরূপ চাপিয়ে দিয়েছেন পূর্ববর্তী মানুষদের উপর। হে আমাদের প্রভু, আর আমাদেরকে দায়িত্ব দিবেন না তার যা পালনের ক্ষমতা আমাদের নেই। এবং পাপমোচন করুন আমাদের, ক্ষমা

করুন আমাদেরকে, করুণা করুন আমাদেরকে, আপনিই আমাদের প্রভু, অতএব আপনি আমাদেরকে কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য করুন।

৫.১১.৮. ঘুমানোর পূর্বে যেসব সূরা পড়তে হয় : জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরা সাজদাহ ও সূরা মূলক তিলাওয়াত না করে ঘুমাতেন না। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরা বানী ইসরাঈল ও সূরা যুমার তিলাওয়াত না করে ঘুমাতেন না। অন্য হাদীসে আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক রাতে সূরা সাজদাহ ও সূরা যুমার পাঠ করতেন। হাদীসগুলি সহীহ। (সুনানুত তিরমিযী ৫/১৮১, নং ২৯২০, নাসাঈ, আমালুল ইয়াওম, পৃ: ৪৩১, মুসনাদ আহমদ ৩/৩৪০, মুসনাদ আবী ইয়ালা ৮/১০৬, ২০৩, সহীহুল জামিয়িস সাগীর ২/৮৭৯, নং ৪৮৭৩, ৪৮৭৪)

৫.১১.৯. সমুদ্রের ফেনা সমতুল্য গোনাহ মাফের ইস্তিগফার (তিন বার) : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি বিছানায় শয়ন করার সময় নিম্নের এই কথাগুলি ৩ বার বলবে আল্লাহ্ তাঁর গোনাহসমূহকে ক্ষমা করবেন, যদিও তা সমুদ্রের ফেনা সমতুল্য হয়।"

اَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ الَّذِيْ لَاإِلٰهَ إِلَّاهُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ ـ

উচ্চারণ : আসতাগফিরুল্লা-হাল্ 'আযীম, আল্লাযী লা ইলা-হা ইল্লা-হুআল 'হাইউল কাইউমূ ওয়া আতূবু ইলাইহি। **অর্থ :** "আমি মহান আল্লাহ্র ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যিনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, তিনি চিরঞ্জীব ও সর্ব সংরক্ষক এবং তাঁর কাছে তাওবা করছি।" (সুনানুত তিরমিযী ৫/৪৭০, নং ৩৩৯৭, আল-আযকার, পৃ. ১৩৯-১৪০, ইমাম গাযালী, এহ্ইয়াউ উলূমিদ্দীন ২/৩৬৯)

৫.১১.১০. বিছানা ঝেড়ে নেয়া : হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা যখন বিছানায় শয়ন করতে যাবে তখন নিজের পোশাক দিয়ে হলেও বিছানাটি ঝেড়ে নেবে .... এরপর বলবে :

بِاسْمِكَ رَبِّىْ وَضَعْتُ جَنْبِىْ وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِىْ فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ ـ

উচ্চারণ : বিসমিকা রাব্বী ওয়াদ্বা'তু জানবী ওয়াবিকা আরফা'উহু। ইন

আমসাকতা নাফসী ফার'হামহা-। ওয়া ইন আরসালতাহা- ফা'হফাযহা বিমা-তা'হফাযু বিহী 'ইবা-দাকাস সালিহীন। **অর্থ :** "হে আল্লাহ, আপনার নাম নিয়ে আমার পার্শ (বিছানায়) রাখলাম এবং আপনার নামেই তাকে উঠাব। আপনি যদি আমার আত্মাকে রেখে দেন (মৃত্যু দান করেন) তাহলে তাকে রহমত করবেন। আর যদি তাকে ছেড়ে দেন (ঘুমের পরে আবার জেগে উঠি) তাহলে আপনি তাকে হেফাযত করবেন যেভাবে আপনার নেক্কার বান্দাগণকে হেফাযত করেন।" (সহীহ বুখারী ৫/২৯২৯, নং ৫০৬১, সহীহ মুসলিম ৪/২০৮৪ নং ২৭১৪)

৫.১১.১১. ডান হাত গালের নীচে রাখা : উম্মুল মুমিনীন হাফসা (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুমানোর ইচ্ছা করলে তাঁর ডান হাত গালের নিচে রাখতেন। এরপর এই দু'আটি ৩ বার বলতেন:

اَللّٰهُمَّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ ـ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ক্বিনী 'আযা-বাকা ইয়াওমা তাব'আসু 'ইবা-দাকা। **অর্থ :** "হে আল্লাহ, আমাকে রক্ষা করুন আপনার শাস্তি থেকে যেদিন আপনি পুনরুত্থিত করবেন আপনার বান্দাগণকে।" (সুনানু আবী দাউদ ৪/৩১০, নং ৫০৪৫, সুনানুত তিরমিযী ৫/৪৭১, নং ৩৩৯৮, মাওয়ারিদুয যামআন ৭/৩৭০-৩৭১, নাবাবী, আল-আযকার পৃ. ১৩৭)

৫.১১.১২. ঘুমানোর যিকর : হুযাইফা (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুমানোর এরাদা করলে এই যিক্রটি বলতেন :

بِاسْمِكَ اَللّٰهُمَّ أَمُوْتُ وَأَحْيَا ـ

উচ্চারণ : বিসমিকা, আল্লা-হুম্মা, আমূতু ওয়া আ'হইয়া-।

অর্থ : "আপনারই নামে, হে আল্লাহ, আমি মৃত্যু বরণ করি এবং জীবিত হই।" (সহীহ বুখারী ৫/২৩৩০, নং ৫৯৬৫)

৫.১১.১৩. বিছানায় ঘুমের জন্য শয়নকালে দু'আ : আব্দুল্লাহ্ ইবনু আমর (রা:) বলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বিছানায় ঘুমের জন্য শয়ন করতেন, তখন এই দু'আটি বলতেন :

بِاسْمِكَ رَبِّيْ وَضَعْتُ جَنْبِيْ فَاغْفِرْلِيْ ذَنْبِيْ ـ

উচ্চারণ : বিসমিকা রাব্বী, ওয়াদ্বা'অ্তু জানবী, ফাগফির লী যাম্বী।

অর্থ : "হে আমার প্রভু, আপনারই নামে শয়ন করলাম। আপনি আমার গোনাহ ক্ষমা করে দিন।" (মুসনাদ আহমদ ২/১৭৩, মাজমাউয্ যাওয়াইদ ১০/১২৩)

৫.১১.১৪. ঘুমের আগে সর্বশেষ দু'আ : হযরত বারা ইবনুল আযিব

(রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেন, "যখন তুমি বিছানায় যাবে তখন সালাতের ওযুর মতো ওযু করবে। এরপর ডান কাতে শুয়ে বলবে : (নীচের বাক্যগুলি)। এই বাক্যগুলি তোমার শেষ কথা হবে (এর পরে আর কোনো কথাবার্তা বলবে না)। যে ব্যক্তি এই দু'আ পাঠের পরে সেই রাত্রিতে মৃত্যুবরণ করবে সেই ব্যক্তি ফিতরাতের উপরে (নিষ্পাপভাবে) মৃত্যুবরণ করবে। আর যদি বেঁচে থাকে তাহলে কল্যাণময় দিবস শুরু করবে। (সহীহ বুখারী ১/৯৭, নং ২৪৪, ৫/২৩২৬, নং ৫৯৫২, ৫/২৩২৭, নং ৫৯৫৬, সহীহ মুসলিম ৪/২০৮২, নং ২৭১০)

اَللّٰهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِيْ إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِيْ إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِيْ إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لاَ مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ أَ نْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِيْ أَرْسَلْتَ ـ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা, আসলামতু নাফসী ইলাইকা, ওয়াফাওয়াদ্বতু আমরী ইলাইকা, ওয়া আলজা'তু যাহরী ইলাইকা, রাগবাতান ওয়ারাহবাতান ইলাইকা, লা-মালজাআ ওয়ালা-মানজা-মিনকা ইল্লা-ইলাইকা। আ-মানতু বিকিতা-বিকাল্লাযী আনযালতা, ওয়াবি নাবিয়্যিকাল্লাযী আরসালতা।

অর্থ : "হে আল্লাহ, আমি সমর্পণ করলাম আমাকে আপনার নিকট, দায়িত্বার্পণ করলাম আপনাকে আমার যাবতীয় কর্মের, আমার পৃষ্ঠকে আপনার আশ্রয়ে সমর্পিত করলাম, আপনার প্রতি আশা ও ভয়ের সাথে। আপনার নিকট থেকে আপনি ছাড়া কোনো আশ্রয়স্থল নেই ও কোনো মুক্তির স্থান নেই। আমি ঈমান এনেছি আপনি যে কিতাব নাযিল করেছেন তার উপর এবং আপনি যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রেরণ করেছেন তার উপর।"

৫.১২. তাহাজ্জুদের নিয়্যাতসহ ঘুমানো : ঘুমানোর সময় রাত্রে উঠে তাহাজ্জুদ আদায়ের দৃঢ় ইচ্ছা নিয়ে ঘুমাতে হবে। বিভিন্ন হাদীসে বলা হয়েছে যে, যদি কেউ তাহাজ্জুদ আদায়ের নিয়্যাতসহ ঘুমায় কিন্তু রাত্রে ঘুম থেকে উঠতে না পারে, তাহলেও সে তাহাজ্জুদের সাওয়াব লাভ করবে। এ সকল হাদীসের একটি হাদীসে আবু দারদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "যদি কেউ রাতে উঠে তাহাজ্জুদ আদায় করবে বলে নিয়্যাত করে ঘুমায়, কিন্তু তার ঘুমের আধিক্যের কারণে ভোরের আগে (ফজরের আগে) উঠতে না পারে, তাহলে তাঁর নিয়্যাত

অনুসারে সাওয়াব তাঁর জন্য লিখা হবে, আর তাঁর ঘুম আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর জন্য দান হিসাবে গণ্য হবে।" (সুনানুন নাসাঈ ৩/২৫৮, নং ১৭৮৭, সুনানু ইবনি মাজাহ ১/৪২৬, নং ১৩৪৪, সহীহ ইবনু খুযাইমা ২/১৯৫, মুসতাদরাক হাকিম ১/৪৫৫, সহীহুত তারগীব ১/৩১৮)

৫.১৩. ঘুমানোর সময় করণীয় : জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : রাতে যখন তোমরা নিদ্রা যাবে তখন আলো নিভিয়ে দাও, দরজা বন্ধ কর, পানির পাত্রগুলো এবং খাদ্য-পানীয় বস্তু ঢেকে রাখ। (বুখারী, হাদীস নং ৬২৯৬ ও মুসলিম হাদীস নং ২০১২)

হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রাতে শোবার আগে সব পাত্র ঢেকে রাখো, মশকের (পানির পাত্রের) মুখ আটকে রাখো, ঘরের সব দরজা বন্ধ করো এবং জ্বালানো বাতি নিভিয়ে দাও, কেননা শয়তান বন্ধ মশকের মুখ খোলে না। তোমাদের কেউ পাত্রের ঢাকনা না পেলে অন্তত তার ওপর একটি কাঠ চাপা দিয়ে রাখবে এবং আল্লাহর নাম নিয়ে তা রেখে দেবে। কেননা অনেক সময় ইঁদুর বা ছুঁচোও বাড়িতে অগ্নিকাণ্ড ঘটাতে পারে। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা ঘুমানোর সময় ঘরে আগুন জ্বালিয়ে রেখনা। (বুখারী ও মুসলিম)

৫.১৪. রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেলে করণীয় : মু'আয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : যে কোন মুসলিম ব্যক্তি পাক-পবিত্র হয়ে যিক্‌র করা অবস্থায় নিদ্রা যাবে, অত:পর রাতে জাগ্রত হয়ে দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গলের জন্য আল্লাহর নিকট যা প্রার্থনা করবে আল্লাহ তাকে তাই দান করবেন। (হাদীস সহীহ, আবু দাউদ, হাদীস নং ৫০৪২ শব্দগুলি তার ও ইবনে মাজাহ হাদীস নং ৩৮৮১)

হযরত উবাদা ইবনু সামিত (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যদি কারো রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে যায় অত:পর সে এই যিক্‌রের বাক্যগুলি পাঠ করে এবং এরপর সে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় অথবা কোনো প্রকার দু'আ করে বা কিছু চায় তাহলে তার দু'আ কবুল করা হবে। আর যদি সে এরপর উঠে ওযু করে (তাহাজ্জুদের) সালাত আদায় করে তাহলে তার সালাত কবুল করা হবে।

لاَ إِلٰـهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهٗ لاَشَرِيْكَ لَـهٗ لَـهُ الْمُلْكُ وَلَـهُ الْـحَمْدُ وَهُوَ عَلٰـى كُلِّ شَـيْءٍ قَدِيْرٌ اَلْـحَمْدُ لِلّٰـهِ وَسُبْحَـانَ اللهِ وَلاَ إِلٰـهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَـرُ وَلاَحَـوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِـاللهِ ـ

উচ্চারণ : লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু, ওয়া'হদাহু-লা-শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু, ওয়া লাহুল 'হামদ, ওয়া হুআ 'আলা-কুল্লি শাইয়্যিন ক্বাদীর, 'আল-'হামদু লিল্লাহ', ওয়া 'সুব'হা-নাল্লা-হ', ওয়া লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু, ওয়া 'আল্লা-হু আকবার', লা-'হাওলা ওয়া লা-ক্বুওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ।

অর্থ : "আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই, এবং প্রশংসা তাঁরই এবং তিনি সর্বোপরি ক্ষমতাবান। সকল প্রশংসা আল্লাহর। আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। কোনো অবলম্বন নেই, কোনো ক্ষমতা নেই আল্লাহর (সাহায্য) ছাড়া।" (সহীহ বুখারী, ১/৩৮৭, নং ১১০৩)

৫.১৫. ভালো বা খারাপ স্বপ্ন দেখলে করণীয় : আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন : তোমাদের কেউ যদি ভাল স্বপ্ন দেখে তবে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে। কাজেই সে যেন তার জন্য আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং তা বর্ণনা করে। আর যদি এ ছাড়া অন্য কিছু দেখে যা সে অপছন্দ করে তা শয়তানের পক্ষ থেকে। অতএব সে স্বপ্নের ক্ষতি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে এবং কারো নিকটে তা উল্লেখ করবে না, এতে তা তার কোন ক্ষতি করবে না। (বুখারী, হাদীস নং ৭০৪৫) জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা) রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : যে ব্যক্তি এমন স্বপ্ন দেখল যা তার অপছন্দনীয়, তবে সে যেন তার বাম পার্শ্বে তিনবার থুথুর ছিটা নিক্ষেপ করে। তিনবার শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে(অর্থাৎ 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়ত্ব-নির রাজীম' বলে) এবং যে পার্শ্ব হয়ে শায়িত ছিল তার বিপরীত দিকে যেন ঘুরে যায়। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে : কোন ব্যক্তি যদি যা অপছন্দ করে এমন কিছু দেখে তবে যেন সে সালাত আদায় করে। (মুসলিম, হাদীস নং ২২৬২ ও ২২৬৩)

৫.১৬. ঘুমের মধ্যে পার্শ্বপরিবর্তনের দু'আ

لَا إِلٰـهَ إِلَّا اللهُ الْـوَاحِدُ الْـقَـهَّـارُ رَبُّ الـسَّـمَـاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَـابَيْـنَـهُـمَـا الْـعَـزِيْـزُ الْـغَـفَّـارُ.

উচ্চারণ : "লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহুল ওয়া-হিদুল ক্বাহ্হার, রাব্বুস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদি ওয়া মা- বাইনাহুমাল 'আযীযুল 'গাফ্ফা-র।"

অর্থ : "নেই কোনো উপাস্য আল্লাহ ছাড়া, তিনি একক, পরাক্রান্ত, প্রতিপালক আসমানসমূহের এবং পৃথিবীর এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর তিনি মহা-সম্মানিত মহা-ক্ষমাশীল।"

আয়েশা (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে যখন বিছানায় পার্শ্ব পরিবর্তন করতেন তখন এ কথাগুলো বলতেন।" হাদীসটি সহীহ। (হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/৭২৪; আলবানী, সাহীহাহ ৫/৬৫

নফল ইবাদতের ওযীফা

হারাম ও কবীরা গুনাহ বর্জন এবং ফরয ইবাদত পালনই আল্লাহ্র নৈকট্য, সাওয়াব ও সন্তুষ্টি অর্জনের অন্যতম কর্ম। ফরযের পরে অনবরত নফল ইবাদত পালন বান্দাকে আল্লাহ্র বন্ধুত্ব বা বেলায়েতের পর্যায়ে পৌঁছে দেয়। অনেকে ফরয ইবাদত পালন করেন না। ফরয ইল্ম, আকীদা, সালাত, যাকাত, সিয়াম, হজ্ব, হালাল উপার্জন, সাংসারিক দায়িত্ব, পিতা-মাতা, সন্তান ও স্ত্রীর দায়িত্ব, সামাজিক দায়িত্ব, সৎকাজে আদেশ, অসৎকাজ থেকে নিষেধ ইত্যাদি সকল ফরয ইবাদত (যার ক্ষেত্রে যতটুকু প্রযোজ্য) পালন না করে নফল ইবাদত পালন করা, নফল যিক্র ইত্যাদি পালন বিশেষ কোনো উপকারে লাগবে না। অবস্থা বিশেষে হয়ত নফল ইবাদত কোনো কোনো ফরয ইবাদতের ঘাটতি পূরণ করতে পারে। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই তা আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম নয়। ফরয পরিত্যাগ করলে হারামের গোনাহ হয়। হারামের গোনাহে রত অবস্থায় নফল ইবাদতের অর্থ হল সর্বাঙ্গে মলমূত্র লাগানো অবস্থায় নাকে আতর মাখা।

এছাড়া, ফরয ইবাদতের মধ্যে যে সকল নফল ইবাদত থাকে তাও ফরযের বাইরের নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম। নামাযের মধ্যে অসংখ্য ফরয, সুন্নাত ও নফল, যিক্র আযকার রয়েছে। এগুলি বিশুদ্ধভাবে পালন করা নামাযের বাইরে সারাদিন বিশুদ্ধ মাসনূন যিক্রের চেয়ে অনেক উত্তম।

সকল ফরয পালনের পরে অনবরত বেশি বেশি নফল ইবাদত পালনের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জন করেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ্ বলেছেন : "যে ব্যক্তি আমার কোনো ওলীর সাথে শত্রুতা করে আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করি। আমার নৈকট্য

অর্জনের জন্য বান্দা যত কাজ করে তন্মধ্যে সবচেয়ে আমি বেশি ভালবাসি যে কাজ আমি ফরয করেছি। (ফরয কাজ পালন করাই আমার নৈকট্য অর্জনের জন্য সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে প্রিয় কাজ)। এরপর বান্দা যখন সর্বদা নফল ইবাদত পালনের মাধ্যমে আমার নৈকট্য অর্জনের পথে অগ্রসর হতে থাকে তখন আমি তাকে ভালবাসি। আর যখন আমি তাকে ভালবাসি তখন আমি তার শ্রবণযন্ত্রে পরিণত হই, যা দিয়ে সে শুনতে পায়, আমি তার দর্শনেন্দ্রিয় হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখতে পায়, আমি তার হাত হয়ে যাই, যদ্দ্বারা সে ধরে বা আঘাত করে এবং আমি তার পা হয়ে যাই, যদ্দ্বারা সে হাঁটে। সে যদি আমার কাছে কিছু প্রার্থনা করে তাহলে আমি অবশ্যই তাকে তা প্রদান করি। সে যদি আমার কাছে আশ্রয় চায় তাহলে আমি অবশ্যই তাকে আশ্রয় প্রদান করি।" (সহীহ বুখারী, কিতাবুর রিকাক, নং ৬৫০২)

উপরের হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, ফরয ইবাদত পালনের পরে সদা-সর্বদা সুন্নাত-নফল ইবাদতে রত থাকাই আল্লাহ্র নৈকট্য ও ভালবাসা অর্জন করার একমাত্র উপায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের জীবনে আমরা এই আদর্শই দেখতে পাই। ফরয ইবাদত পালনের পরে তারা বেশি বেশি নফল রোযা, নফল নামায, নফল দান, নফল যিক্র ও অন্যান্য নফল ইবাদতে সদা-সর্বদা ব্যস্ত থাকতেন।

১. নফল নামায : নফল ইবাদতের মধ্যে নফল নামায সর্বশ্রেষ্ঠ ও আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে প্রিয়। নামাযের মধ্যে কুরআন পাঠ, যিক্র ও দু'আ অন্য সময়ের কুরআন পাঠ, যিক্র ও দু'আর চেয়ে উত্তম। নামাযের নিষিদ্ধ সময় (সূর্যোদয়, ঠিক দ্বিপ্রহর ও সূর্যাস্ত) এবং মাকরূহ সময় (ফজরের ওয়াক্তের শুরু থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত দু'রাকাত সুন্নাত ব্যতীত অন্য কোন সুন্নাত-নফল আদায় মাকরূহ এবং আসরের ফরযের পরে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোনো নফল আদায় মাকরূহ) ব্যতীত অন্য সকল সময়ে সুযোগ পেলেই নফল নামায আদায় করবেন। বিশেষত শেষ রাতে **তাহাজ্জুদ (বা কিয়ামুল লাইল),** সূর্যোদয়ের পরে **ইশরাক/চাশত (বা সালাতুদ দোহা),** মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী কিছু নফল নামায **(আওয়াবীন),** যেকোনো সময় ওযু করার পরেই দু' রাকাত নামায **(তাহিয়্যাতুল ওযু),** মসজিদে প্রবেশ করে বসার আগে নামায **(দুখুলুল মাসজিদ বা তাহিয়্যাতুল মাসজিদ),** গুনাহ হয়ে গেলে দু'রাকাত **তাওবার নামায, সালাতুত তাসবীহ** (চার রাকাত নামাযে প্রতি রাকা'আতে ৭৫ বার করে মোট ৩০০ বার 'সুব'হানাল্লা-হি ওয়াল হামদুলিল্লা-হি ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার' যিকরগুলি আদায় করতে হয়) ইত্যাদি নামাযগুলো যথাসম্ভব নিয়মিত আদায়ের চেষ্টা করবেন।

২. নফল সিয়াম বা রোযা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ নফল রোযা পালনের বিষয়ে খুবই গুরুত্ব আরোপ করতেন। প্রতি দু'দিন পর একদিন, বা একদিন পর একদিন, বা প্রতি সপ্তাহে সোমবার ও বৃহস্পতিবার, প্রতি আরবী মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ, প্রতি মাসের প্রথমে ও শেষে নিয়মিত নফল রোযা পালনে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। বছরের পাঁচটি দিন ছাড়া অন্য যেকোনো সময়ে নফল রোযা পালন করা যায়।

৩. নফল দান : নফল দান, সাদকা, সাহায্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। প্রত্যেক মুমিনের নিয়মিত ও অনিয়মিত দানের অভ্যাস রাখা প্রয়োজন। মানুষের অভাব চিরন্তন। মনের অভাব থেকে কেউই মুক্ত নয়। মুমিন সর্বদা চেষ্টা করবেন অতি প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সমস্যা মেটানোর পর প্রতিদিন, প্রতি সপ্তাহে, প্রতি মাসে নিয়মিত কিছু নির্ধারিত এতিম, বিধবা, অসহায় বা অভাবী মানুষকে সাহায্য করার। এছাড়া সর্বদা সাধ্যমতো দান করার চেষ্টা করতে হবে। দানের প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব ও সাওয়াব বিষয়ে হাদীস আলোচনা করার জন্য পৃথক বই প্রয়োজন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনার অধিপতি ছিলেন। আল্লাহ্র নির্ধারিত বিধান অনুসারে তিনি যুদ্ধলব্ধ গনীমত থেকে এক পঞ্চমাংশ পেতেন। পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তা অভাবী মানুষদের মধ্যে বিতরণ করে দিতেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সন্ধ্যার আগেই তাঁর সব সম্পদ নিঃশেষ হয়ে যেত। মাসের পর মাস তাঁর স্ত্রীগণের ঘরে রান্না করার মতো কিছুই থাকত না। শুধুমাত্র ২/১ টি শুকনো খেজুর ও পানি খেয়েই তাঁদের মাসের পর মাস চলে যেত। দান করতে সক্ষম না হলে মানুষের বেশি বেশি সেবা ও উপকার করবেন, যা আল্লাহ্র নিকট দান হিসাবে গন্য হবে।

৪. কুরআন তিলাওয়াত : সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহর যিক্র কুরআন তিলাওয়াত করা, কুরআনের অর্থ অনুধাবন করা, কুরআনের আয়াত নিয়ে চিন্তা করা, কুরআন শিক্ষা করা, কুরআন শিক্ষা দান করা, কুরআনের আলোচনা করা ও সর্বোপরি কুরআনের নির্দেশ অনুসারে কর্ম করা-এগুলিই সর্বশ্রেষ্ঠ যিক্র। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "বান্দাদের জন্য আল্লাহর নৈকট্য বা বেলায়েত অর্জনের জন্য তাঁর থেকে যা বেরিয়ে এসেছে সেই কুরআনের মতো আর কিছুই নেই।" সকল মুহাদ্দিস, ফকীহ, বুজুর্গ একবাক্যে বলেছেন যে, সকল যিক্রের শ্রেষ্ঠ যিক্র কুরআন তিলাওয়াত। (ইবনু খুযাইমাহ, সহীহ ইবনু খুযাইমাহ ১/১০৪) তাবে তাবেয়ী সুফিয়ান সাওরী (মৃ. ১৬১হি) বলেন : "সর্বোত্তম যিক্র সালাতের মধ্যে কুরআন তিলাওয়াত, এরপর সালাতের বাইরে কুরআন তিলাওয়াত। এরপর

সিয়াম। এরপরে অন্যান্য যিক্র।" (আবু নুআইম আল-ইসবাহানী, হিলইয়াতুল আউলিয়া ৭/৬৭)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "যে ব্যক্তি কুরআনের একটি বর্ণ পাঠ করবে সে একটি পূণ্য বা নেকী অর্জন করবে। পুণ্য বা নেকীকে দশগুণ বৃদ্ধি করে প্রদান করা হবে। আমি বলছি না যে, 'আলিফ-লাম-মিম' একটি বর্ণ। বরং 'আলিফ' একটি বর্ণ, 'লাম' একটি বর্ণ ও 'মীম' একটি বর্ণ।" (তিরমিযী ৫/১৭৫, নং ২৯১০)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "কিয়ামতের দিন কুরআনের সাথীকে (কুরআনের মানুষকে) বলা হবে : তুমি দুনিয়াতে যেভাবে সুন্দর তারতীলের সাথে কুরআন পাঠ করতে সেভাবে পাঠ করতে থাক এবং উপরে উঠতে থাক। তোমার পড়া যে আয়াতে শেষ হবে সেখানে তোমার আবাসস্থল হবে।" সহীহ। (সুনানে তিরমিযী, নং ২৯১৫, আবু দাউদ ২/৭৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩/৪৩, মাওয়ারিদুয যামআন ৬/১৬, মাজমাউয যাওয়াইদ ৭/১৬২) অর্থাৎ, জান্নাতের উঁচু মর্যাদার উপরে উঠার ধাপ হবে কুরআন করীমের আয়াতের সংখ্যা অনুসারে। যে ব্যক্তি যত আয়াত পাঠ করতে পারবেন তিনি তত উপরে উঠে উচ্চ মর্যাদায় নিজেকে আসীন করবেন।

হযরত বুরাইদা আসলামী (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করবে, কুরআনের ইলম অর্জন করবে ও সে অনুসারে কর্ম করবে, কিয়ামতের দিন তাঁর পিতা-মাতাকে নূরের মুকুট পরানো হবে, যার আলো সূর্যের আলোর মতো এবং তাঁর পিতা-মাতাকে দুনিয়ার সবকিছুর চেয়ে মূল্যবান একপ্রস্ত পোশাক পরানো হবে। তারা বলবেন : তোমাদের সন্তান কুরআন গ্রহণ করেছে এজন্য তোমাদেরকে এভাবে সম্মানিত করা হচ্ছে।" হাকিম ও যাহাবী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (মুসতাদরাক হাকিম ১/৭৫৬–৭৫৭)

আমাদের দেশের হাজার হাজার ধার্মিক নেককার মানুষ আছেন যারা জীবনের মধ্যপ্রান্তে বা শেষপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছেন। তারা দীর্ঘদিন বিভিন্ন দরবার, বুজুর্গ, ইসলামী দল বা গ্রুপের সাথে সংযুক্ত আছেন। হয়ত তারা নিজেদেরকে যাকির মনে করেন। কিন্তু তারা কুরআনের একটি সূরাও বিশুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করতে পারেন না। তারা দেখে কুরআন পড়তেও পারেন না। মুখস্ত থাকলেও যথাসম্ভব দেখে দেখে কুরআন তিলাওয়াত করা উত্তম; কারণ কুরআন শরীফের পৃষ্ঠায় নজর বুলানোই একটি ইবাদত।

আমরা প্রতিদিন, প্রতিমাসে ও প্রতি বছর শত শত ঘন্টা সময় গল্প গুজব করে, খবর পড়ে শুনে বা আলোচনা করে, গীবত ও পরচর্চা করে, খেলাধুলা করে বা দেখে নষ্ট করি। কিন্তু কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা করার

সময় পাই না। বিশুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত শিখতে বড়জোর ২/৩ মাস নিয়মিত প্রতিদিন ঘণ্টাখানেক ব্যয় করলেই সম্ভব। আমরা অনেকে প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় অনেক সময় সুন্নাত-সম্মত বা খেলাফে সুন্নাত যিক্র আযকার করে কাটাই। অথচ এ সকল যিক্রের চেয়ে বড় যিক্র মুমিনের জীবনের অন্যতম নূর কুরআন করীম তিলাওয়াত শিক্ষা করি না। সুতরাং আসুন আর কালবিলম্ব না করে আমরা আজ থেকেই বিশুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা করতে সচেষ্ট হই। আল্লাহপাক তাওফীক দান করুন। আমীন।

৫. তাওবা ইস্তিগফার : তাওবা-ইস্তিগফারের ক্ষেত্রে সবচয়ে বড় বিষয় মুমিনের আন্তরিক অনুশোচনা, অনুতাপ ও পুনরায় পাপ আর না করার আন্তরিক ইচ্ছা ও সিদ্ধান্ত। মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে বান্দাকে যে কোনো পাপের পরেই ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং ক্ষমা প্রার্থনাকারীগণের জন্য নিশ্চিত ক্ষমা, অফুরন্ত সাওয়াব ও জান্নাতের অনন্ত নিয়ামতের সুসংবাদ প্রদান করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিদিন শতাধিকবার ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। তিনি উম্মতকে সদা সর্বদা ক্ষমা প্রার্থনা বা ইস্তিগফারের নির্দেশ দিয়েছেন। যত বেশিবার সম্ভব তওবা-ইস্তিগফার করবেন।

হযরত আনাস (রা:) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ বলেন : হে আদম সন্তান, তুমি যতক্ষণ আমাকে ডাকবে ও আমার করুণার আশা করবে আমি তোমাকে ক্ষমা করব, তুমি যাই কর না কেন, কোনো কিছুই পরোয়া করব না। হে আদম সন্তান, যদি তোমার পাপ আসমান স্পর্শ করে এরপরও তুমি ইস্তিগফার কর বা ক্ষমা চাও আমি তোমাকে ক্ষমা করব, কোনো পরোয়া করব না। হে আদম সন্তান, তুমি যদি পৃথিবী পূর্ণ পাপ নিয়ে আমার কাছে হাজির হও, কিন্তু শির্ক থেকে মুক্ত থাক, তাহলে আমি পৃথিবী পূর্ণ ক্ষমা তোমাকে প্রদান করব। (হাদীসটি হাসান। সুনানুত তিরমিযী ৫/৫৪৮, নং ৩৫৪০, আত-তারগীব ২/৪৬৪, নং ২৪০৪)

৬. সর্বদা আল্লাহ্র যিক্র : মুমিনের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ আল্লাহ্র যিক্র। যিক্রের এমন কোনো সময় নেই বা অবস্থা নেই যে, সে সময়ে বা অবস্থায় যিক্র করতে হবে, অন্য সময় করতে হবে না। মুমিন সদা সর্বদা আল্লাহ্র যিক্রে রত থাকে। হযরত আয়েশা (রা:) বলেছেন : "নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল অবস্থায় আল্লাহ্র যিক্র করতেন।" (সহীহ মুসলিম ১/২৮২, নং ৩৭৩, সহীহ বুখারী ১/১১৬, ২২৭)। মুসলিম উম্মার ইমাম, মুহাদ্দিস ও ফকীহগণ এই হাদীস থেকে প্রমাণিত করেছেন যে,

নাপাক অবস্থায়, শুয়ে, বসে, দাঁড়িয়ে, রাস্তাঘাটে, মাঠে এবং সর্বাবস্থায় মুমিন বান্দা মুখে মাসুনূন বাক্যাদি উচ্চারণ করে আল্লাহ্‌র যিক্‌র করতে পারবেন। সালাত, সালাম, তাসবীহ, তাহলীল, দু'আ ও সকল প্রকার যিক্‌রের বিষয়েই একথা প্রযোজ্য। (গোসল ফরয থাকা অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াতের যিক্‌র করা নিষেধ)। শুধুমাত্র ইস্তিঞ্জারত অবস্থায় ও স্বামী-স্ত্রী একান্ত অবস্থায় ছাড়া সর্বদা সকল অবস্থায় মুমিনের জিহ্বা বেপরোয়াভাবে আল্লাহ্‌র যিক্‌রে আর্দ্র থাকবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নির্দেশ এটি এবং এটিই তাঁর ও তাঁর সাহাবীগণের জীবনের আদর্শ ও কর্ম। (নাবাবী, শারহু সাহীহি মুসলিম ৪/৬৮, আযকার পৃ. ৩৪, ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ১/৪০৮, ৪৩১)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করা হয়েছিল : হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আল্লাহ্‌র নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে প্রিয় আমল (কর্ম) কোনটি? তিনি বলেছিলেন : "আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে প্রিয় কর্ম যে, তুমি যখন মৃত্যু বরণ করবে তখনো তোমার জিহ্বা আল্লাহ্‌র যিক্‌রে আর্দ্র থাকবে।" (বুখারী, খালকু আফ'আলিল ইবাদ ১/৭২, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩/৯৯)

৭. বেশি বেশি দু'আ করা : কুরআন পাকে আল্লাহ্ বলেন : "তোমরা আমার কাছে দু'আ কর, আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব বা তোমাদের প্রার্থনা পূরণ করবো।" (সূরা মুমিন : ৬০ আয়াত) হযরত উবাদাহ ইবনু সামিত (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "জমিনের বুকে যে কোনো মুমিন আল্লাহ্‌র কাছে কোনো দু'আ করলে– যে দু'আয় কোনো পাপ বা আত্মীয়তার ক্ষতিকারক কিছু চায় না– আল্লাহ্ তাঁর দু'আ কবুল করবেনই। তাঁকে তাঁর প্রার্থিত বস্তু দিবেন। অথবা তদানুযায়ী তাঁর কোনো বিপদ কাটিয়ে দিবেন।" হাদীসটি সহীহ। (সুনানুত তিরমিযী ৫/৫৬৬, নং ৩৫৭৩, মুসতাদরাক হাকিম ১/৬৭০)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "তোমাদের কেউ যখন কামনা করবে, আশা করবে বা প্রার্থনা করবে, তখন বেশি করে চাইবে; কারণ সে তো তার মালিকের কাছে চাচ্ছে (কাজেই, কম চাইবে কেন, তিনি তো অপারগ নন, কৃপনও নন)।" (তাবারানী মু'জামুল আওসাতে সহীহ সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/১৫০) আয়েশা (রা;) বলেন : আমি প্রশ্ন করলাম, "হে আল্লাহ্‌র রাসূল, সর্বোত্তম দু'আ কি?" তিনি উত্তরে বলেন : "মানুষের নিজের জন্য নিজের দু'আ।" (মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/১৫২)

৮. আল্লাহ্‌র ভয়ে কাঁদা : প্রতিদিন কিছু সময় আল্লাহ্‌র ভয়ে কাঁদতে চেষ্টা করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : কোনো মুমিন বান্দার দু'চোখ থেকে আল্লাহ্‌র ভয়ে যদি মাছির মাথা পরিমাণ

পানিও বের হয়ে তার গণ্ডদেশের উষ্ণতা অতিক্রম করে, আল্লাহ্ তাকে আগুনের জন্য হারাম করে দিবেন। (ইবনে মাজাহ)

৯. বেশি বেশি মানুষের উপকার করা : আল্লাহ্‌র রহমত, বরকত ও সাওয়াব অর্জনের সবচেয়ে সহজ ও সংক্ষিপ্ত পথ আল্লাহ্‌র সৃষ্টির প্রতি, বিশেষত মানুষের প্রতি কল্যাণ ও উপকারের হাত বাড়িয়ে দেওয়া। সকল জাগতিক প্রয়োজনে সাহায্য করা, সমাজের কিছু মানুষের মধ্যে পরস্পরে গোলমাল বা অশান্তি হলে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা, অসুস্থকে দেখতে যাওয়া, সেবা করা, বিপদে পড়লে উদ্ধার, মাযলূম হলে সাহায্য করা, মৃত্যুবরণ করলে কাফন-দাফনে শরীক হওয়া ইত্যাদি সকল প্রকার মানব সেবামূলক কাজের জন্য অকল্পনীয় সাওয়াব ও মর্যাদার কথা অগণিত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "দু জন মানুষের মধ্যে বিবাদ মিটিয়ে ন্যায়-সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করা দান বলে গণ্য, কোনো মানুষকে তার বাহন নিয়ন্ত্রণ বা পরিচালনা করতে সাহায্য করা দান বলে গণ্য, কারো বাহনে তার জিনিসপত্র তুলে দেওয়া দান বলে গণ্য, সুন্দর আনন্দদায়ক কথা দান বলে গণ্য, মসজিদে গমনের জন্য প্রতিটি পদক্ষেপ দান বলে গণ্য এবং রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক দ্রব্য সরিয়ে দেওয়া দান বলে গণ্য। (বুখারী, আস-সহীহ ২/৯৬৪, ৩/১০৯০)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : "আল্লাহ্‌র নিকট সেই ব্যক্তিই সবচেয়ে প্রিয় যে মানুষের সবচেয়ে বেশি উপকার করে। আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে প্রিয় নেক আমল হলো কোনো মুসলিমের হৃদয়ে আনন্দ প্রবেশ করান, অথবা তার বিপদ, কষ্ট বা উৎকণ্ঠা দূর করা, অথবা তার ঋণ আদায় করে দেওয়া, অথবা তার ক্ষুধা দূর করা। আমার কোনো ভাইয়ের কাজে তার সাথে একটু হেঁটে যাওয়া আমার কাছে এই মসজিদে, অর্থাৎ মসজিদে নববীতে এক মাস ইতেকাফ করার চেয়েও বেশি প্রিয়। যে ব্যক্তি তার ক্রোধ সম্বরণ করবে, আল্লাহ্ তার দোষত্রুটি গোপন রাখবেন। কেউ নিজের ক্রোধ কার্যকর করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি তা সম্বরণ করবে, কিয়ামতের দিন মহিমাময় আল্লাহ্ তার অন্তরকে নিরাপত্তা ও সন্তুষ্টি দিয়ে ভরে দিবেন। যে ব্যক্তি তার কোনো ভাইয়ের সাথে যেয়ে তার প্রয়োজন মিটিয়ে দেবে কেয়ামতের কঠিন দিনে যেদিন পুল-সিরাতের উপরে সকলের পা পিছলে যাবে সেদিন আল্লাহ্ তার পা সুদৃঢ় রাখবেন। সিরকা বা ভিনিগার যেমন মধু নষ্ট করে দেয় তেমনিভাবে অসৌজন্যমূলক আচরণ মানুষের নেক কর্ম বিনষ্ট করে দেয়। (হাইসামী, মাজমাইয যাওয়াইদ, ৮/১৯১; আলবানী, সহীহুল জামি ১/৯৭; সহীহুত তারগীব ২/৩৫৯। হাদীটি হাসান)

শুধু ব্যক্তি মানুষের নয়, জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য কল্যাণকর কার্য করাও অত্যন্ত বড় ইবাদত। রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক দ্রব্য সরিয়ে দেওয়া ঈমানের অংশ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : "একব্যক্তি রাস্তায় চলতে চলতে একটি কাটাওয়ালা ডাল দেখতে পায়, সে ডালটি সরিয়ে দেয়। আল্লাহ্ তার এ কাজ কবুল করেন এবং তাকে ক্ষমা করে দেন।" (বুখারী, আস-সহীহ ১/২৩৩, ২/৮৭৪; মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৫২১, ৪/২০২১)

১০. প্রাণীর সেবাও বড় ইবাদত : শুধু মানুষ নয়, যে কোনো প্রাণীর সেবাও বড় ইবাদত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : এক ব্যক্তি বিজন পথে চলতে চলতে পিপাসার্ত হলে একটি কূপে নেমে পানি পান করে। কূপ থেকে বেরিয়ে সে দেখে যে, একটি কুকুর পিপাসার্ত হয়ে হাঁপাচ্ছে এবং মাটি চাটছে। লোকটি বলে, আমার যেমন কষ্ট হচ্ছিল এ কুকুরটিরও তেমন কষ্ট হচ্ছে। তখন সে কূপের মধ্যে নেমে নিজের চামড়ার মোজাটি পানিপূর্ণ করে মুখে কামড়ে ধরে দুহাত দিয়ে কূপ থেকে উঠে আসে এবং কুকুরটিকে পানি খাওয়ায়। আল্লাহ্ এতে খুশি হয়ে তার এ কর্ম কবুল করেন এবং তাকে ক্ষমা করে দেন। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল, জীব-জানোয়ারের সেবাতেও কি আমরা সাওয়াব পাব? তিনি বলেন, যে কোনো প্রাণের সেবাতেই সাওয়াব পাবে।" (বুখারী, আস-সহীহ ২/৮৩৩, ৮৭০, ৫/২২৩৮; মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৭৬১)

১১. মুসলমানদের পারস্পরিক কর্তব্য : আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : পরস্পর হিংসা করো না। একে অপরের জন্যে নিলাম ডেকে দাম বাড়াবে না। পরস্পর বিদ্বেষ পোষণ করবে না। একে অপর থেকে আলাদা হয়ে যেও না। একজনের ক্রয়ের উপর অন্যজন ক্রয় করো না। হে আল্লাহ্র বান্দাগণ! পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও। মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার উপর যুলুম করে না এবং তাকে সঙ্গীহীন ও সহায়হীনভাবে ছেড়ে দেয় না। সে তার কাছে মিথ্যা বলে না ও তাকে অপমান করে না। তাকওয়া হচ্ছে- এখানে, তিনি নিজের বুকের দিকে তিনবার ইশারা করেন। কোন মানুষের জন্যে এতটুকু মন্দ যথেষ্ট যে, সে আপন মুসলমান ভাইকে নীচ ও হীন মনে করে। এক মুসলমানের রক্ত, সম্পদ ও মান-সম্মান অন্য মুসলমানের জন্য হারাম। (মুসলিম)

মুসলিমের দোষ গোপন করা : কারো উপকার করতে না পারলে ক্ষতি থেকে বিরত থাকাও সাওয়াবের কাজ। এর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো ব্যক্তিগত দোষত্রুটি গোপন করা। মানুষের গোপন দোষত্রুটি জানার চেষ্টা

করা হারাম। কোনো দোষ জানতে পারলে তা তার অনুপস্থিতিতে অন্যকে বলা গীবত ও হারাম। আর এরূপ দোষ গোপন রাখা অত্যন্ত বড় সাওয়াবের কাজ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : "যে ব্যক্তি মুসলিমের দোষ গোপন রাখবে, আল্লাহ্ দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন।" (বুখারী, আস-সহীহ ২/৮৬২; মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৯৯৬, ২০৭৪)

১২. আল্লাহ্র পথে দাওয়াত : ব্যক্তিগত, পেশাগত, পারিবারিক বা সামাজিক প্রয়োজনে প্রতিদিন আমরা অসংখ্য মানুষের সংস্পর্শে আসি। নিজেদের জীবনে ইসলাম প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি প্রতিদিন কিছু মানুষকে নম্রতা, বিনয় এবং সুন্দর কথা ও ব্যবহারের মাধ্যমে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করা, ভালো কাজের জন্য ডাকা, খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করা আমাদের জীবনের অন্যতম দায়িত্ব। কেউ মানুক অথবা না মানুক, কাউকে ভালো কাজের উৎসাহ দিয়ে বা খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করে একটি শব্দ বলা বড় দানের সমতুল্য এবং তার জন্য রয়েছে সর্বোচ্চ পুরস্কার। আল্লাহ্র পথে দাওয়াতকারীর সর্বোচ্চ পুরস্কার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : "আল্লাহ্র কসম, তোমার মাধ্যমে যদি একজন মানুষকেও আল্লাহ্ সুপথ দেখান তাহলে তা' তোমার জন্য সর্বোচ্চ সম্পদ লাল উটের চেয়েও উত্তম বলে গণ্য হবে।" (বুখারী ও মুসলিম) "ভালো কাজে নির্দেশ করা সাদকা বলে গণ্য এবং খারাপ থেকে নিষেধ করা সাদকা বলে গণ্য।" (মুসলিম)

আমাদের এই দাওয়াতের ফলে যত মানুষ ভালো পথে আসবেন, সকলের সাওয়াবের সমপরিমাণ সাওয়াব আমরা লাভ করবো ইনশা-আল্লাহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : "যদি কোনো ব্যক্তি কোনো ভাল পথে আহ্বান করে, তবে যত মানুষ তার অনুসরণ করবে, তাদের সকলের পুরস্কারের সমপরিমাণ পুরস্কার সে ব্যক্তি লাভ করবে। তবে এতে অনুসরণকারীদের পুরস্কারের কোনো ঘাটতি হবেনা। আর যদি কোনো ব্যক্তি কোনো বিভ্রান্তির দিকে আহ্বান করে, তবে যত মানুষ তার অনুসরণ করবে, তাদের সকলের পাপের সমপরিমাণ পাপ সে ব্যক্তি লাভ করবে। তবে এতে অণুসরণকারীদের পাপের কোনো ঘাটতি হবেনা।" (মুসলিম)

আল্লাহ্র পথে দাওয়াতের দায়িত্ব পালন করার অন্যতম পুরস্কার হলো জাগতিক গযব ও শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "যখন মানুষেরা অন্যায় দেখেও তা পরিবর্তন বা সংশোধন করবে না তখন যে কোনো মুহূর্তে আল্লাহ্র শাস্তি তাদের

সবাইকে গ্রাস করবে।" (তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমদ)

১৩. ইলম শিক্ষা বা জ্ঞানার্জন : নিজের ঈমান ও আমল বিশুদ্ধ করার মত ইলম অর্জন করা ফরয। এরপর ইলম অর্জন করা 'নফল' ইবাদত হিসেবে সর্বোত্তম ইবাদত। অন্য নেক আমল বেশি করার চেয়ে ইলম বেশি করে শিক্ষা করার সাওয়াব বেশি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : "ইবাদতের মর্যাদার চেয়ে ইলমের মর্যাদা অধিকতর বা অতিরিক্ত ইবাদতের চেয়ে অতিরিক্ত ইলম উত্তম।" (হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/১৭১; হাইসামী মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১২০। হাদীসটি হাসান।) যে কোনো বয়সের যে কোনো মুমিন ওয়ায মাহফিলে, মসজিদে, শুক্রবারে খুতবার আলোচনায়, আলেমের নিকট প্রশ্ন করার মাধ্যমে, বই পড়ে বা যে কোনোভাবে ইলম শিক্ষা করলেই এই মর্যাদা ও সাওয়াব লাভ করবেন।

১৪. ওয়াজ ও যিকরের মাহফিল : কুরআন ও হাদীস ভিত্তিক আলোচনা করেন এবং ভিত্তিহীন গল্প-কাহিনী পরিহার করেন এরূপ হাক্কানী আলিম ও মুবাল্লিগদের ওয়াজ-নসীহত, আলোচনা ও যিকরের মাহফিলে সময় সুযোগমত উপস্থিত হবেন। 'যিক্‌রের মাহফিল' হলো ঐ মাহফিল যেখানে কয়েকজন মুমিন একত্রিত হয়ে আল্লাহ্‌র গুণাবলি, নেয়ামত, বরকত, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর দীন, তাঁর বিধান, পুরস্কার, তাঁর সন্তুষ্টির পথে অগ্রসর হওয়ার উপায় ইত্যাদির আলোচনা করেন। আল্লাহ্‌র প্রশংসা, মর্যাদা, মহত্ব, পবিত্রতা ও একত্ব উল্লেখ করেন। তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেন। তাঁর কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ প্রার্থনা করেন। এরূপ মাহফিলের ফযীলত ও সাওয়াবের বিষয়ে অনেক সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "যখনই কোনো সম্প্রদায় (কিছু মানুষ) বসে মহা মহিমান্বিত আল্লাহ্‌র স্মরণ (যিক্‌র) করে, তখনই ফিরিশতাগণ তাদেরকে বেষ্টন করে নেন, রহমত তাদেরকে আবৃত করে, তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল হয় এবং আল্লাহ্ তাদের স্মরণ (যিক্‌র) করেন তাঁর (আল্লাহ্‌র) নিকট যারা আছেন তাদের মধ্যে।" (সহীহ মুসলিম ৪/২০৭৪, নং ২৭০০)

আবু দারদা (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ কিছু মানুষকে উঠাবেন যাঁদের চেহারায় নূর উদ্ভাসিত থাকবে। তাঁরা মুক্তাখচিত মিম্বরের উপর থাকবে। সকল মানুষ যাঁদের নিয়ামত দেখে নিজেদের জন্য এই নিয়ামত কামনা করবে। তাঁরা নবী নন বা শহীদও নন।" তখন একজন বেদুঈন হাঁটু গেড়ে বসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আপনি তাঁদের বৈশিষ্ট্য আমাদের কাছে

বর্ণনা করুন, যেন আমরা তাঁদের চিনতে পারি। তিনি বলেন : "তাঁরা ঐসব মানুষ যাঁরা একে অপরকে শুধু আল্লাহ্‌র জন্য ভালোবাসে, বিভিন্ন গোত্র বা গোষ্ঠী ও বিভিন্ন এলাকা বা দেশ থেকে এসে তাঁরা আল্লাহ্‌র যিক্‌রের জন্য একত্রিত হয়ে আল্লাহ্‌র যিক্‌র করে।" (মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/৭৭, আত-তারগীব ২/৩৮৩)

১৫. দাওয়াত, যিকর ও তালিমের মাহফিল পরিচালনা পদ্ধতি :

যার যার সময় সুযোগ মতো সাপ্তাহিক, মাসিক বা ত্রৈমাসিক দাওয়াত, যিকর ও তালিমের মাহফিলের ব্যবস্থা করবেন। তালিমি মাহফিলকে দুইটি পর্যায়ে ভাগ করবেন। প্রথম পর্যায়ে যিকরের তালিম এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে অন্যান্য আমলের তালিম। প্রথম পর্যায়ে কমবেশি আধাঘণ্টা যিকরের তালিম দিবেন। সকল প্রকার যিকর-তালিম যথাসম্ভব মৃদু শব্দে, বিনয় ও ভয়ের সাথে পালন করবেন। প্রত্যেকে মৃদু শব্দে যিকরের সময় বিনয় ও ভয় সহকারে নিজের মধ্যে হালত সৃষ্টির চেষ্টা করবেন।

(ক) প্রথম পর্যায় :

১. সালাতুল আওয়াবীন : জামা'আতের সাথে মাগরিবের নামাজ আদায়ের পরে সকলেই দু' দু' রাকাত করে ছয় রাকাত নফল নামাজ ('সালাতুল আওয়াবীন') আদায় করবেন। তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি মাগরিবের পরে কোনো বাজে কথা বলার আগে ৬ রাকআত সালাত আদায় করবে, সে ১২ বৎসর ইবাদত করার সমপরিমাণ সাওয়াব অর্জন করবে। (তিরমিযী ২/২৯৮, নং ৪৩৫)

২. বিশেষ ইস্তিগফার-১ (৩ বার) : কেউ যদি নীচের ইস্তিগফারটি ৩ বার বলে তাহলে তার গোনাহসমূহকে ক্ষমা করা হবে, যদি সে জিহাদের ময়দান থেকে পালিয়ে আসার মত কঠিন পাপও করে থাকে। (আবু দাউদ ২/৮৫, নং ১৫১৭, মুস্তাদরাক হাকিম ১/৬৯২, ২/১২৮) বিছানায় শয়নকালে ৩ বার বললে সমূদ্রের ফেনা সমপরিমাণ গোনাহও ক্ষমা হয়। (তিরমিযী ৫/৪৭০, নং ৩৩৯৭)

اَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ الَّذِيْ لَاإِلٰه إِلَّاهُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ -

উচ্চারণ : আসতাগফিরুল্লা-হাল্ ‘আযীম, আল্লাযী লা ইলা-হা ইল্লা-হুআল ‘হাইউল কাইউমূ ওয়া আতূবু ইলাইহি। **অর্থ :** "আমি মহান

আল্লাহ্‌র ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যিনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, তিনি চিরঞ্জীব ও সর্ব সংরক্ষক এবং তাঁর কাছে তাওবা করছি।" (সুনানুত তিরমিযী ৫/৪৭০, নং ৩৩৯৭, আল-আযকার, পৃ. ১৩৯-১৪০, ইমাম গাযালী, এহ্ইয়াউ উলূমিদ্দীন ২/৩৬৯)

৩. <u>বিশেষ ইস্তিগফার-২ (৩ বার) :</u>

رَبِّ اغْفِرْ لِىْ وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ [أَنْتَ] التَّوَّابُ الْغَفُوْرُ

উচ্চারণ : রাব্বিগ্ ফিরলী, ওয়া তুব 'আলাইয়্যা, ইন্নাকা আনতাত তাওয়া-বুল গাফুর।

অর্থ : "হে আমার প্রভু, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার তাওবা কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি মহান তাওবা কবুলকারী ও ক্ষমাকারী।"

সদা-সর্বদা ও বেশি বেশি ইস্তিগফার করতে বা আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাইতে কুরআন ও হাদীসে বারংবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "হে মানুষেরা তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে তাওবা কর। নিশ্চয় আমি একদিনের মধ্যে ১০০ বার আল্লাহ্‌র নিকট তাওবা বা ইস্তিগফার করি।" (সহীহ মুসলিম ৪/২০৭৫, নং ২৭০২)

৪. <u>সাইয়্যেদুল ইস্তিগফার (১ বার) :</u>

শাদ্দাদ ইবনু আউস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "এই দু'আটি সাইয়্যেদুল ইস্তিগফার বা আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাওয়ার শ্রেষ্ঠ দু'আ। যে ব্যক্তি এই দু'আর অর্থের প্রতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস রেখে দিনের বেলায় তা পাঠ করবে সে যদি ঐ দিন সন্ধ্যার আগে মৃত্যুবরণ করে, তবে সে জান্নাতী হবে। আর যে ব্যক্তি এই দু'আর অর্থে সুদৃঢ় একীন ও বিশ্বাস রেখে রাত্রে (সন্ধ্যায়) তা পাঠ করবে, সে যদি ঐ রাতেই সকালের আগে মৃত্যুবরণ করে, তবে সে জান্নাতী হবে।"

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّىْ لَاإِلٰهَ إِلَّاأَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَأَنَاعَبْدُكَ وَأَنَاعَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّمَا صَنَعْتُ أَبُوْءُلَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوْءُ لَكَ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْ لِىْ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা, আনতা রাব্বী, লা-ইলা-হা ইল্লা-আনতা,

খালাক্বতানী, ওয়াআনা 'আবদুকা, ওয়াআনা 'আলা- 'আহদিকা ওয়াওয়া'অ্দিকা মাস তাতা'অ্তু। আ'উযু বিকা মিন শাররি মা-স্বানা'তু, আবূউ লাকা বিনি'মাতিকা 'আলাইয়্যা, ওয়াআবূউ লাকা বিযামবি। ফাগ্ফিরলী, ফাইন্নাহু লা- ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লা- আনতা।

অর্থ : "হে আল্লাহ, আপনি আমার প্রভু, আপনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমি আপনার বান্দা। আমি আপনার কাছে প্রদত্ত অঙ্গিকার ও প্রতিজ্ঞার উপরে রয়েছি যতটুকু পেরেছি। আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি আমি যে কর্ম করেছি তার অকল্যাণ থেকে। আমি আপনার কাছে প্রত্যাবর্তন করছি আপনি আমাকে যত নিয়ামত দান করেছেন তা-সহ এবং আমি আপনার কাছে প্রত্যাবর্তণ করছি আমার পাপ-সহ। অতএব, আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন, কারণ আপনি ছাড়া কেউ পাপ ক্ষমা করতে পারে না।" (সহীহ বুখারী ৫/২৩২৩, নং ৫৯৪৭। জামিউল উসূল ৬/২৫৮)

৫. <u>সূরা ফাতিহা (৩ বার) :</u> এটা কুরআনের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ ও সর্বশ্রেষ্ঠ সূরা। এ সূরা পড়ে রোগীকে ফুঁক দিলে রোগের শেফা হয়। (বুখারী) এক বর্ণনা মতে এ সূরা কুরআনের দু'তৃতীয়াংশের সমান। (বায়হাকী ও হাকিম, তাফসীরে মাজহারি ১.৩১.) আরবী, উচ্চারণ ও অর্থের জন্য ১১৪ পৃষ্ঠায় ১১ নং দেখুন।

৬. <u>সূরা ইখলাস (১০ বার) :</u> এই সূরাটি কুরআন পাকের এক তৃতীংশের সমান। (বুখারী) মুআয ইবনু আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "যে ব্যক্তি ১০ বার সূরা ইখলাস পড়বে, আল্লাহ্ তাঁর জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি বানিয়ে দেবেন।" (সহীহ জামিয়িস সাগীর, ২/১১০৪, নং ৬৪৭২, মুসনাদে আহমাদ) আরবী, উচ্চারণ ও অর্থের জন্য ১১৫ পৃষ্ঠায় ১২.২. নং দেখুন।

৭. <u>দরূদ শরীফ (১০ বার) :</u> যে সকালে ও সন্ধ্যায় ১০ বার করে দরূদ শরীফ পড়বে, সে কিয়ামতের দিন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শাফায়াত লাভ করবে। (মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/১২০, সহীহুত তারগীব ১/৩৪৫) সর্বোত্তম দরূদ 'দরূদে ইবরাহীমী' (নামাজের দরূদ)-এর আরবী, উচ্চারণ ও অর্থের জন্য ১২৪ পৃষ্ঠায় ৩৪ নং দেখুন।

৮. <u>জাহান্নাম থেকে মুক্তির যিক্‌র (৭ বার) :</u> ফজর ও মাগরিবের সালাতের পরে কথা বলার আগে নীচের দু'আ ৭ বার বললে ঐ দিনে বা রাতে মৃত্যুবরণ করলে আল্লাহ্ জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন। (নাসাঈ ৬/৩৩, আবু দাউদ ৪/৩২০, নং ৫০৮৯)

اَللّٰهُمَّ أَجِرْنِىْ مِنَ النَّارِ۔

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা, আজিরনী মিনান না-র।

অর্থ : "হে আল্লাহ, আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন।" (নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা ৬/৩৩, সুনানু আবু দাউদ ৪/৩২০, নং ৫০৭৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫/৩৬৭)

৯. দু'আ ও মুনাজাত : কুরআনপাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন : 'তোমরা আমার কাছে দু'আ কর, আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব বা তোমাদের প্রার্থনা পূরণ করবো।' (সূরা মুমিন : ৬০ আয়াত) মনের আবেগ ও ভালবাসা দিয়ে আল্লাহর কাছে সকল নেয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, যাবতীয় পাপের জন্য ক্ষমা চেয়ে, সমস্যাদির জন্য সাহায্য চেয়ে, দুনিয়া ও আখেরাতের সকল প্রকার কল্যাণ প্রার্থনা করে, অকল্যাণ থেকে পানাহ চেয়ে, তাঁর সার্বিক রহমত ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করে চোখের পানি ফেলে দু'আ ও মুনাজাত করবেন। আল্লাহ্‌র ভয়ে মাছির মাথা পরিমাণ চোখের পানি বের হয়ে গন্ডদেশের উষ্ণতা অতিক্রম করলে জাহান্নামের আগুন হারাম হয়ে যাবে। (ইবনে মাজাহ) মুনাজাত শেষ করে যিক্‌র শুরু করবেন।

১০. এরপর তালিম দানকারী বা মুবাল্লিগ আদবের সাথে নিম্নের যিক্‌রগুলি অনেকবার পাঠ করবেন। (কমপক্ষে ৩৩ বা ১০০ বার, তদুর্ধে যত বেশি সম্ভব) উপস্থিত প্রত্যেকে আদবের সাথে মৃদু শব্দে পাঠ করবেন। তালিমদানকারী ব্যক্তি যিকরের অর্থের কথা মাঝে মাঝে উল্লেখ করে সকলের মনের মধ্যে হালত তৈরির চেষ্টা করবেন। এ বাক্য চারটি নবীজীর কাছে পৃথিবীর বুকে সূর্যের নীচে যা কিছু আছে, সবকিছু থেকে বেশি প্রিয়। প্রতিটি বাক্য একবার বললে জান্নাতে একটি বৃক্ষ রোপন করা হয়, আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে একবার দান করার সমতুল্য সওয়াব হয়। এগুলো কিয়ামতে আমল নামায় সবচেয়ে বেশি ভারি হবে, জাহান্নামের আগুন থেকে মুমিনের ঢাল হবে।

১০.১. سُبْحَانَ اللهِ

উচ্চারণ : সুবহা–নাল্লাহ। **অর্থ :** আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করছি।

১০.২. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

উচ্চারণ : আল-হামদু লিল্লাহ। **অর্থ :** "প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য।"

১০.৩. اَللهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ : আল্লাহু আকবার। **অর্থ :** "আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ।"

১০.৪. لاَ إِلٰـهَ إِلاَّاللهُ

উচ্চারণ : লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ। **অর্থ :** আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই।

সকলে মুহাব্বতের সাথে আল্লাহ্‌র দিকে মুতাওয়াজ্জু হয়ে খুব খেয়ালের সাথে মৃদু কণ্ঠে বিনয়ের সাথে যিকর করি। নবীজী বলেছেন : সর্বোত্তম যিকর 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ'। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

যদি কেউ তার অন্তর থেকে এ বাক্যটি সত্যিকারভাবে একাগ্রতা ও বিশ্বস্ততা নিয়ে বলে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে জাহান্নাম তার জন্য নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। (মুস্তাদরাক হাকিম ১/১৪৩, ৫০১)

১১. বুখারী শরীফের হাদীস, নীচের দু'টি বাক্য জিহ্বায় উচ্চারণের জন্য খুবই হালকা, কিয়ামতের দিন কর্মপরিমাপের পাল্লায় খুবই ভারি এবং আল্লাহর নিকট প্রিয়। (কয়েকবার যিক্‌র করি)

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ ۝

উচ্চারণ : সুব'হা-নাল্লা-হি ওয়া বি'হামদিহী সুব'হা-নাল্লা-হিল 'আযীম।

অর্থ : "আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও প্রশংসা (প্রশংসাময় পবিত্রতা) ঘোষণা করছি, মহান আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করছি।"

১২. এই বাক্যটি তিনবার বলা কয়েক ঘণ্টা যিকরের সমপরিমাণ :

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَى نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ.

উচ্চারণ : সুব'হা-নাল্লা-হি ওয়াবি'হামদিহী, 'আদাদা খালক্বিহী, ওয়ারিদ্বা-নাফসিহী, ওয়া যিনাতা 'আরশিহী ওয়া মিদা-দা কালিমা-তিহী।

অর্থ : "আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও প্রশংসা ঘোষণা করছি, তাঁর সৃষ্টির সম সংখ্যক, তাঁর নিজের সন্তুষ্টি পরিমাণে, তাঁর আরশের ওজন পরিমাণে এবং তাঁর বাক্যের কালির সমপরিমাণ।" (সহীহ মুসলিম ৪/২০৯০–২০৯১, নং ২৭২৬, সহীহ ইবন হিব্বান ৩/১১০, নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা ১/৪০২, ৬/৪৮, ৪৯)

১৩. বুখারী শরীফের হাদীসে আছে, নীচের বাক্যটি জান্নাতের ভাণ্ডারগুলির মধ্যে একটি ভাণ্ডার ও জান্নাতের একটি দরজা। (কয়েকবার বলি)

لَا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

উচ্চারণ : লা-'হাওলা ওয়া লা-কুওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ।

অর্থ : "কোনো অবলম্বন নেই, কোনো ক্ষমতা নেই আল্লাহ ছাড়া বা আল্লাহ্‌র সাহায্য ছাড়া।"

১৪. তাওবার সবক (কয়েকবার পড়ুন) : এরপর তাওবার সবক পালন করবেন। গোনাহর কথা স্মরণ করে আল্লাহ্‌র ভয়ে কাঁদবেন আর বেশি বেশি নীচের দু'আটি পড়বেন :

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ.

উচ্চারণ : রাব্বানা-যালামনা-আনফুসানা-ওয়া ইল্লাম তাগফির্‌লানা-ওয়া তার্‌হাম্‌না-লানা কূনান্না-মিনাল্‌ খাসিরীন।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নাফ্‌সের (নিজের) উপর যুলুম করেছি, যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা ও দয়া না করেন, তাহলে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে গণ্য হবো। (সূরা আ'রাফ, ৩২ আয়াত)

১৫. কঠিন বিপদে ইউনুস (আ:)-এর দু'আ (কয়েকবার পড়ুন) : কুরআনে আল্লাহপাক জানিয়েছেন যে, নবী হযরত ইউনুস (আ:) মাছের পেটের মধ্যে ভয়ঙ্করতম বিপদে পড়ে আল্লাহর কাছে সকাতরে প্রার্থনা করেছিলেন :

لَاإِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ -

উচ্চারণ : লা-ইলা-হা ইল্লা-আনতা সুব'হা-নাকা ইন্নী কুনতু মিনায যা-লিমীন।

অর্থ : আপনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, নিশ্চয় আমি অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত।

এই দু'আ দ্বারা যে মুসলিমই যে কোনো বিষয়ে দু'আ করবে, আল্লাহ অবশ্যই তার দু'আয় সাড়া প্রদান করবেন (দু'আ কবুল করবেন)।" (সুনানুত তিরমিযী ৫/৫২৯, নং ৩৫০৫, মুসতাদরাক হাকিম ১/৬৮৪-৬৮৫, মাজামাউয যাওয়াইদ ৭/৬৮)

১৬. কঠিন রোগে আক্রান্ত হলে দু'আ (কয়েকবার পড়ুন) :

رَبِّ أَنِّى مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ.

উচ্চারণ : রাব্বি আন্নী মাস্‌সানিয়াদ্‌ দুর্‌রু ওয়াআনতা আরহামুর রা-হিমীন।

অর্থ : দয়াময় প্রভু! আমাকে কঠিন রোগে আক্রান্ত করেছে আর আপনিই সর্বাপেক্ষা বড় দয়ালু। (সূরা আম্বিয়া-৮৩)

১৭. ইব্রাহীম (আ:)-এর দু'আ (কয়েকবার) : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, হযরত ইব্রাহীম (আ:) কে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হলো তখন তিনি বলেন : حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ -

উচ্চারণ : 'হাস্‌বুনাল্লা-হু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল।'

অর্থ : আল্লাহই আমার জন্যে যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম দায়িত্ব গ্রহণকারী।

আর লোকেরা যখন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সঙ্গীদের বলেছিল, মুশরিকরা তোমাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, তোমরা তাদেরকে ভয় করো, তখন এতে তাদের ঈমান বেড়ে গেল এবং তারা বললো : 'হাস্‌বুনাল্লা-হু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল। (বুখারী)

১৮. আল্লাহ্‌পাকের সুন্দর সুন্দর নামগুলো দিয়ে তার রহমতের আশায় তাকে ডাকুন (কয়েকবার) : ***ইয়া-আল্লাহু, ইয়া-রাহমানু, ইয়া-রাহীমু, ইয়া-হাইয়্যু, ইয়া-ক্বাইয়্যুমু।***

বিশেষ দ্রষ্টব্য : উপরে যে ধারাবাহিকতায় যিকর ও তালীমগুলো বর্ণিত হয়েছে, তা একান্তই তালীম দেয়ার সুবিধার্থে আমরা সাজিয়ে দিয়েছি। তালীম দেয়ার সময় কেউ যদি আগে পিছে করে ফেলেন, তবে তাতে কোনো দোষ হবে না।

(খ) দ্বিতীয় পর্যায় :

কমবেশি আধাঘণ্টা থেকে এক ঘণ্টা **ইলম-আমলের তালিম** দিবেন। প্রথম পর্যায়ের শেষে মুবাল্লিগ, তালিমদানকারী ব্যক্তি বা অন্য কেউ নিম্নের কিতাবগুলি থেকে নিয়মিত পাঠ করবেন। সময় ও সুযোগ মত অল্প বা বেশি করতে পারেন। এ সকল বইয়ের বাইরে কোনো ওয়ায বা গল্পে সময় নষ্ট করবেন না।

(১) মাসিক নেদায়ে ইসলামের 'দরসে কুরআন' ও 'দরসে হাদীস' থেকে পাঠ করে শোনান। সম্ভব হলে 'মা'আরেফুল কুরআন' (মুফতী শফী (রহ:) বা 'তাওযীহুল কুরআন' (মুফতী তকী উসমানী) এবং 'রিয়াদুস সালেহীন' (ইমাম নববী (রহ:) কেতাবগুলো সংগ্রহ করে সেখান থেকে পাঠ করে শোনাতে পারেন। (কমবেশি ১০–২০ মিনিট)

(২) 'ওযীফা ও নামাজ শিক্ষা', 'ইবাদাতুল মু'মিনীন' অথবা 'ঈমান ও আমল' হতে নিয়মিত পাঠ করে শোনান। (কমবেশি ১০–২০ মিনিট)

(৩) 'ইসলামী আকীদা শিক্ষা' অথবা 'দি গাইড' হতে পাঠ করে

শোনান। (কমবেশি ৫–১০ মিনিট)

(৪) 'বান্দার হক, সৃষ্টির সেবা ও সুন্দর আচরণ' হতে নিয়মিত পাঠ করে শোনান। (কমবেশি ৫–১০ মিনিট)

মাহফিল শেষে মুবাল্লিগ বা মাহফিল পরিচালনাকারী ব্যক্তি সবাইকে ব্যক্তিগতভাবে দৈনন্দিন সবক পূর্ণ করার উৎসাহ প্রদান করবেন। **শেষে আবারও দু'আ ও মুনাজাতের** মাধ্যমে মাহফিল শেষ করবেন।

১৬. বার চাঁদের বিশেষ আমল

আরবী বৎসরের বার মাসের বিভিন্ন আমল ও তার ফযীলত বিষয়ক নানা আজগুবি ও বাতিল কথায় প্রচলিত 'বার চাঁদের ফযীলত' জাতীয় গ্রন্থগুলো ভরপুর। আমরা এখানে সহীহ হাদীসের আলোকে বার মাসের আমলগুলো সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে জানতে চেষ্টা করবো।

১৬.১. মুহার্‌রাম মাস : সহীহ মুসলিমে সঙ্কলিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : "রামাদানের পরে সর্বোত্তম সিয়াম হলো আল্লাহ্‌র মাস মুহার্‌রাম মাসে।" (মুসলিম, আস-সহীহ ২/৮২১) এই মাসের ১০ তারিখ 'আশূরা'র দিনে সিয়াম পালনের বিশেষ ফযীলত রয়েছে। আশূরার সিয়াম সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : "এই দিনের সিয়াম গত এক বৎসরের পাপ মার্জনা করে।" (মুসলিম, আস-সহীহ ২/৮১৯) এই দিনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে সিয়াম পালন করতেন, উম্মতকে সিয়াম পালনে উৎসাহ দিয়েছেন এবং ১০ তারিখের সাথে সাথে ৯ বা ১১ তারিখেও সিয়াম পালন করতে উৎসাহ দিয়েছেন। (ইবনু রাজাব, লাতাইফ ১/৬৮–৭৬; আব্দুল হাই লাখনবী, আল-আসার, পৃ. ৯১–৯৪)

১৬.২. রবিউল আউয়াল, রবিউস সানি, জমাদিউল আউয়াল, জমাদিউস সানী ও রজব মাস : এই মাসগুলোর কোনোরূপ বৈশিষ্ট্য, ফযীলত বা এই মাসের কোনো বিশেষ নামায, রোযা, দু'আ, যিক্‌র বা বিশেষ কোনো আমল হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়নি।

১৬.৩. শাবান মাস : এই মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেশি বেশি সিয়াম পালন করতে ভালবাসতেন। তিনি সাধারণত এই মাসের অধিকাংশ দিন একটানা সিয়াম পালন করতেন বলে বুখারী ও মুসলিম সংকলিত সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এমনকি বুখারী ও মুসলিমের কোনো কোনো হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি শা'বান মাস পুরোটাই নফল সিয়ামে কাটাতেন। তিনি এই মাসে কিছু সিয়াম পালন করতে সাহাবীগণকে উৎসাহ প্রদান করতেন। (বুখারী, আস-সহীহ ২/৬৯৫, ৭০০; মুসলিম, আস-সহীহ ২/৮১০–৮১১, ৮২০) শা'বান মাসের মধ্যম রজনী বা ১৫ই

শা'বানের রাতে মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে ক্ষমা করেন বলে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

১৬.৪. রামাদান মাস : রামাদান মাসের ফযীলত, গুরুত্ব, ইবাদত, লাইলাতুল ক্বদরের গুরুত্ব, ইবাদত ইত্যাদি কুরআন শরীফ ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এ মাসে ইবাদতের ফযীলতে এত বেশি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, অন্য কোনো মাসের বিষয়ে হয়নি। রামাদান মাসের আগমণে জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হয়, দোজখের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়, শয়তানকে শৃংখলবদ্ধ করা হয়। (বুখারী ও মুসলিম) মানুষের সমস্ত আমল নিজের জন্যে, কিন্তু রোযা শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যে, তিনিই এর প্রতিদান দেবেন। রোযা ঢাল স্বরূপ; অতএব রোযাদার যেন অর্থহীন কথাবার্তা বা হৈ-হুল্লা না করে। রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ্‌র কাছে কস্তুরির ঘ্রাণের চেয়েও প্রিয়। রোযাদারের জন্য দু'টি খুশি : ইফতারের সময় আর যখন আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাত করবে তখন। (বুখারী ও মুসলিম) রোযাদারের পূর্ববর্তী গুনাহ মাফ হয়ে যায়। (বুখারী ও মুসলিম) জান্নাতের রাইয়্যান নামক দরজা দিয়ে কেবলমাত্র রোযাদাররা প্রবেশ করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

রামাদান মাসে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব বেশি পরিমাণ দান-খয়য়াত করতেন। (বুখারী ও মুসলিম) রামাদানের শেষ দশ দিন এলে তিনি সারারাত জেগে থাকতেন এবং ঘরের লোকদেরও জাগিয়ে রাখতেন। (বুখারী ও মুসলিম) তিনি রমাদান মাসে আল্লাহ্‌র বন্দেগিতে যতখানি তৎপর থাকতেন, অন্য মাসে ততোখানি তৎপর থাকতেন না। রমাদানের শেষ দশ রাতে তিনি অন্যান্য দিনের চেয়ে বেশি সাধনা করতেন। (মুসলিম) রামাদানের শেষ দশকে ইতেকাফ করতেন। (বুখারী ও মুসলিম) রামাদানের কিয়াম (তারাবীহ/তাহাজ্জুদ)-এর ব্যাপারে লোকদের তিনি উৎসাহ যোগাতেন। বলতেন : ঈমানদারী ও সাওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি রামাদান মাসে ইবাদাত করে, তার পূর্বেকার গুনাহসমূহ মাফ হয়ে যায়। (মুসলিম)। তোমরা অবশ্যই সেহরী খাও, কারণ সেহরীতে বরকত রয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম) মানুষ যতদিন শীঘ্র ইফতার করবে ততদিন কল্যাণের মধ্যে থাকবে। (বুখারী ও মুসলিম) শীঘ্র ইফতারকারী আল্লাহ্‌র কাছে সবচাইতে প্রিয়। (তিরমিযী)

কুরআন-হাদীসে 'লাইলাতুল কাদরের' মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে। এ রাতকে হাজার মাসের চেয়ে উত্তম বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'লাইলাতুল কাদ্‌র'কে নির্দিষ্ট করে দেননি। রামাদান মাসের শেষ দশ রাত এবং বিশেষ করে শেষ দশ রাতের মধ্যে বেজোড় রাতগুলিতে লাইলাতুল কাদ্‌র সন্ধান করার নির্দেশ

দিয়েছেন। বিভিন্ন সহীহ হাদীসে লাইলাতুল কাদ্‌রে 'কিয়াম' বা 'কিয়ামুল্লাইল' করতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। কিয়ামুল্লাইল অর্থ রাত্রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নফল সালাত আদায় করা। এর জন্য কোনো বিশেষ রাক'আত সংখ্যা, সূরা, আয়াত, দোয়া বা পদ্ধতি নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে সুদীর্ঘ কিরাআতে এবং সুদীর্ঘ রুকু ও সিজদার মাধ্যমে কিয়ামুল্লাইল করতেন। এজন্য সম্ভব হলে দীর্ঘ কিরাআত ও দীর্ঘ রুকু-সিজদা সহকারে সালাত আদায় করা উত্তম। না পারলে ছোট কিরাআতে রাক'আত সংখ্যা বাড়াবেন।

১৬.৫. শাওয়াল মাস : সহীহ হাদীস দ্বারা এই মাসের একটি ফযীলত প্রমাণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন : "যে ব্যক্তি রামাদান মাসের সিয়াম পালন করবে, এরপর সে শাওয়াল মাসে ৬টি সিয়াম পালন করবে, তার সারা বৎসর সিয়াম পালনের মত হবে।" (মুসলিম, আস-সহীহ ২/৮২২)

১৬.৬. যিলকাদ মাস : যিলকাদ মাসের সাধারণ দুটি মর্যাদা রয়েছে : প্রথমত, তা ৪টি হারাম মাসের একটি। দ্বিতীয়ত, তা হজ্জের মাসগুলির দ্বিতীয় মাস। এ ছাড়া এই মাসের বিশেষ কোনো ফযীলত হাদীসে বর্ণিত হয় নি।

১৬.৭. যিলহজ্জ মাস : যিলহাজ্জ মাস ৪টি হারাম মাসের অন্যতম। এই মাসেই হজ্জ আদায় করা হয় এবং এই মাসেই ঈদুল আযহা উদযাপিত হয়। এই মাসের প্রথম ১০ দিনে বেশি বেশি নেক কর্ম করতে সহীহ হাদীসে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন : "যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনে নেক আমল করা আল্লাহ্‌র নিকট যত বেশি প্রিয় আর কোনো দিনের আমল তাঁর নিকট তত প্রিয় নয়।" (বুখারী, আস-সহীহ ১/৩২৯; ইবনু খুযাইমা, আস-সহীহ ৪/২৭৩; তিরমিযী আস-সুনান ৩/১৩০-১৩১)।

যিলহাজ্জ মাসের ৯ তারিখে হাজীগণ আরাফার মাঠে অবস্থানের মাধ্যমে হজ্জের মূল দায়িত্ব পালন করেন। যারা হজ্জ করছেন না তাদের জন্য এই দিনে সিয়াম পালনের বিশেষ উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, এই দিনের সিয়ামের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "তা বিগত বৎসর ও পরবর্তী বৎসরের পাপ মার্জনা করে।" (মুসলিম)

যয়ীফ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, এই দশ দিনের প্রতি দিনের সিয়াম

এক বৎসরের সিয়ামের তুল্য এবং প্রত্যেক রাত লাইলাতুল কাদ্‌রের তুল্য। (তিরমিযী, আস-সুনান ৩/১৩১) অন্য একটি দুর্বল হাদীসে বলা হয়েছে, এই দশ দিনের নেক আমলের ৭০০ গুণ সাওয়াব প্রদান করা হয়। (বাইহাকী, শু'আবুল ঈমান ৩/৩৫৬; মুনযিরী, আত-তারগীব ২/১২৮) অন্য একটি যয়ীফ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, আনাস ইবনু মালিক (রা:) বলেছেন, কথিত আছে যে, যিলহাজ্জ মাসের প্রথম ১০ দিন এক হাজার দিনের সমান এবং বিশেষত আরাফার দিন ১০ হাজার দিনের সমান। (বাইহাকী, শু'আবুল ঈমান ৩/৩৫৮, আত-তারগীব)।

রোগ-ব্যাধি ও বিপদ-আপদ হতে মুক্তির আমল

১. সকল অসুস্থতার দু'আ :

اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَأْسَ اِشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِيْ لاَ

شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُسَقَمًا .

উচ্চারণ : "আল্লা-হুম্মা রাব্বান না-স, আয্‌হিবিল বা-'স, ইশ্‌ফি, ওয়া আনতাশ শা-ফী, লা-শিফা- আ ইল্লা- শিফা-উকা, শিফা-আন লা- ইউগা-দিরু সাক্বামান।"

অর্থ : হে আল্লাহ, হে মানুষের প্রতিপালক, অসুবিধা দূর করুন, সুস্থতা দান করুন, আপনিই শিফা বা সুস্থতা দানকারী, আপনার শিফা (সুস্থতা প্রদান বা রোগ নিরাময়) ছাড়া আর কোনো শিফা নেই, এমনভাবে শিফা দান করুন যার পরে আর কোনো অসুস্থতা-রোগব্যাধি অবশিষ্ট থাকবে না।"

আয়েশা (রা:) বলেন, "আমাদের মধ্যে কেউ– তাঁর কোনো স্ত্রী অসুস্থতায় নিপতিত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ডান হাত দিয়ে তাকে মাসহ করতেন– তার গায়ে বুলাতেন, এরপর উপরের দু'আটি বলতেন।" (বুখারী (৭৯-কিতাবুত তিব্ব, ৩৭-বার রুকইয়াতিন নাবিয়্যি) ৫/২১৬৮ (ভারতীয় ২/৮৫৫); মুসলিম (৩৯-কিতাবুস সালাম, ১৯-বাব ইসতিহবাবি রুকইয়াতিল মারীদ) ৪/১৭২১-১৭২২ (ভারতীয় ২/২২২)

সাহাবীগণের মধ্যে এ দু'আটি প্রসিদ্ধ ছিল বলে প্রতীয়মান। আমরা দেখেছি যে, আব্দুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা:) তাঁর স্ত্রীকে এ দু'আটি শিখিয়ে দেন। বুখারী সংকলিত হাদীসে আমরা দেখি যে, আনাস ইবন মালিক (রা:)

তাঁর ছাত্র সাবিত বুনানীকে এ দু'আ দিয়ে ঝাড়ফুঁক করেন। (বুখারী (৭৯-কিতাবুত তিব্ব, ৩৭-বাব রুকইয়াতিন নাবিয়্যি) ৫/২১৭৬ (ভারতীয় ২/৮৫৫)

২. অসুস্থতা ও বদ-নযরের দু'আ :

بِسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ، اَللهُ يَشْفِيْكَ، بِسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ .

উচ্চারণ : বিসমিল্লা-হি আর্‌ক্বীক, মিন কুল্লি শাইয়িন ইউ'যীক, মিন শার্‌রি কুল্লি নাফসিন আউ আইনিন 'হা-সিদিন, আল্লা-হু ইয়অশফীক, বিসমিল্লা-হি আর্‌ক্বীক।

অর্থ : আল্লাহ্‌র নামে তোমাকে ঝাড়ফুঁক করছি, সকল কিছু থেকে যা তোমাকে কষ্ট দেয়, সকল প্রাণী ও হিংসুক চক্ষুর অনিষ্ট থেকে, আল্লাহ তোমাকে রোগমুক্ত করবেন, আল্লাহ্‌র নামে তোমাকে ঝাড়ফুঁক করছি। (মুসলিম ৪/১৭১৮, ইবনে মাযাহ ২/১১৬৪)

৩. অসুস্থতা, ক্ষত ও ব্যাথার দু'আ :

بِاسْمِ اللهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيْقَةِ بَعْضِنَا يُشْفَى (بِهِ) سَقِيْمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا .

উচ্চারণ : বিসমিল্লা-হ্‌। তুরবাতু আরদ্বিনা, বিরীক্বাতি বা'আদ্বিনা, ইউশফা (বিহী) সাক্বীমুনা, বিইযনি রাব্বিনা-।

অর্থ : আল্লাহ্‌র নামে। আমাদের যমিনের মাটি, আমাদের কারো লালার সাথে, যেন আমাদের অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থতা লাভ করে, আমাদের রবের অনুমতিতে।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, কারো দেহের কোথাও অসুস্থতা, ব্যাথ্যা বা ক্ষত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর (শাহাদাত) আঙ্গুলে নিজের মুখের সামান্য লালা লাগিয়ে আঙ্গুলটি মাটিতে রাখতেন; এরপর তা ব্যাথ্যার স্থানে রেখে এ দু'আটি বলতেন। (বুখারী (৭৯-কিতাবুত তিব্ব, ৩৭-বার রুকইয়াতিন নাবিয়্যি) ৫/২১৬৮ (ভারতীয় ২/৮৫৫); মুসলিম (৩৯-কিতাবুস সালাম, ২১-বার ইসতিহ বাবির রুকইয়া...) ৪/১৭২৪ (ভারতীয় ২/২২৩)

৪. নিজের ব্যাথার জন্য দু'আ :

بِسْمِ اللهِ، أَعُوْذُ بِاللهِ (بِعِزَّةِ اللهِ) وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ .

উচ্চারণ : বিসমিল্লা-হ্‌ (৩ বার)। আ'উযু বিল্লা-হি (দ্বিতীয় বর্ণনায় : আঊযূ বি'ইয্‌যাতিল্লা-হি) ওয়া ক্বুদরাতিহী মিন শার্‌রি মা- আজিদু ওয়া উ'হা-যিরু (৭ বার)।

অর্থ : আল্লাহ্‌র নামে (তিন বার) আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি আল্লাহ্‌র (দ্বিতীয় বর্ণনায় : আল্লাহ্‌র মর্যাদার) ও তাঁর ক্ষমতার, যা আমি অনুভব করছি এবং ভয় পাচ্ছি তা থেকে।

উসমান ইবন আবিল আস (রাঃ) বলেন, তাঁর শরীরের ব্যাথার কথা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানান। তিনি বলেন : তোমার শরীরের যে স্থানে ব্যাথা সেখানে তোমার হাত রাখ এবং তিন বার বিসমিল্লাহ্‌ এবং সাত বার এ দু'আটি বল। (মুসলিম (৩৯-কিতাবুস সালাম, ২৪-বাব ইসতিহবাব ওয়াদ ইয়াদিহী ...) ৪/১৭২৮ (ভারতীয় ২/২২৪); আবূ দাউদ (কিতাবুত তিব্ব, বাব কাইফার রুকা) ৪/১১ (ভারতীয় ৫৪৩)

৫. নিজের ও অন্যের রোগ মুক্তির আমল :

আয়েশা (রাঃ) বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসুস্থ হলে তিনি মুআওয়িযাত সূরাগুলো (ইখলাস, ফালাক ও নাস) পাঠ করে নিজের দেহে ফুঁক দিতেন এবং নিজের হাত নিজ দেহে বুলাতেন। দ্বিতীয় বর্ণনায় : তাঁর পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে তিনি এ সূরাগুলো পাঠ করে তাকে ফুঁক দিতেন এবং নিজ হাত তার দেহে বুলাতেন। তিনি তাঁর ওফাতের পূর্বে যখন অসুস্থ হলেন তখন আমি নিজে সূরাগুলো পড়ে তাঁকে ফুঁক দিতাম এবং তাঁর নিজের হাত দিয়ে তাঁর দেহ 'মাসহ' করতাম (বুলাতাম)।" (বুখারী (৬৭-কিতাবুল মাগাযী, ৭৮-বাব মারাদিন্নাবিয়্যি ...) ৪/১৬১৪ (ভারতীয় ২/৬৩৯); মুসলিম, (৩৯-কিতাবুস সালাম, ২০-বাব রুকইয়াতুল মারীয ...) ৪/১৭২৩ (ভারতীয় ২/২২২)
অনুবাদসহ সূরাগুলো ----- পৃষ্ঠায় দেখুন।

আমরা ইতোপূর্বে রাত্রে বিছানায় শয়নের সময় নিয়মিত যিকরের মধ্যেও এভাবে সুরাগুলো পাঠ করার কথা জেনেছি।

৬. অসুস্থতা ও নিরাপত্তা চেয়ে দু'আ : এই বইয়ের **২৮ নং** পৃষ্ঠায় দেখুন।

৭. বদনযর :

 নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : যখন তোমাদের কেহ এমন কিছু দেখে যা তাকে আনন্দ দেয়, সেটা তার ভাইয়ের ব্যাপারে অথবা তার নিজের ব্যাপারে অথবা তার সম্পদের ব্যাপারে হলে (তার উচিত সে যেন উহার জন্য বরকতের দু'আ করে) কারণ চক্ষুর (বদনজর) সত্য। (আহমদ ৪/৪৪৭, ইবনে মাজাহ)

 আবূ সাঈদ (রা:) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুক্তি চেয়েছেন চোখের বদনজর হতে (বিভিন্ন দু'আ পড়ে)। কিন্তু যখনই সূরা নাস, সূরা ফালাক্ব নাযিল হলো, তিনি সব ছেড়ে দিয়ে এ দুই সূরাই পাঠ করতেন (বিশেষ করে নামাযের পর ও শোয়ার সময়)। (তিরমিযী, নাসা-ঈ, ইবনু মা-জাহ্)

 রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কেউ যদি কোন জিনিস দেখে আশ্চর্যবোধ করে তবে সে যেন বলে।

مَاشَاءَ اللهُ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ .

উচ্চারণ : মা-শা-য়াল্লা-হু লাক্বুওওয়াতা ইল্লা-বিল্লা-হ।

অর্থ : আল্লাহ যা ইচ্ছা করেছেন, আল্লাহর ক্ষমতা ব্যতীত আর কোন ক্ষমতা নেই। (ইবনুস্ সুন্নী, আল-আযকার নববী ২৮৩ পৃষ্ঠা)

 রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের চোখ দ্বারা কোন কিছুর ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করলে তখন তিনি নিম্নের দু'আ পড়তেন :

أَللّٰهُمَّ بَارِكْ فِيْهِ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা বা-রিক ফীহি।

অর্থ : হে আল্লাহ! এর মধ্যে বারকাত নাযিল কর। (ইবনুস্ সুন্নী, আল-আযকার নববী ২৮৩ পৃষ্ঠা)

৮. পেটে ব্যাথা হলে : আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখতে পেলেন আমি পেটের ব্যাথায় আক্রান্ত হয়ে শুয়েছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, তুমি কি পেটের ব্যাথায় আক্রান্ত হয়েছ? আবূ হুরাইরা (রা:) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি দাঁড়াও এবং নামায পড়, কেননা নামাযেই এর চিকিৎসা রয়েছে। (ইবনু মা-জাহ, আহমাদ)

৯. কঠিন রোগে আক্রান্ত হলে দু'আ : এই বইয়ের **৭৯ নং** পৃষ্ঠায় **১৬ নং** দেখুন।

১০. পাহাড় পরিমাণ ঋণ হতে মুক্তির আমল :

হযরত আলী (রা)-এর নিকট এক ব্যক্তি ঋণ মুক্তির জন্য সাহায্য প্রার্থনা করলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে কিছু বাক্য শিখিয়ে দিয়েছেন, আমি তোমাকে তা শিখিয়ে দিচ্ছি। তোমার যদি পাহাড় পরিমাণ ঋণ থাকে তাহলেও আল্লাহ তোমার পক্ষ থেকে তা আদায় করে দেবেন এবং তোমাকে ঋণমুক্ত করবেন। তুমি বলবে :

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ ـ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাকফিনী বিহালা-লিকা 'আন হারা-মিকা ওয়া আ'গনিনী বিফাদলিকা 'আম্মান সিওয়াকা।

অর্থ : হে আল্লাহ, আপনি আপনার হালাল প্রদান করে আমাকে হারাম থেকে রক্ষা করুন এবং আপনার দয়া ও বরকত প্রদান করে আমাকে আপনি ছাড়া অন্য সকলের অনুগ্রহ থেকে বিমুক্ত করে দিন। (তিরমিযী– ৫/৫২৩, মুসতাদরাক হাকিম– ১/৭২১)

১১. বিপদ ও কষ্টের সময় দু'আ :

 বিপদ ও কষ্টের সময় যিক্‌র : ইবনু আব্বাস (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিপদ বা কষ্টের সময় বলতেন:

لاَ إِلٰـهَ إِلاَّ اللهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ لاَ إِلٰـهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ لاَ إِلٰـهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْاَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ـ

উচ্চারণ : লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হুল 'আযীমুল হালীম, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু রাব্বুল 'আরশিল আযীম, লা-ইলা -হা ইল্লাল্লা-হু রাব্বুস

সামাওয়া-তি ওয়া রাব্বুল আরদি ওয়া রাব্বুল 'আরশিল কারীম।

অর্থ : নেই কোনো মা'বুদ আল্লাহ ছাড়া, যিনি মহান আরশের প্রভু, নেই কোনো মা'বুদ আল্লাহ ছাড়া, যিনি আসমানসমূহের, জমিনের ও সম্মানিত আরশের প্রভু। (সহীহ বুখারী ৫/২৩৩৬, নং ৫৯৮৫, ৫৯৮৬, সহীহ মুসলিম ৪/২০৯২, নং ২৭৩০)

পরিবারের সবাইকে উপদেশ : আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পরিবারের সবাইকে একত্রিত করে বলতেন : তোমাদের কেউ কখনো দুশ্চিন্তা বা বিপদের মধ্যে নিপতিত হলে বলবে :

اَللهُ اَللهُ رَبِّيْ،لاَ أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، اَللهُ اَللهُ رَبِّيْ لاَ أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ـ

উচ্চারণ : আল্লা-হু, আল্লা-হু রাব্বী, লা-উশরিকু বিহী শাইআন। আল্লা-হু, আল্লা-হু রাব্বী, লা-উশরিকু বিহী শাইআন।

অর্থ : "আল্লাহ, আল্লাহ, আমার রব, তার সাথে কাউকে শরীক করি না, আল্লাহ, আল্লাহ, আমার রব তার সাথে কাউকে শরীক করি না।"

(মাওয়ারিদুয যামআন ৭/৪০০-৪০১)

ইউনুস (আ:)-এর দু'আ (এই বইয়ের **৭৮ নং** পৃষ্ঠায় **১৫ নং** দেখুন)।

ইব্রাহীম (আ:)-এর দু'আ (এই বইয়ের **৭৯ নং** পৃষ্ঠায় **১৭ নং** দেখুন)।

বিপদ-কষ্টে নিপতিত ব্যক্তির দু'আ :

إِنَّا لِلّٰهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ، اَللّٰهُمَّ أْجُرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ وَأَخْلِفْ لِيْ خَيْرًا مِّنْهَا ـ

ইন্না-লি'ল্লা-হি ওয়া ইন্না- ইলাইহি রা-জিঊন। আল্লা-হুম্মা অজুরনী ফী মুসীবাতী ওয়া আখলিফ লী খাইরাম মিনহা–।

অর্থ : নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্‌র জন্য এবং নিশ্চয় তাঁর কাছেই আমরা ফিরে যাব। হে আল্লাহ আপনি আমাকে এ বিপদ মুসিবতের পুরস্কার প্রদান করুন এবং আমাকে এর পরিবর্তে এর চেয়ে উত্তম কিছু প্রদান করুন।

(মুসলিম, ১/৬৩১–৬৩২)

১২. দুশ্চিন্তা, উৎকণ্ঠা ও সমস্যা মুক্তির দু'আ : এই বইয়ের **২৮ নং** পৃষ্ঠায় দেখুন।

১৩. কারো ক্ষতির আশঙ্কা করলে আত্মরক্ষার দু'আ :

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা, ইন্না- নাজ'আলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম।

অর্থ : হে আল্লাহ্, আমরা আপনাকে তাদের কণ্ঠদেশে রাখছি এবং আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি তাদের অকল্যাণ থেকে। হাদীসটি সহীহ। (আবূ দাউদ (কিতাবুল সালাত, বাব.. ইযা খাফা কাওমান) ২/৯১ (ভা ১/২১৫) : মুসতাদরাক হাকিম ২/১৫৪)

১৪. হেফাজতের দু'আ : এই বইয়ের **২৮ নং** পৃষ্ঠায় **১.২৩.১৪.** নং দেখুন। সকাল-সন্ধ্যায়, শয়নকালে ও পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পরে 'আয়াতুল কুরসী' (**২৩ নং** পৃষ্ঠায় দেখুন) পাঠ করলে বান্দা আল্লাহ্‌র জিম্মায় থাকবে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাকে হেফাজত করা হবে এবং জিন-শয়তান থেকে হেফাজতে থাকবে বলে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

১৫. শিশুদের হেফাজত : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই বাক্যগুলি দ্বারা হযরত হাসান ও হুসাইন (রা)-কে হেফাজত করাতেন। তিনি বলতেন, হযরত ইবরাহীম (আ) এই বাক্যদ্বারা তার দুই সন্তান ইসমাঈল ও ইসহাককে (আ) হেফাজত করাতেন।

أُعِيْذُكُمْ [أَعُوْذُ] بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَّ هَامَّةٍ وَّمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَّامَّةٍ ـ

উচ্চারণ : উ'ঈযুকুম {নিজের জন্য পড়লে : আ'ঊযু} বিকালিমা-তিল্লা-হিত তা-ম্মাতি মিন কুল্লি শাইতানিঁও ওয়া হা-ম্মাহ, ওয়া মিন কুল্লি 'আইনিল লা-ম্মাহ।

অর্থ : আমি তোমাদেরকে আশ্রয়ে রাখছি (অথবা, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি) আল্লাহর পরিপূর্ণ কথাসমূহের, সকল শয়তান থেকে, সকল

ক্ষতিকারক পোকামাকড় ও প্রাণি থেকে এবং সকল ক্ষতিকারক দৃষ্টি থেকে।

(সহীহ বুখারী ৩/১২৩৩, নং ৩১৯১, সুনানুত তিরমিযী ৪/৩৯৬, নং ২০৬০।)

সকল মুমিন পিতা ও মাতার উচিত সকাল ও সন্ধ্যায় এই বাক্যগুলি পাঠ করে সন্তানদের ফুঁক দেওয়া ও দু'আ করা। এ ছাড়া প্রত্যেকে নিজের হেফাজতের জন্যও সকাল-সন্ধ্যায় দু'আটি পাঠ করবেন।

১৬. জিন-শয়তান হতে হেফাজতের দু'আ :

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ (التَّامَّاتِ) مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَ(مِنْ) شَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَنْ يَحْضُرُوْنِ .

উচ্চারণ : "আ'ঊযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত তাম্মাতি (তাম্মা-তি) মিন 'গাদ্বাবিহী ওয়া 'ইক্বাবিহী ওয়া (মিন) শার্‌রি 'ইবাদিহী, ওয়া মিন হামাযা-তিশ শায়া-তীনি ওয়া আন ইয়া'হ্দুরূন।"

অর্থ : আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ বাক্যাবলির, তাঁর গযব-ক্রোধ থেকে, তাঁর শাস্তি থেকে, তাঁর সৃষ্টির অকল্যাণ থেকে, শয়তানের তাড়না বা প্ররোচনা থেকে এবং আমার কাছে তাদের উপস্থিতি থেকে।

ওয়লীদ ইবন ওয়ালীদ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলেন, আমি শয়নের সময় মনের অস্থিরতা, নানারকম চিন্তা অনুভব করি এবং ঘুমাতে পারি না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বিছানায় শয়ন করার পর এ দু'আটি পাঠ করতে বলেন। হাদীসটি সহীহ। অন্য হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রাঃ) বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "তোমাদের কেউ ঘুমের সময় ভয় পেলে সে যেন এ দু'আটি পাঠ করে। এই দু'আ পাঠ করলে শয়তানগণ তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।" হাদীসটি হাসান। এক বর্ণনায় রাবী বলেন : "আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) তাঁর সন্তানদের বুঝার মত বয়স হলেই তাদেরকে এ দু'আটি শিক্ষা দিতেন। আর বুঝার মত বয়স হওয়ার আগে একটি কাগজে লিখে তাদের গলায় লটকে দিতেন।" (তিরমিযী ৫/৫০৬, নং ৩৫২৮; আবূ দাউদ ৪/১১; মুসনাদ আহমদ ২/১৮১, ৪/৫৭, ৬/৬; হাকিম, আল মুসতাদরাক ১/৭৩৩; আলবানী, সহীহাহ ১/৪৭০; সহীহুত তারগীব ২/১২০; সহীহুত তিরমিযী ৩/১৭১)

১৭. সকল কল্যাণ লাভের দু'আ : এই বইয়ের ৩০ নং পৃষ্ঠায় দেখুন।

১৮. আল্লাহ্‌র সাহায্য লাভের দু'আ : এই বইয়ের ২৯ নং পৃষ্ঠায় দেখুন।

তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধির জন্য অত্যাবশ্যকীয় কিছু আমল

১. হালাল রুজি : ঈমানের পরে মুমিন জীবনের সর্বপ্রথম দায়িত্ব হালাল রুজি অর্থাৎ বৈধভাবে উপার্জিত জীবিকার উপর নির্ভর করা। দু'আ, যিক্র ও সকল প্রকার ইবাদত বন্দেগি কবুল হওয়ার অন্যতম শর্ত এ সকল ইবাদত পালনকারীকে অবশ্যই হালাল উপার্জন নির্ভর হতে হবে এবং সকল প্রকার হারাম উপার্জন থেকে দূরে থাকতে হবে। যে ব্যক্তি হারাম বা অবৈধ সম্পদ উপার্জন করেন এবং তা দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন তার কোনো ইবাদত ও দু'আ আল্লাহ্ কবুল করবেন না বলে বিভিন্ন সহীহ হাদীসে বারংবার ঘোষণা করা হয়েছে।

আবু হুরাইরা (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "হে মানুষেরা, আল্লাহ্ পবিত্র। তিনি পবিত্র (বৈধ) ছাড়া কোনো কিছুই কবুল করেন না। আল্লাহ্ মুমিনগণকে সেই নির্দেশ দিয়েছেন যে নির্দেশ তিনি নবী ও রাসূলগণকে দিয়েছেন (বৈধ ও পবিত্র উপার্জন ভক্ষণ করা)। তিনি (রাসূলগণকে নির্দেশ দিয়ে) বলেছেন : 'হে রাসূলগণ, তোমরা পবিত্র উপার্জন থেকে ভক্ষণ কর এবং সৎকর্ম কর, নিশ্চয় তোমরা যা কিছু কর তা আমি জানি' (সূরা আল-মুমিনূন : ৫১ আয়াত)। (আর তিনি মুমিনগণকে একই নির্দেশ দিয়ে বলেছেন) : 'হে মুমিনগণ, আমি তোমাদের যে রিযিক প্রদান করেছি তা থেকে পবিত্র রিযিক ভক্ষণ কর' (সূরা আল-বাকারা : ১৭২ আয়াত)। এরপর তিনি একজন মানুষের কথা উল্লেখ করেন, যে ব্যক্তি (হজ্ব, উমরা ইত্যাদি পালনের জন্য, আল্লাহ্র পথে) দীর্ঘ সফরে রত থাকে, ধূলি ধূসরিত দেহ ও এলোমেলো চুল, তার হাত দু'টি আকাশের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে সে দু'আ করতে থাকে, হে প্রভু! হে প্রভু!! কিন্তু তার খাদ্য হারাম, তার পোশাক হারাম, তার পানীয় হারাম এবং হারাম উপার্জনের জীবিকাতেই তার রক্তমাংস গড়ে উঠেছে। তার দু'আ কিভাবে কবুল হবে?"
(সহীহ মুসলিম ২/৭০৩, নং ১০১৫, নাবাবী, শারহু সহীহি মুসলিম ৭/১০০)

এই ব্যক্তি দু'আ কবুল হওয়ার অনেকগুলি আদব ও নিয়ম পালন করেছে। সে মুসাফির অবস্থায় দু'আ করেছে এবং বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, মুসাফিরের দু'আ কবুল হয়। সে ধূলি ধূসরিত ও অসহায় অবস্থায় দু'আ করেছে এবং বিনয়, আকুতি ও অসহায়ত্ব প্রকাশকারীর দু'আ কবুল করা হয়। সে হাত তুলে দু'আ করেছে, যা দু'আর একটি গুরুত্বপূর্ণ

আদব। এত কিছু সত্ত্বেও তার দু'আ কবুল হবে না। কারণ তার উপার্জন হারাম। সে হারাম উপার্জন থেকে খেয়েছে, পান করেছে ও পরিধান করেছে। হারাম জীবিকার উপর নির্ভরকারীর কোনো প্রার্থনা কবুল করা হয় না।

২. ইখলাস : ইবাদত কবুল হওয়ার পূর্ব শর্ত হল ইখলাস বা বিশুদ্ধ নিয়ত। প্রতিটি ইবাদত পরিপূর্ণ ইখলাসের সাথে শুধুমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য হতে হবে। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোনো রকম উদ্দেশ্যের সামান্যতম সংমিশ্রন থাকলে সে ইবাদত আল্লাহ্ কবুল করবেন না। 'তোমাদের (কুরবানীর পশুর) গোশত ও রক্ত কোনোটাই আল্লাহ্র নিকট পৌঁছে না, তাঁর নিকট পৌঁছে শুধু তোমাদের পরহেজগারী।' (সূরা হাজ্ব : ৩৭ নং আয়াত) 'হে নবী। লোকদেরকে বলে দাও, তোমরা কোনো বিষয় মনে গোপন রাখো কিংবা প্রকাশ করো, তা সবই আল্লাহ্ জানেন।' (সূরা আলে ইমরান : ২৯ নং আয়াত)।

আমীরুল মুমিনীন উমর ইবনে খাত্তাব (রা:) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, সকল কাজের প্রতিফল কেবল নিয়্যাতের ওপর নির্ভরশীল । প্রত্যেক ব্যক্তিই নিয়্যাত অনুসারে তার কাজের প্রতিফল পাবে। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের (সন্তুষ্টির) জন্যে হিজরত করেছে, তার হিজরত আল্লাহ্ ও রাসূলের সন্তুষ্টির জন্যে সম্পন্ন হয়েছে বলে গণ্য করা হবে। পক্ষান্তরে যার হিজরত দুনিয়া হাসিল করা কিংবা কোনো নারীকে বিবাহ করার উদ্দেশে সম্পন্ন হবে, তার হিজরত সে লক্ষ্যেই নিবেদিত হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

৩. সুন্নাতের হুবহু অনুসরণ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনুসরণই ইসলাম। ইসলাম অর্থ হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হুবহু অনুসরনে আল্লাহ্র ইবাদত করা। কেউ তাঁর অনুসরণের বাইরে মনগড়াভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করলে সে মুসলিম বলে গণ্য হবে না। বেলায়াত ও ইহসানের পথে চলতে সুন্নাতের হুবুহু অনুকরণ অতি আবশ্যক। এর অনেক ফযীলত, মর্যাদা ও গুরুত্বের কথা কুরআন ও হাদীসে বলা হয়েছে। এখানে সামান্য কয়েকটি দিক উল্লেখ করছি।

আল্লাহ্ বলেছেন : "বলুন, যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভালবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহ্ও তোমাদিগকে ভালবাসেন এবং তোমাদিগকে তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ্ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু। বলুন, আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য প্রকাশ কর। বস্তুত

যদি তারা বিমুখতা অবলম্বন করে, তাহলে আল্লাহ্ কাফেরদিগকে ভালবাসেন না।” (সূরা আলে-ইমরান– ৩১, ৩২ নং আয়াত)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : “যে আমার সুন্নাতকে জীবিত করবে (পালন ও প্রচারের মাধ্যমে আমার সুন্নাতকে জীবিত, প্রচলিত বা প্রতিষ্ঠিত রাখবে), সে আমাকেই ভালবাসবে। আর যে আমাকে ভালবাসবে, সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে। (সুনানে তিরমিযী, কিতাবুল ইলম, নং ২৬০২। তিনি হাদীসটিকে হাসান ও গরীব বলেছেন)। তিনি আরো বলেছেন : “যে ব্যক্তি হালাল খাদ্য খেয়ে জীবনযাপন করবে, সুন্নাত অনুসারে আমল করবে এবং কোনো মানুষ তাঁর দ্বারা কষ্ট পাবে না, সে ব্যক্তি জান্নাতী হবে।” একজন সাহাবী প্রশ্ন করলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ, এ ধরনের মানুষতো আজকাল অনেক। তিনি বললেন : আমার অনেক যুগ পরেও আমার উম্মতের মধ্যে এরূপ মানুষ থাকবে। (সুনানে তিরমিযী, কিতাবুল সিফাতিল কিয়ামাহ, নং ২৫২০)

কোন মুমিন যদি উঠে যাওয়া ও ভুলে যাওয়া সুন্নাত অনুসারে ইবাদত পালন করেন এবং সুন্নাতকে জীবিত ও প্রচলিত করেন তাহলে তাঁর জন্য রয়েছে বিশেষ সাওয়াব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : “ইসলামের শুরু হয়েছে অনাত্মীয় বান্ধবহীন প্রবাসীর মতো এবং তেমনি আত্মীয়হীন বান্ধবহীন রূপেই ইসলাম ফিরে আসবে। এই বান্ধবহীন স্বজনহীন ইসলামের অনুসারীদের জন্য সুসংবাদ।” যাঁরা আমার পরে মানুষেরা আমার যেসকল সুন্নাত নষ্ট করবে তা ঠিক করবে। (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, নং ১৪৫; সুনানে তিরমিযী, কিতাবুল ঈমান, নং ২৬৩০)

সুন্নাতের হুবহু অনুসরণ করলে ৫০ জন সাহাবীর সমান মর্যাদা ও পুরস্কার পাওয়া যাবে বলে জানিয়েছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি বলেন : “তোমাদের সামনে রয়েছে ধৈর্যের সময়, এখন তোমরা যে কর্মের উপর আছ, সে সময়ে যে ব্যক্তি অবিকল তোমাদের পদ্ধতি আকড়ে ধরে থাকবে, সে ব্যক্তি তোমাদের মধ্যকার পঞ্চাশ জন ব্যক্তির সমপরিমাণ সওয়াব লাভ করবে।” সাহাবীগণ বলেন, “হে আল্লাহ্র নবী! আমাদের মধ্যকার ৫০ জনের সওয়াব, না তাদের মধ্যকার।” তিনি বলেন, “না, বরং তোমাদের মধ্যকার ৫০ জনের সমপরিমাণ সওয়াব।” (মুহাম্মদ ইবনু নাসর আল্ মারওয়াবী, আস্ সুন্নাহ, পৃষ্ঠা ১৪; তাবারানী আল্ মু'জাম আল কাবীর, ১০/১৮২)

৪. অপ্রয়োজনীয় বিষয় পরিত্যাগ করা : সারাদিন রাতের কর্মব্যস্ত সময়ে আমরা ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে এমন অনেক কথা, কাজ বা বিষয়ে জড়িয়ে পড়ি যা আমাদের দুনিয়া ও

আখেরাতের কোন উপকার করে না। এসব অপ্রয়োজনীয় বিষয় থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকার চেষ্টা করতে হবে। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : “অনর্থক অপ্রয়োজনীয় বিষয় ত্যাগ করাই একজন ব্যক্তির উত্তম ইসলাম।” (হাদীসটি হাসান, তিরমিযী)

৫. সকল পাপকে খুব বড় করে দেখা : সকল প্রকার পাপকে খুবই কঠিন, ভয়াবহ ও নিজের জীবনের জন্য ধ্বংসাত্মক বলে দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করে বার বার ক্ষমা চাইতে হবে। আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাস'উদ বলেছেন : “মুমিন ব্যক্তি তাঁর পাপকে খুব বড় করে দেখেন, যেন তিনি পাহাড়ের নিচে বসে আছেন, ভয় পাচ্ছেন, যে কোনো সময় পাহাড়টি ভেঙ্গে তাঁর উপর পড়ে যাবে। আর পাপী মানুষ তার পাপকে খুবই হালকাভাবে দেখেন, যেন একটি উড়ন্ত মাছি তার নাকের ডগায় বসেছে, হাত নাড়ালেই উড়ে যাবে।” (সহীহ বুখারী ৫/২৩২৪, নং ৫৯৪৯, সুনানুত তিরমিযী ৪/৬৫৮, নং ২৪৯৭)

৬. জবানের হেফাজত করা : জবানের হেফাজত ও সদ্ব্যবহার করা ছাড়া আত্মশুদ্ধি সম্ভব নয়। জবানের অপব্যবহার করে যেমন মানুষ ব্যর্থ ও জাহান্নামী হয়, আবার জবানের হেফাজত ও সদ্ব্যবহার করে সফল ও জান্নাতী হয়। সকল অনিষ্টের মূল এই জবান। হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : “যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখেরাতে বিশ্বাস করে, তার হয় উত্তম কথা বলা উচিত অথবা চুপ করে থাকা উচিত।” (বুখারী ও মুসলিম) “ঈমানদার ব্যক্তি নিন্দাকারী, অভিসম্পাত প্রদানকারী, কটুভাষী ও অশ্লীলভাষা প্রয়োগকারী হবে না।” (তিরমিযী) মিথ্যা বলা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, গালি দেয়া, পরনিন্দা, চোগলখুরি, উপহাস ও বিদ্রুপ করা, লোক হাসানো, তোষামোদ, অনর্থক কথা বলা, কর্কশ কথা বলা ইত্যাদি হতে জবানকে হেফাজত করা প্রত্যেকের ঈমানী দায়িত্ব।

৭. রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছা বর্জন করা : আল্লাহ্র জন্য করণীয় ইবাদত পালনের মধ্যে মানুষের দর্শন, প্রশংসা বা বাহবার ইচ্ছা পোষণ করাকে রিয়া বলে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : “আমি সবচেয়ে বেশি যে বিষয়টি তোমাদের ব্যাপারে ভয় পাই তা হ'ল শিরক আসগার বা ক্ষুদ্রতর শিরক। সাহাবী প্রশ্ন করেন ; হে আল্লাহ্র রাসূল, শিরক আসগার কী? তিনি বলেন : রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছা। কিয়ামতের দিন যখন মানুষদের তাদের কর্মের প্রতিফল দেওয়া হবে তখন মহান আল্লাহ্ এদেরকে বলবেন, তোমরা যাদের দেখাতে তাদের নিকট যাও, দেখ

তাদের কাছে তোমাদের পুরস্কার পাও কি না!" মানুষ তাকাচ্ছে দেখে নামাযরত ব্যক্তি নামাযকে আরও সুন্দর করার চেষ্টা করলে, তা-ই রিয়া। মুমিনের ইবাদত ধ্বংস করার অন্যতম ফাঁদ রিয়া। আজীবন আল্লাহ্‌র ইবাদতে কাটালেও শুধুমাত্র রিয়ার কারণে কিয়ামতের দিন বড় বড় আলিম, শহীদ, দাতাগণকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

৮. কারো কাছে কিছু না চাওয়া : সাওবান (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : "কে আছে, যে দায়িত্ব গ্রহণ করবে যে, সে কারো কাছে কিছু চাইবে না, তাহলে আমি তার জান্নাতের দায়িত্ব গ্রহণ করব।" সাওবান বলেন : "আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি।" এরপর সাওবান (রা:) কারো কাছে কিছুই চাইতেন না। অনেক সময় উটের পিঠে থাকা অবস্থায় তাঁর লাঠি পড়ে যেত। তিনি কাউকে বলতেন না যে, আমার লাঠিটি উঠিয়ে দিন। বরং তিনি নিজে উটের পিঠ থেকে নেমে নিজের হাতেই লাঠিটি উঠাতেন। হাদীসটি সহীহ। (সুনানু আবী দাউদ ২/১২১, নং ১৬৪৩, সুনানুন নাসাঈ ৫/৯৬, নং ২৫৯০, সুনানু ইবনি মাজাহ ১/৫৮৮, নং ১৮৩৭, মুসনাদ আহমদ ৫/২৭২, ২৮১, তাবরানী, আল-মু'জামুল কাবীর ২/৯৮, মুসতাদরাক হাকিম ১/৫৭১) হযরত আনাস (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "তোমরা তোমাদের সকল প্রয়োজন আল্লাহ্‌র কাছে চাইবে, এমনকি যদি জুতার ফিতা ছিড়ে যায় তাহলে তাও তাঁর কাছেই চাইবে। এমনকি লবণও তাঁর কাছেই চাইবে।" (হাদীসটি সহীহ। সুনানে তিরমিযী, কিতাবুত দাওয়াত, নং ৩৯৭৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩/১৪৮, ৩/১৭৬, মাওয়ারিদুয যামআন ৮/৪১-৪৩, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/১৫০)

৯. 'আল্লাহ্ দেখছেন'-এমনভাবে ইবাদত করা : "ইহসান" অর্থ কোন বিষয় সুন্দর করে পূর্ণাঙ্গরূপে পালন করা। হাদীস শরীফে "ইহসান" বা সুন্দর ও পূর্ণ ইসলামের অধিকারী মুসলিমের পরিচয় দিতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "তুমি আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে এমনভাবে যেন তুমি তাকে দেখতে পাচ্ছ; কারণ তুমি তাকে দেখতে না পেলেও তিনি তোমাকে দেখছেন।" (বুখারী, ১/২৭; মুসলিম ১/৩৭-৪০)

১০. আল্লাহ্‌ওয়ালাদের সোহবাত বা সাহচার্য অবলম্বন করা : কুরআন ও হাদীসে প্রকৃত মুখলিস, মুত্তাকী, সত্যবাদী, নেককার, সৎ, আল্লাহ্‌ওয়ালা মানুষদের সোহবাত বা সাহচার্যের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। কুরআন কারীমে আল্লাহতায়ালা বলেন : "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক।" (সূরা তাওবাহ, আয়াত-১১৯) আল্লাহতায়ালা আরও ইরশাদ করেন : "আপনি নিজেকে তাদের

সংসর্গে আবদ্ধ রাখুন যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে আহ্বান করে এবং আপনি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে তাদের থেকে নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবেন না।" (সূরা কাহ্ফ, আয়াত-২৮)

আল্লাহওয়ালাদের সাহচার্যে অন্তর আখেরাতমুখি হয় এবং ঈমান বৃদ্ধি পায়। হানযালা আল-উসাইদী (রা:) থেকে বর্ণিত, একদা তিনি কাঁদতে কাঁদতে আবুবকর (রা:)-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আবুবকর (রা:) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে হানযালা! তোমার কী হয়েছে? তিনি বললেন, হে আবুবকর! হানযালা তো মুনাফিক হয়ে গেছে। আমরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে অবস্থান করি এবং তিনি আমাদের জান্নাত-জাহান্নাম স্মরণে নছীহত করেন, তখন মনে হয় যেন আমরা সেগুলো প্রত্যক্ষভাবে দেখছি। কিন্তু বাড়ী ফিরে আসার পর স্ত্রী-পুত্র, পরিবার-পরিজন ও সহায়-সম্পদের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ি এবং অনেক কিছুই ভুলে যাই। আবুবকর (রা:) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমাদেরও তো একই অবস্থা! চল আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকটে যাই। অত:পর আমরা সেদিকে রওয়ানা হ'লাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, হানযালা! কি খবর? তখন উত্তরে তিনি অনুরূপ বক্তব্যই পেশ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমার নিকট থেকে তোমরা যে অবস্থায় প্রস্থান কর, সর্বদা যদি সেই অবস্থায় থাকতে তাহ'লে ফেরেশতারা অবশ্যই তোমাদের মজলিসে, বিছানায় এবং পথে-ঘাটে তোমাদের সাথে মুছাফাহা করত। হে হানযালা! সেই অবস্থা তো সময় সময় হয়েই থাকে।

(মুসলিম হা/২৭৫০, মিশকাত হা/২২৬৮)

হাক্কানী আলেম, পীর-মাশায়েখ ও মুত্তাকি, আল্লাহওয়ালাদেরকে দেখলে, তাঁদের কাছে বসলে, তাঁদের সাক্ষাতে বা সাহচার্যে থাকলে অসংখ্য উপকার লাভ করা যায় : কুরআন-সুন্নাহসম্মত সত্যিকারের মাসনুন ইবাদত ও শিরক-বিদআতমুক্ত ঈমান সম্পর্কে জানা যায়। দ্বীনি ইলম অর্জন করা যায়। আল্লাহ্‌র ও তাঁর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পথে চলার এবং নবীজীর সুন্নাতের হুবহু অনুসরণের প্রেরণা পাওয়া যায়। নেক আমলের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। ধার্মিকতা, আল্লাহ-ভীতি ও আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্রে অনেক অগ্রসর হওয়া যায়। ইখলাস পয়দা হয়। সৎ ও আল্লাহ্-ভীরু মানুষের সাহচার্য একটি বিশেষ ইবাদত। তাঁদের সাহচার্যে স্বভাব-চরিত্র, আমল-আখলাক সংশোধিত হয়।

আমার ওয়ালেদ সাহেব হযরত মাও. আবুল আনসার আব্দুল কাহ্হার সিদ্দিকী (রহ:) বলতেন : খাটা আমের চারার সাথে মিষ্টি আমের ডাল বেধে কলম বাঁধলে মিষ্টি আমের ডালের সাহচার্যে খাটা আমও মিষ্টি হয়ে যায়। তেমনি আল্লাহওয়ালাদের সাহচার্যে থাকলে বদকার-গোনাহগার মানুষও আল্লাহওয়ালা হয়ে যায়। জনৈক বুজুর্গ বলেছেন : নেকলোকের সাহচার্য তোমাকে নেক বানিয়ে দেবে। বদলোকের সাহচার্য তোমাকে বদ বানাবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্তায়ালার সান্নিধ্যের অন্বেষী হয়, তার আল্লাহওয়ালাদের সংসর্গে উপবিষ্ট হওয়া কর্তব্য। প্রচলিত একটি প্রবাদবাক্য : সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গে সর্বনাশ।

সৎ ও আল্লাহ্-ভীরু মানুষকে আল্লাহ্র ওয়াস্তে ভালবাসা একটি স্বতন্ত্র ইবাদত। হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা:) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, মহান আল্লাহ্ বলেছেন : যারা আমার সন্তুষ্টির আশায় পরস্পরকে ভালবাসে, আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরস্পর বৈঠকে মিলিত হয়, আমার সন্তুষ্টি কামনায় পরস্পর সাক্ষাত করে এবং আমারই জন্যে নিজেদের ধনসম্পদ ব্যয় করে, তাদেরকে ভালবাসা আমার ওপর ওয়াজিব হয়ে যায়। (মুয়াত্তা ইমাম মালিক)

১১. সন্দেহযুক্ত বিষয় বর্জন করা : আবু আব্দুল্লাহ আন্-নোমান বিন বশীর (রা:) হতে বর্ণিত- তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি : নি:সন্দেহে হালাল সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট, আর এ দু'এর মধ্যে কিছু সন্দেহযুক্ত বিষয় আছে যা অনেকে জানে না। অতএব যে ব্যক্তি সন্দিহান বিষয় হতে নিজেকে রক্ষা করেছে; সে নিজের দ্বীনকে পবিত্র করেছে এবং নিজের সম্মানকেও রক্ষা করেছে। আর যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত বিষয়ে পতিত হয়েছে সে হারামে পতিত হয়েছে। এবং তার অবস্থা সেই রাখালের মত যে নিষিদ্ধ চারণ ভূমির চারপাশে (গবাদি) চরায় আর সর্বদা এ আশংকায় থাকে যে যেকোন সময় কোন পশু তার মধ্যে প্রবেশ করে চরতে আরম্ভ করবে। সাবধান! প্রত্যেক রাজা-বাদশাহর একটি সংরক্ষিত এলাকা আছে। আর আল্লাহ্র এ সংরক্ষিত এলাকা হচ্ছে হারাম বিষয়াদি জেনে রাখা। সাবধান! নিশ্চয়ই শরীরের মধ্যে একটি মাংসপিণ্ড আছে; যখন তা ঠিক থাকে তখন সমস্ত শরীর ঠিক থাকে, আর যখন তা নষ্ট হয়ে যায় তখন গোটা দেহ নষ্ট হয়ে যায়– এটা হচ্ছে কলব, দিল। (বুখারী ও মুসলিম)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর স্নেহাস্পদ দৌহিত্র আবু মোহাম্মদ হাসান বিন আবী তালিব হতে বর্ণিত হয়েছে- তিনি বলেছেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট হতে এ কথা

শুনে স্মরণ রেখেছি : সন্দেহযুক্ত বিষয় বর্জন করে সন্দেহমুক্ত বিষয় গ্রহণ কর। (তিরমিযী, নাসায়ী)

আন-নওআস বিন সামআন (রা:) হতে বর্ণিত হয়েছে- তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : উত্তম চরিত্র হচ্ছে নেকী, আর গুনাহ তাকে বলে যা তোমার মনকে সংশয়ের মধ্যে ফেলে, এবং তা লোকে জানুক তা তুমি অপছন্দ কর। (মুসলিম)

ওয়াবেসা বিন মা'বাদ (রা:) হতে বর্ণিত হয়েছে- তিনি বলেছেন : আমি একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট আসলে তিনি আমাকে বললেন- তুমি কি নেকী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছ? আমি বলি, জী হ্যাঁ। তিনি বলেন : নিজের মনকে জিজ্ঞাসা কর। যা সম্পর্কে তোমার আত্মা ও মন আশ্বস্ত থাকে তা হচ্ছে নেকী, আর গুনাহ হচ্ছে তা যা যদিও লোক (তার স্বপক্ষে) ফতওয়া দিয়ে দেয়, তবুও তোমার আত্মাকে অশ্বস্তিতে রাখে ও মনে সংশয় সৃষ্টি করে। (ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ও আদ-দারেমীর মুসনাদ থেকে উৎকৃষ্ট সনদে উদ্ধৃত)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "যা তোমাকে সন্দেহে ফেলে তা ছেড়ে দাও, আর যা তোমাকে সন্দেহে ফেলে না, তা গ্রহন কর। সত্যপ্রীতি অবশ্যই শান্তিদায়ক আর মিথ্যা সন্দেহ সৃষ্টিকারী।"

(রিয়াদুস সালেহীন, হাদীস নং ৫৫)

১২. অলস চিন্তা ও অর্থহীন আলোচনা বর্জন : আমাদের মুখ ও বিশেষ করে মন কখনই চুপ থাকে না। কোনো না কোনো কিছু নিয়ে মন ব্যস্ত থাকে। সাধারণত ব্যক্তিগত, সামাজিক, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমরা অবসর সময়ে, কখনো কখনো ঘণ্টার পর ঘণ্টা অলস চিন্তা করে থাকি। আর একটু সুযোগ পেলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এ সকল বিষয় নিয়ে গল্প, আলোচনা বা বিতর্ক করে সময় নষ্ট করি।

অনেক সময় বেখেয়ালে মন বিভিন্ন অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে অলস চিন্তায় মেতে উঠে। যখনই খেয়াল হবে তখনই সেগুলিকে মন থেকে বের করে আল্লাহর যিক্রে মুখ ও মনকে বা শুধু মনকে নিয়োজিত করুন। যেমন, আপনি সকালে সংবাদ শুনেছেন বা পড়েছেন-অমুক স্থানে বোমাবর্ষণ হয়েছে বা অমুক ব্যক্তির মৃত্যু, শাস্তি, পদোন্নতি বা পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে আপনার চিন্তা বা আলোচনা উক্ত বিষয়ে কোনো পরিবর্তন আনবে না। তবুও ভাবতে ভালো লাগে। আপনি অফিসে, দোকানে, গাড়িতে, বাড়িতে বা পথে-ঘাটে নিজের অজান্তে ঐ বিষয়টির বিভিন্ন দিক নিয়ে

ভাবতে থাকবেন। অর্থহীন সময় নষ্ট করবেন। একটু অভ্যাস করুন। বারবার মনকে আল্লাহর যিক্‌রের দিকে ফিরিয়ে আনুন।

নিজের জীবনে আল্লাহর অশেষ রহমতের ও নিয়ামতের কথা স্মরণ করা, মনের মধ্যে কৃতজ্ঞতার অনুভূতি জাগিয়ে তোলা, মনকে আল্লাহর দিকে রুজু করে মনে মনে আল্লাহর কাছে নিজের দুনিয়া বা আখেরাতের জন্য প্রার্থনা করা, আল্লাহর বিধান, জান্নাত, জাহান্নাম, মৃত্যু, আখিরাত, আল্লাহর মহান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর সাহাবীগণ ও অন্যান্য নেককার বুজুর্গগণের কথা মনে মনে চিন্তা করাও আল্লাহর যিক্‌রের অন্তর্ভুক্ত। অযথা নীরবে বসে আকাশ-কুসুম কল্পনা করা, মনের বিরক্তি, কষ্ট বা ক্রোধ, হিংসা ইত্যাদি উদ্দীপক চিন্তা করা, অন্যান্য মানুষের দোষত্রুটি নিয়ে চিন্তা করে নিজের মন, আত্মা ও আখেরাত নষ্ট করার চেয়ে এগুলি অনেক ভালো।

১৩. প্রচলিত মিডিয়া, বিনোদন, পত্রিকা, গল্প-উপন্যাস বিষতুল্য : বর্তমান সমাজের প্রায় সকল প্রচার মাধ্যম, বিনোদন, পত্রিকা, গল্প, উপন্যাস হৃদয়কে অসুস্থ করার ও আল্লাহ্‌র যিক্‌র থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়ার কর্মে নিয়োজিত। আমরা অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনার সাথে লক্ষ্য করি যে, এ সকল প্রচার ও বিনোদন মাধ্যমগুলি শুধু আল্লাহ্‌র যিক্‌র থেকে বিরতই রাখে না, উপরন্তু মহান আল্লাহ্‌র যিক্‌র, ধর্ম, নৈতিকতা, ধার্মিক মানুষ ও ধর্মজীবনের প্রতি কটাক্ষ, বিষোদগার ও ঘৃণা ছড়াতে ব্যস্ত। এসকল প্রচার ও বিনোদন মাধ্যম মুমিনের জন্য বিষের মতোই ক্ষতিকর।

যথাসাধ্য চেষ্টা করুন এগুলি থেকে দূরে থাকার। বিনোদনের জন্য ইসলাম-সম্মত অথবা ইসলামী মূল্যবোধ বিরোধী নয় এরূপ মাধ্যম ব্যবহার করুন। সাহিত্য, উপন্যাস, গল্প, পত্রিকা ইত্যাদি পরিহার করে ইসলামী বই, সৎ মানুষদের জীবনী ইত্যাদি পাঠে নিজেকে রত রাখা দরকার। প্রয়োজনে এমন সাহিত্য পাঠ করুন যা ইসলামী মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। অমুসলিম লেখকগণের উপন্যাস-গল্প শিরক, কুফরী, মূর্তিপূজা, অনৈসলামিক রীতিনীতির কথায় ভরা। এর চেয়েও ক্ষতিকর মুসলিম নামধারী অনেক লেখকের উপন্যাস ও সাহিত্য। তারা ইসলামী মূল্যবোধকে আহত করার মানসেই সাহিত্য রচনা করেন।

কোনো কোনো পত্র-পত্রিকার মূলনীতি ইসলাম, মুসলিম, আলিম, ইসলামী ব্যক্তিত্ব, ইসলামী প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির কুৎসা রটনার মাধ্যমে পাঠকের মনকে ক্রমান্বয়ে ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি বিরক্ত বা বিদ্বেষসম্পন্ন করে তোলা। যখনই কোনো পত্র-পত্রিকা বা সাহিত্যকর্মে এরূপ লেখালেখি দেখতে পাবেন, তখনই তা পড়া বন্ধ করুন। এগুলি বিষ। স্বল্পমাত্রার বিষের

মতো ক্রমান্বয়ে তা আপনার হৃদয়কে আল্লাহ্‌র যিক্‌র থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবে। সংবাদ জানার জন্য, বা সাহিত্যের জন্য অন্য পত্রিকা বা বই পড়ুন। সবচেয়ে ভালো হয় এসকল অপ্রয়োজনীয় বিষয়াদি থেকে নিজেকে যথাসম্ভব দূরে রাখা। আল্লাহ্ আমাদের শয়তান ও তার অনুচরদের খপ্পর থেকে রক্ষা করুন।

১৪. সবার সাথে ভালো ব্যবহার (সুন্দর আচরণ) করা : সারা দিন রাতের কর্মব্যস্ততার মাঝে আমরা যত মানুষের সংস্পর্শে আসি- ছোট বড়, ধনী-গরীব, পরিচিত -অপরিচিত, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সাথে ভালো ব্যবহার এবং উত্তম ও শোভনীয় আচরণ করতে চেষ্টা করি। বিভিন্ন হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, হাসি মুখে মানুষের সাথে সাক্ষাত করাও ইবাদত এবং ভিনিগার যেমন মধু নষ্ট করে, অশোভন আচরণ তেমনি নেক আমল নষ্ট করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "তোমাদের মধ্যে আমার সবচেয়ে প্রিয় ও কেয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী অবস্থান লাভ করবে যাদের আচরণ সবচেয়ে সুন্দর। আর তোমাদের মধ্যে আমার কাছে সবচেয়ে বেশি অপ্রিয় এবং কেয়ামতের দিন আমার থেকে সবচেয়ে দূরে অবস্থান করবে তারা যারা বেশি কথা বলে, যাদের কথায় বা আচরণে অহংকার প্রকাশিত হয় এবং যারা কথাবার্তায় অন্যের প্রতি অবজ্ঞা বা অভদ্রতা প্রকাশ করে।" (তিরমিযী, আস-সুনান ৪/৩৭০।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : "কিয়ামতের দিন কর্মবিচারের পাল্লায় বান্দার সবচেয়ে ভারী ও মূল্যবান কর্ম হবে সুন্দর আচরণ এবং সুন্দর আচরণের অধিকারী মানুষ শুধু তার সুন্দর ব্যবহারের বিনিময়েই নফল সালাত ও নফল সিয়াম পালন করার সাওয়াব অর্জন করবে। (তিরমিযী, আস-সুনান ৪/৩৬৩; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৮/২২; আলবানী, সহীহুল জামি ২/৯৯৮)

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- "সবচেয়ে বেশি যা মানুষকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে তা হলো আল্লাহ্‌র ভয় এবং সুন্দর আচরণ। আর সবচেয়ে বেশি যা মানুষকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবে তা হলো মুখ এবং গুপ্তাঙ্গ।" (তিরমিযী, আস-সুনান ৪/৩৬৩) সুন্দর আচরণের ছয়টি দিকের প্রতি হাদীস শরীফে বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে : (১) সকলের সাথে হাস্যোজ্জল মুখে সাক্ষাত করা ও কথাবার্তা বলা। (২) বিনয়-বিনম্রতা ও অহঙ্কার বর্জন, (৩) বিকর্ত পরিহার করা, (৪) মানুষের আচরণে কষ্ট পেলে ধৈর্য্য ধারণ করা, (৫) মানুষের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা এবং যথাসম্ভব কম বলা এবং (৬) উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

১৫. সৃষ্টির অধিকার রক্ষায় সদাসতর্ক থাকা : আল্লাহ্ মানুষকে ভালবাসেন ও মানুষকে করুণা করতে চান। সাথে সাথে তিনি ন্যায়বিচারক মহাবিচারের প্রভু। তাঁর সকল সৃষ্টির মধ্যে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করবেন তিনি। কোনো মানুষ যদি অন্য কোনো মানুষ, সৃষ্টি বা জীব জানোয়ারের অধিকার বা প্রাপ্য নষ্ট করে বা কম দেয় এবং জীবদ্দশায় তার অধিকার বুঝিয়ে দিয়ে ক্ষমা চেয়ে নিতে না পারে, মহাবিচারের দিনে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত সৃষ্টির অধিকার পরিপূর্ণভাবে আদায় করে দেবেন। সেদিন কোনো টাকাপয়সা বা সম্পদ দিয়ে ক্ষতিপূরণ দানের সুযোগ থাকবে না। তখন যালিম, ক্ষতিকারী বা অধিকার হরণকারী ব্যক্তির নেককর্ম বা সাওয়াব নিয়ে মাযলূমকে প্রদান করা হবে। যদি যাকির এ বিষয়ে সতর্ক না থাকেন তাহলে তার কষ্টার্জিত সাওয়াব ও নেক কর্ম অন্য মানুষ ভোগ করবেন, আর তিনি বঞ্চিত হয়ে শাস্তি ভোগ করবেন।

কুরআন কারীমে ও হাদীস শরীফে সমাজের পরস্পরের অধিকার সম্পর্কে বিস্তারিত শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। এগুলি শিক্ষা করা ও পালন করা প্রত্যেকের জন্য বিশেষ জরুরি। আমাদের সমাজে অনেক ধার্মিক ব্যক্তিই স্ত্রীর অধিকার, সন্তানগণের অধিকার, প্রতিবেশীর অধিকার, সহকর্মীর অধিকার, কর্মদাতার অধিকার, কর্মী বা কর্মচারীর অধিকার, আত্মীয়স্বজনের অধিকার, বিধবা, এতিম, দরিদ্র ও সমাজের অন্যান্য দুর্বল শ্রেণীর অধিকার, সমাজের অমুসলিম নাগরিকগণের অধিকার, পালিত পশু ও জীব জানোয়ারের অধিকার সম্পর্কে খুবই অসচেতন। আমরা অত্যন্ত বেদনার সাথে লক্ষ্য করি যে, অধিকাংশ ধার্মিক মানুষ অন্যের অধিকার নষ্ট করার কঠিন পাপে লিপ্ত থাকেন। হয়ত তাহাজ্জুদ, যিক্র, নফল সিয়াম, দ্বীন প্রতিষ্ঠায় ও প্রচারে রত রয়েছেন; কিন্তু স্ত্রী, সন্তান, প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন, কর্মস্থল, সেবা গ্রহণে আগত ব্যক্তি, কর্মদাতা ও অন্য অনেকের অধিকার চরমভাবে লঙ্ঘন ও নষ্ট করেন। এগুলিকে অনেকে খুবই হালকা ভাবেন বা বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে তাদের কঠিন অন্যায়কে যুক্তিসঙ্গত করতে চেষ্টা করেন। সকলকে এসকল বিষয়ে খুবই সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

১৬. দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি : এই জগতে মুমিন একজন পথচারী বা প্রবাসী মাত্র। বাস, রেল বা বিমানে ভাল সিট পেতে চান যাত্রী, কিন্তু ভাল সিট না পেলে দুশ্চিন্তায় মনকে ভারাক্রান্ত করেন না। যে সিট পেয়েছেন তাতে বসেই নিজের গন্তব্যস্থলে গমন করেন। পথের সৌন্দর্য ও শান্তি তাকে আনন্দিত করে। কিন্তু পথের কষ্ট তাকে হতাশ করে না।

আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি চাটাইয়ের উপর ঘুমিয়ে ছিলেন। তিনি ঘুম থেকে উঠলে আমরা দেখলাম যে, তার দেহে চাটায়ের দাগ হয়ে গিয়েছে। আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আপনি অনুমতি দিলে আমরা আপনার জন্য একটি বিছানা বানিয়ে দিতে চাই। তিনি বলেন, "আমার সাথে দুনিয়ার কী সম্পর্ক! দুনিয়াতে আমার অবস্থা অবিকল সেই আরোহীর মত, যে একটি গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিয়েছে এবং এরপর গাছটি ফেলে রেখে সে চলে গিয়েছে।" (তিরমিযী, ৪/৫৮৮। তিনি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

১৭. হিংসা-বিদ্বেষ ও অন্যের অমঙ্গল কামনা থেকে অন্তরকে মুক্ত রাখা : হিংসা-বিদ্বেষ ও অন্যের অমঙ্গল কামনা থেকে অন্তরকে মুক্ত রাখা এমন একটি নেক কাজ যা মানুষকে অতিরিক্ত নফল ইবাদত ও যিক্‌র আযকার ছাড়াই জান্নাতের অধিকারী করে তোলে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন একজন আনসারীকে 'জান্নাতী মানুষ' বলে পর পর তিন দিন সম্বোধন করলেন। ঐ ব্যক্তি রাতে উঠে তাহাজ্জুদ আদায় করা বা বিশেষ কোন নফল ইবাদত পালন করতেন না; শুধুমাত্র ভালো কথা ছাড়া কারো বিরুদ্ধে কোন খারাপ কথা বলতেন না, অন্তরের মধ্যে কোন মুসলমানের জন্য কোন অমঙ্গল ইচ্ছা রাখতেন না ও কোন কিছুর জন্য কাউকে হিংসা করতেন না। (মুসনাদু আহমদ ৩/১৬৬, নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা ৬/২১৫, মাজমাউয যাওয়াইদ ৮/৭৮-৭৯)

আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেন, "বেটা, যদি পার তবে এমনভাবে সকাল ও সন্ধ্যা করবে (জীবন কাটাবে) যে, তোমার হৃদয়ে কারো প্রতি কোনো বিদ্বেষ বা অমঙ্গল ইচ্ছা নেই। সম্ভব হলে এইরূপ চলবে, কারণ এইরূপ চলা আমার সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। আর যে আমার সুন্নাতকে জীবিত করল, সে আমাকে ভালবাসল। আর যে আমাকে ভালবাসবে সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" (তিরমিযী ৫/৪৬, নং ২৬৭৮)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "তোমরা কখনো নিজেদের বা তোমাদের সন্তানদের বা তোমাদের মালসম্পদের অকল্যাণ, অমঙ্গল বা ক্ষতি চেয়ে বদদু'আ করবে না। কারণ, হয়ত এমন হতে পারে যে, যে সময়ে তোমরা বদদু'আ করলে, সেই সময়টি এমন সময় যখন আল্লাহ বান্দার সকল প্রার্থনা কবুল করেন এবং যে যা চায় তাকে তা প্রদান করেন। এভাবে তোমাদের বদদু'আও তিনি কবুল করে নেবেন।" (সহীহ মুসলিম ৪/২৩০১-২৩০৪, নং ৩০০৬)

১৮. ঝগড়া-বিবাদ ও তর্ক-বিতর্ক এড়িয়ে চলা : কর্মব্যস্ততার মাঝে আমাদেরকে সারাদিন রাতে অসংখ্য মানুষের সংস্পর্শে আসতে হয়। বিভিন্ন বিষয়ে কথাবার্তার এক পর্যায়ে আমরা প্রায়ই তর্ক-বিতর্ক ও ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়ি। ধার্মিক মানুষরাও অনেক সময়েই ধর্মীয় বিষয় নিয়ে ঝগড়া তর্কে জড়িয়ে পড়েন। মনে রাখা দরকার ঝগড়া-তর্ক হল শয়তানের একটি ফাঁদ। আমাদেরকে সর্বদা চেষ্টা করতে হবে তর্ক-বিতর্ক এড়িয়ে চলার। একান্ত বাধ্য হলে আমরা আলোচনা করবো, কিন্তু ঝগড়া-তর্ক করবো না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "নিজের মত বাতিল হওয়ার কারণে যে ব্যক্তি বিতর্ক পরিত্যাগ করবে তার জন্য জান্নাতের পাদদেশে বাড়ি নির্মাণ করা হবে। আর যে ব্যক্তি নিজের মত সঠিক হওয়া সত্ত্বেও বিতর্ক পরিত্যাগ করবে তার জন্য জান্নাতের মধ্যবর্তী স্থানে বাড়ি নির্মাণ করা হবে। আর যার আচরণ সুন্দর ও অমায়িক তার জন্য জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে বাড়ি নির্মাণ করা হবে।" হাদীসটি সহীহ। (মুনযিরী, আত-তারগীব ১/৭৭; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/১৩২।)

১৯. 'গীবত' বা পরনিন্দা : কোনো মানুষের অনুপস্থিতিতে তার কোনো সত্যিকারের দোষক্রুটি বলাই ইসলামের পরিভাষায় গীবত। যেমন, – একজন মানুষ বেটে, রগচটা, অহঙ্কারী, তোতলা, বিলাসী, অল্প শিক্ষিত, জামাত কাযা করে, ধুমপান করে, স্ত্রী পর্দা করে না, মদখোর, ঘুষখোর, জালিম ... দীনের অমুক কাজে অবহেলা করে, ... ইত্যাদি কোনো দোষ বা দৃষ্টিকটু বিষয় সত্যিই তার মধ্যে রয়েছে। তার অনুপস্থিতিতে তার এই দোষ উল্লেখ করা গীবত ও কঠিন পাপ। পাপী বা অন্যায়কারী ব্যক্তিকে সরাসরি তার পাপ থেকে নিষেধ করা বা উপদেশ দেওয়া ইসলামের দৃষ্টিতে খুবই ভাল কাজ। কিন্তু উক্ত ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার পাপের বা অন্যায়ের কথা অন্যকে বলা কঠিন কবীরা গোনাহ ও হারাম। গীবত শোনাও একইরূপ পাপ। কারো গীবত করা হলে তার প্রতিবাদ করা মুমিনের দায়িত্ব।

মুমিনের পুণ্য বিনষ্ট করার অন্যতম কারণ গীবত। কুরআনে গীবতকে 'মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া'-এর সাথে তুলনা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পাপের ভয়ঙ্কর পরিণতি সম্পর্কে অগণিত হাদীসে উম্মতকে সাবধান করেছেন।

২০. নামীমাহ বা চোগলখুরী : গীবতের আরেকটি পর্যায় 'নামীমাহ', 'চোগলখুরী' অর্থাৎ কানভাঙ্গানো বা কথা লাগান। একজনের কাছে অনুপস্থিত কারো যদি এমন দোষক্রুটির কথা আলোচনা করা হয় যাতে দুই ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্ক নষ্ট হয় তাহলে তাকে আরবীতে 'নামীমাহ'

বলা হয়। এটি গীবতের চেয়েও মারাত্মক অপরাধ ও জঘন্যতম কবীরা গোনাহের একটি। সত্য কথা লাগানোও নামীমাহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : "চোগলখোর বা কানভাঙ্গানিতে লিপ্ত ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" (বুখারী, ৫/২২৫০, মুসলিম, ১/১০১)

মানুষের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনের জন্য মিথ্যা কথা বলা জায়েয, কিন্তু সম্পর্ক নষ্টকারী সত্য কথা জায়েয নয়। এছাড়া এসকল গীবত ও নামীমাহ হতে লিপ্ত মানুষদের সম্পর্কে সতর্ক থাকুন। যদি কেউ আপনার কাছে এসে আপনার কোনো ভাই সম্পর্কে এধরনের কথা বলে তাহলে তাকে থামিয়ে দিন। এই লোকটি চোগলখোর। সে সত্যবাদী হলেও আপনার শত্রু। আপনার হৃদয়ের প্রশান্তি, পবিত্রতা ও আপনার ভাইয়ের সাথে আপনার সম্পর্ক নষ্ট করতে চায়। আল্লাহ্ আমাদেরকে চোগলখোরী ও চোগলখোর থেকে হেফাযত করুন। আমীন।

২১. ধৈর্য্যধারন : কুরআন কারীমে এরশাদ করা হয়েছে : 'আমি তোমাদেরকে ভয়, ক্ষুধা এবং ধনসম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা অবশ্য পরীক্ষা করব। আর আপনি শুভ সংবাদ প্রদান করুন ধৈর্যশীলদেরকে, যারা তাদের উপর বিপদ আপতিত হলে বলে, 'আমরা তো আল্লাহরই এবং নিশ্চিতভাবে তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী।' (সূরা বাকারা, ১৫৫-১৫৬) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "ধৈর্য ও উদারতাই সর্বোত্তম ঈমান।" হাদীসটি সহীহ। (আলবানী, সিলসিলাতুস সাহীহাহ ৩/৪৮২, নং ১৪৯৫)

২২. ক্রোধ নিয়ন্ত্রন ও ক্ষমা করা : ক্রোধের সময় ধৈর্য ধারণ করা ঈমানের অন্যতম দিক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : "যে অপরকে মল্লযুদ্ধে পরাজিত করতে পারে সেই প্রকৃত বীর নয়, প্রকৃত বীর যে ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রিত রাখতে পারে।" (বুখারী, আস-সহীহ ৫/২২৬৭; মুসলিম, আস-সহীহ ৪/২০১৪) আবূ দারদা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলেন, আমাকে এমন একটি কর্ম শিখিয়ে দিন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। তিনি বলেন- "তুমি ক্রোধান্বিত হবে না তাহলেই জান্নাত তোমার প্রাপ্য হবে।" (হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৮/৭০)

ক্রোধ সম্বরণ করা ও ক্রোধের সময় আত্মনিয়ন্ত্রণ করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন, তন্মধ্যে রয়েছে, ক্রোধান্বিত হলে 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম' পাঠ করা, আল্লাহর ক্রোধের কথা স্মরণ করা, উত্তেজিত অবস্থায় কথা না বলে চুপ করে থাকা, মুখে-মাথায় ঠাণ্ডা পানি ব্যবহার করা, ওজু করা, দাঁড়িয়ে বা

বসে থাকলে শয়ন করা ইত্যাদি। ক্রোধের সময় আত্মনিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি যার কারণে ক্রোধের উদ্রেক হয়েছে বা যে কষ্ট দিয়েছে তাকে ক্ষমা করতে ও তার সাথে উত্তম আচরণ করতে বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কুরআন ও হাদীসে। বিশেষত যাকে শাস্তি দেওয়া সম্ভব সেইরূপ ব্যক্তিকে ক্ষমা করা অতীব প্রয়োজন। আল্লাহ বলেন: "ভাল এবং মন্দ (আচরণ) সমান হতে পারে না। মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা; ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। এই গুণের অধিকারী করা হয় কেবল তাদেরকেই যারা ধৈর্যশীল। এই গুণের অধিকারী করা হয় কেবল তাদেরকেই যারা মহা ভাগ্যবান।" (সূরা হা মীম সাজদা, ৩৩-৩৫ আয়াত)

প্রকৃত মুমিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে যেয়ে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, "তারা কবীরা গোনাহ সমূহ ও অশ্লীল কর্ম বর্জন করে এবং যখন তারা ক্রোধান্বিত হয় তখন তারা ক্ষমা করে।" (সূরা শূরা, ৩৭ আয়াত) অন্যত্র জান্নাতী মুমিনদের পরিচয়ে বলা হয়েছে : "তারা ক্রোধ সম্বরণ ও নিয়ন্ত্রণ করে এবং মানুষদেরকে ক্ষমা করে।" (সূরা আল-ইমরান, ১৩ আয়াত)

২৩. অহংকার : অন্যদের থেকে নিজেকে কোনো দিক থেকে ভালো, বড় বা উত্তম মনে করা, অথবা কাউকে কোনোভাবে নিজের চেয়ে অনুত্তম, খারাপ, ছোট বা হেট মনে করাই অহংকার। অহংকার করা মানে আল্লাহর অধিকারে হস্তক্ষেপ করা। মহান আল্লাহ বলেছেন : মানুষের দিক থেকে অবজ্ঞাভরে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কথা বলোনা আর পৃথিবীর বুকে দম্ভভরে চলা ফেরা করো না। আল্লাহ কোনো অহংকারী দাম্ভিককে পছন্দ করেন না। (সূরা লুকমান : ১৮ আয়াত) অহংকার নেক আমলকে বিনষ্ট করে দেয়। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যার অন্তরে অনু পরিমাণ অহংকার আছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (মুসলিম, ১/৯৩, নং ৯১)

২৪. বিনয়-নম্রতা-কোমলতা : আল্লাহপাক বলেছেন : 'যারা তোমার আনুগত্য করে, সেসব মুমিনের প্রতি বিনয়ী হও।' (সূরা শু'আরা : ২১৫ আয়াত) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'হে আয়েশা! নিশ্চয়ই আল্লাহ বিনয়ী, বিনয়তাকে ভালোবাসেন। তিনি বিনয়তার ক্ষেত্রে যা প্রদান করেন, কঠোরতা ও তা ব্যতীত অন্য কিছুতে প্রদান করেন না।' (বুখারী, হাদীস নং-৬৯২৭) আল্লাহপাক বলেন : 'হে নবী! নম্রতা ও মার্জনার নীতি অনুসরণ করো।' (সূরা আরাফ, ১৯৯) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : 'আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বিনয় ও নম্রতার নীতি অবলম্বন করে, আল্লাহ তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।' (মুসলিম)

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, কোন এক বেদুঈন মসজিদে পেশাব করে ফেলে। যার ফলে লোকজন তাকে প্রহার করার জন্য তার দিকে

অগ্রসর হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বলেন : তাকে ছেড়ে দাও এবং তার পেশাবে পূর্ণ এক বালতি পানি ঢেলে দাও। বস্তুত: তোমাদেরকে নমনীয়তা প্রদর্শনকারী হিসেবে পাঠানো হয়েছে, কঠোরতা অবলম্বনকারী হিসেবে নয়। (বুখারী, হাদীস নং-৬১২৮) আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন: তোমরা (মানুষের প্রতি) সহজতর হও এবং কঠিন হয়ো না। আর মানুষদেরকে শান্ত কর এবং তাড়িয়ে দিও না। (মুসলিম, হাদীস নং - ১৭৩৪) হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা সহজ রীতি-নীতি ও আচরণ পদ্ধতি অবলম্বন করো। কঠোর রীতি-নীতি অবলম্বন করো না। (লোকদেরকে) সুসংবাদ শোনাতে থাকো এবং পরস্পর ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করো না। (বুখারী ও মুসলিম)

২৫. কৃতজ্ঞতা-শোকরগোজারী, সন্তুষ্টি ও অল্পে তুষ্টি : আল্লাহ বলেন : "যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর তবে আমি আরো বাড়িয়ে দেব। আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও তবে আমার শাস্তি বড় কঠিন।" (সূরা ইবরাহীম, ৭ আয়াত) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "সম্পদে, শক্তিতে বা রিয্কে তোমাদের চেয়ে উত্তম কারো দিকে যখন তোমাদের কারো দৃষ্টি পড়বে, তখন যেন সে তার চেয়ে খারাপ অবস্থায় যারা আছে তাদের দিকেও দৃষ্টি করে। তাকে আল্লাহ্ যে নিয়ামত দিয়েছেন তার প্রতি অবজ্ঞা ও অবমূল্যায়ন থেকে আত্মরক্ষার উপায় এটি। (বুখারী, আস-সহীহ ৫/২৩৮০; মুসলিম, আস-সহীহ ৪/২২৭৫; তিরমিযী, আস-সুনান ৪/২৪৫।)

অতি সামান্য নেয়ামতেরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অভ্যাস তৈরি করতে হবে। সামান্যতম আনন্দ, তৃপ্তি, ভাললাগা, চারিপার্শের কারো সামান্যতম সুন্দর আচরণ সব কিছুর জন্য হৃদয়ভরে আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে। ছোট্ট নেয়ামতকে বড় করে অনুভব করলে আল্লাহ্ আরো বড় নেয়ামত প্রদান করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি অল্পের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে বেশিরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। (আহমদ, আল-মুসনাদ ৪/২৭৮; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৫/২১৭)

২৬. নিয়ামতের কথা অন্যদেরকে বলা : জীবনের সকল আনন্দ, সুখ, খুশি, লাভ, পুরস্কার ইত্যাদি সকল নিয়ামতের কথা প্রসঙ্গ ও সুযোগ পেলে অন্যদেরকে বলতে হবে। আমরা সাধারণত সুখের বা আনন্দের কথার চেয়ে দু:খের কথা বলতে বেশি আগ্রহী। আমাদেরকে এর বিপরীত বলার অভ্যাস আয়ত্ব করতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম বলেন ; "আল্লাহ্‌র নিয়ামতের কথা বলা কৃতজ্ঞতা এবং তা না বলা অকৃতজ্ঞতা।" (আহমদ, আল-মুসনাদ ৪/২৭৮; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৫/২১৭)

২৭. মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা : আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতার দাবি, বান্দার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। যদি কোনো ব্যক্তি আমাদের প্রতি সামান্যতম সহযোগিতা করেন তবে আমাদের দায়িত্ব, তার প্রতি পরিপূর্ণ আন্তরিকতার সাথে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। সম্ভব হলে তাকে প্রতিদান দেওয়া। না হলে তার জন্য দু'আ করা এবং তার উপকারের কথা অকপটে সকলের কাছে স্বীকার করা ও বলা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে আল্লাহর প্রতিও অকৃতজ্ঞ।" (তিরমিযী, ৪/৩৩৯) অন্য হাদীসে বলেন : "যদি তোমাদের কাউকে কেউ কোনোভাবে উপকার করে তবে তোমরা তার প্রতিদান দেবে। যদি তোমরা প্রতিদান দিতে না পার তবে তার জন্য বেশি বেশি দোয়া করবে যাতে অনুভব করতে পার যে, তোমরা তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পেরেছ।" (আবু দাউদ, ২/১২৮, ৩২৮; আলবানী, 'সহীহুত তারগীব ২/১০৩১)

২৮. মুমিন কখনোই হতাশ হয় না : যত কঠিন বিপদ বা সমস্যাই আসুক না কেন, মুমিনের হৃদয়ে অবিচল আস্থা থাকে যে, তার করুণাময় দয়াময় প্রতিপালক তাকে অবশ্যই সাহায্য করবেন এবং তার জন্য যা কল্যাণকর তারই ব্যবস্থা করবেন। আল্লাহ্‌র রহমতের প্রতি অবিচল আস্থার সামান্যতম ঘাটতি ঈমানেরই ঘাটতি। আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হওয়া, হতাশ বা অবসাদে আক্রান্ত হওয়া অবিশ্বাসেরই নামান্তর। কুরআন কারীমে ইরশাদ করা হয়েছে : "একমাত্র কাফির সম্প্রদায় ছাড়া কেউই আল্লাহ্‌র দয়া থেকে নিরাশ হয় না।" (সূরা ইউসূফ, ৮৭ আয়াত)

সম্ভাব্য বিপদের ক্ষেত্রে তো নয়ই, প্রকৃত বিপদের ক্ষেত্রেও মুমিন কখনোই হতাশ হন না। কারণ মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন : "নিশ্চয় কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে। নিশ্চয় কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে।" (সূরা আলামনাশরাহ, ৫-৬ আয়াত) এজন্য মুমিন বিপদ বা অসুবিধার মধ্যে নিপতিত হলে এই ভেবে খুশি হন যে, এই কষ্ট মূলত আগত স্বস্তিরই পূর্বাভাস মাত্র। মহান আল্লাহ্ আমাদের অন্তরগুলি তাঁর রহমতের আশায় ভরে দিন এবং সকল হতাশা ও নৈরাশ্য থেকে মুক্ত রাখুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : "আল্লাহ্‌র প্রতি সুধারণা পোষণ করা আল্লাহ্‌র সর্বোত্তম ইবাদতের অন্যতম।" (আবু দাউদ, আস-সুনান ৪/২৯৮; ইবনু হিব্বান, ২/৩৯৯)

২৯. আত্মপর্যালোচনা : মুমিনের দায়িত্ব প্রতিনিয়ত নিজের কর্ম বিশেষ করে হৃদয়ের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা ও প্রতিদিন নিজের কর্ম, পর্যালোচনা করা। মহান আল্লাহ্ বলেছেন : "হে মুমিনগণ, আল্লাহকে ভয়

কর, আর প্রত্যেক মানুষের দায়িত্ব যে, আগামীকালের জন্য কী অগ্রীম পাঠালো তা অবলোকন-পর্যবেক্ষণ করা।" (সূরা হাশর, ১৮ আয়াত) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন , "বুদ্ধিমান তো সেই ব্যক্তি যে নিজেই নিজের বিচার করে- হিসাব নেয় এবং মৃত্যুর পরের জন্য কর্ম করে। আর অক্ষম তো সেই ব্যক্তি যে নিজের প্রবৃত্তির ইচ্ছামত চলে আর আল্লাহ্‌র উপর অবাস্তব কামনা চাপাতে থাকে।" (তিরমিযী, আস-সুনান ৪/৬৩৮)

নিজের মনের অবস্থা ও কর্মের প্রতি নিজের এই পর্যবেক্ষণ সার্বক্ষণিক হওয়া দরকার। বিশেষ করে যখনই একটু অবসর থাকবে তখন অন্য মানুষের বা সমাজের বিষয়ে অলস চিন্তা না করে নিজের কর্মের ও নিজের প্রতি আল্লাহ্‌র রহমতের চিন্তা ও পর্যালোচনা করে শুকরিয়া, দু'আ ও ইসতিগফার করা প্রয়োজন। এছাড়াও সম্ভব হলে প্রতিদিন অন্তত ৫/১০ মিনিট নির্ধারিত রাখবেন নিজের বিচার নিজে করার জন্য। তাহাজ্জুদের পরে, নইলে ইশার পরে, নইলে ঘুমানোর পূর্বে অথবা ফজরের পরে এভাবে কিছু সময় গত এক দিনের কর্ম পর্যালোচনা করবেন। এ সময়ে পার্থিব জীবনের অস্থায়ীত্ব, গত দিনের কর্ম ও হৃদয়ের অবস্থা পর্যালোচনা করতে হবে।

৩০. অনেক ইবাদতকে একত্রিতকরণ :

যাঁরা তাঁদের সময়কে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে জানেন, তাঁরাই জানেন কিভাবে একটি সুযোগকে কাজে লাগিয়ে অনেক ইবাদতকে একত্রিত করা যায়। এখানে কিছু উদাহরণ দেয়া হ'ল :

 আপনি যখন মসজিদে নামাজ আদায় করতে বা হালাল রুজির উদ্দেশ্যে কর্মক্ষেত্রে পায়ে হেটে বা যানবাহনে চড়ে যান, তখন এই কাজটিই স্বয়ং একটি ইবাদত। এই সময়টাকে আল্লাহ্‌র যিকর, কুরআন তিলাওয়াত, সাথীদের ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। এতে একটি সুযোগকে কাজে লাগিয়ে অনেক ইবাদতকে একত্রিত করা হবে।

 আপনি যখন কোনো ওয়ালীমা (বৌভাত) বা মুসলিমের দাওয়াতে যান যেখানে কোনো শরীয়তবিরোধী কাজ হয় না, তখন এটিই একটি ইবাদাত। আর ঐ সময়েই আপনি মানুষকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করতে পারেন এবং আল্লাহ্‌র যিকর করতে পারেন।

 একজন মহিলার জন্য ঘরে অবস্থান করা, রান্নাবান্নাসহ কাজকর্ম করা, একটি ইবাদাত, যখন সে এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্য কামনা করে। ঐ সময়েই যে তার সময়কে আল্লাহ্‌র যিকর, ওয়াজ শোনা, ইসলামী বই পড়া ইত্যাদির মাধ্যমে অনেক ইবাদাতকে একত্রিত করতে পারে।

 ইবনে উমার (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : যখন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এক বৈঠকে ছিলাম, আমরা গণনা করে দেখেছি তিনি এক শতবার বলেন, 'রাব্বিগ ফিরলী ওয়াতুবু 'আলাইয়্যা ইন্নাকা আনতাত তাওয়াবুর রাহীম।' অর্থ– হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমি আপনার নিকট ফিরে আসছি। নিশ্চয়ই আপনি সবচেয়ে ক্ষমাশীল এবং সবচেয়ে দয়াময়। (আবু দাউদ হা/১৫১৬, আত তিরমিযী হা/৩৪৩৪)

চিন্তা করে দেখুন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিভাবে একটি সুযোগকে কাজে লাগিয়ে দু'টি ইবাদাত করেন : (১) আল্লাহ্‌র স্মরণ ও তার ক্ষমা প্রার্থনা। (২) সাহাবীদের সাথে বসা এবং তাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দেয়া।

 সিয়ামরত অবস্থায় কোনো জানাযায় শরীক হওয়া, দরিদ্রকে খাদ্য প্রদান করা ও অসুস্থকে দেখতে যাওয়া– এ কর্মগুলো যদি কোনো মানুষের মধ্যে একত্রিত হয়, তাহলে সে ব্যক্তি অবশ্যই জান্নাতী হবে বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুসংবাদ দিয়েছেন। (মুসলিম, ২/৭১৩, নং ১০২৮)।

৩১. পোশাক, পর্দা ও চোখের হেফাজত :

৩১.১. সুন্নাতসম্মত পোশাক : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর যুগের পুরুষগণ ইযার বা সেলাই-বিহীন খোলা লুঙ্গি, রিদা বা গায়ের চাদর, কামীস বা আজানু লম্বিত জামা, পাজামা, জোব্বা, টুপি, পাগড়ি, মাথার চাদর বা রুমাল ইত্যাদি পরিধান করতেন।

বিভিন্ন হাদীসের আলোকে আমরা জানতে পারি যে, মহিলা সাহাবীগণ নিম্নাঙ্গের জন্য ইযার অথবা পাজামা পরিধান করতেন। ঊর্ধ্বাঙ্গের জন্য তাদের মূল পোশাক ছিল 'দির'য়' বা জামা। পুরুষের 'পিরহানের' ন্যায় গলা থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত লম্বা ও লম্বা হাতাওয়ালা কামীস বা ম্যাক্সিকে আরবীতে 'দির'য়' বলা হয়। এছাড়া তাঁরা 'রিদা' বা চাদরও ব্যবহার করতেন। মাথার জন্য তাঁরা খিমার বা বড় ওড়না ব্যবহার করতেন। মুখের জন্য তাঁরা নিকাব ব্যবহার করতেন। বহির্গমনের জন্য জিলবাব (মাথা থেকে পা পর্যন্ত পুরো শরীর আবৃতকারী চাদর) ব্যবহার করতেন। বোরকার প্রচলনও তাঁদের মধ্যে ছিল। তাঁরা হাত মোজা এবং পা-মোজাও পরিধান করতেন।

৩১.২. পুরুষের পোশাকের নিম্ন প্রান্ত টাখনুর উপরে রাখা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুরুষের পোশাকের নিম্নপ্রান্ত পায়ের গোড়ালী থেকে কিছু উপরে রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং ভূলুণ্ঠিত করে পাজামা, লুঙ্গি, জামা বা কোনো পোশাক পরিধান করতে নিষেধ

করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর লুঙ্গি বা জামা সর্বদা "ঠাখনু"-র উপরে থাকত। সাধারণত তাঁর পোশাকের নিম্নপ্রান্ত হাঁটু ও গোড়ালীর মাঝামাঝি বা "নিসফ সাক" পর্যন্ত থাকত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "মুসলিমের ইযার তার পায়ের নলার মাঝামাঝি (নিসফ সাক) পর্যন্ত থাকবে। সেখান থেকে টাখনু পর্যন্ত (নামালে) কোনো অপরাধ হবে না। টাখনুর নিচে যা থাকবে তা জাহান্নামে থাকবে। যে ব্যক্তি অহংকার করে তার ইযার টেনে নিয়ে চলবে আল্লাহ্ তার দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না।" হাদীসটি সহীহ। (আবু দাউদ ৪/৫৯)

৩১.৩. পোশাকের শালীনতা : ইসলাম নারী পুরুষ উভয়কেই শালীন পোশাক পরতে নির্দেশ দেয়। আমরা জানি যে, প্রকৃতিগতভাবেই নারী পুরুষের চেয়ে কিছুটা দুর্বল। অপর দিকে আগ্রাসী মনোভাব পুরুষের মধ্যে বেশি। এজন্য নারীর ও সমাজের পবিত্রতা রক্ষার জন্য ইসলামে নারীর পোশাকের পরিধি বৃদ্ধি করা হয়েছে। পুরুষদের জন্য ফরয বা অত্যাবশকীয় যে তারা নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত শরীর ঢেকে রাখবেন, বাকী অংশ ঢেকে রাখা সামজিকতা ও শালীনতার অংশ, ফরয নয়। অপরদিকে মহিলাদের জন্য আল্লাহ্ পুরো শরীর আবৃত করা ফরয করেছেন। কুরআন কারীমে আল্লাহ বলেছেন : "হে নবী, আপনি আপনার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও মুমিনদের নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের জিলবাবের (চাদরের) কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়, এতে তাদেরকে চেনা সহজতর হবে, ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়।" (সূরা আহযাব : ৫৯ আয়াত)

দেহের সাধারণ পোশাক-জামা, পাজামা, ওড়না ইত্যাদির-উপরে যে বড় চাদর বা চাদর জাতীয় পোশাক (বোরকা) দিয়ে পুরো দেহ আবৃত করা হয় তাকে জিলবাব বলা হয়। এখানে আল্লাহ্ মুমিন নারীদেরকে নির্দেশ দিলেন বাইরে বের হওয়ার জন্য সাধারণ পোশাকের উপরে জিলবাব পরিধান করতে এবং জিলবাবের কিছু অংশ মুখের বা দেহের সামনে টেনে নিতে। এতে পর্দানশিন ও শালীন নারীকে অন্যদের থেকে পৃথক করে চেনা যায় এবং স্বভাবতই এরূপ শালীন নারীদের সাথে সকলেই সম্ভ্রমপূর্ণ আচরণ করেন।

৩১.৪. দৃষ্টি সংযত ও লজ্জাস্থানের হেফাজত করা, সৌন্দর্য-অলঙ্কার প্রদর্শণ ও সজোরে পদক্ষেপ না করা : কুরআন কারীমে আল্লাহ বলেছেন : "মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং লজ্জাস্থানের হিফাজত করে, এই তাদের জন্য অধিকতর পবিত্র। তারা যা করে আল্লাহ সে বিষয়ে অবহিত। এবং মুমিন নারীদেরকে বলুন, তারা

যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। তারা যেন (স্বাভাবতই) যা প্রকাশিত তা ব্যতীত তাদের সৌন্দর্য-অলঙ্কার প্রদর্শন না করে। তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন তারা মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে। তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুস্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, আপন নারীগণ, তাদের মালিকানাধীণ দাসী, পুরুষদের মধ্যে যৌন-কামনা রহিত পুরুষ এবং নারীদিগের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত অন্য কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য-অলঙ্কার প্রকাশ না করে। তারা যেন তাদের গোপন অলঙ্কার প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে। হে মুমিনগণ, তোমরা সকলে আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারবে। (সূরা নূর : ৩০-৩১ আয়াত)

ইমাম ইবনুল কাইয়্যুম (রাহ:) বলেন, হারাম থেকে চক্ষু অবনত রাখার উপকারিতা হলো : ১. আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালন করা হয়। ২. শয়তানের বিষাক্ত তীরের আঘাত কলবে পৌঁছাতে পারে না। ৩. কলব শক্তিশালী ও প্রফুল্ল হয়। ৪. কলবে আল্লাহ্‌র প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করে। ৫. কলবে নূর পয়দা হয়। ৬. সঠিক ফারাসাত সৃষ্টি হয়। ৭. শয়তানের পথ বন্ধ হয়।

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'দৃষ্টি হলো শয়তানের তীরসমূহের একটি। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ভয়ে নিজেদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে, আল্লাহ্ তার অন্তরে এমন ঈমানের জ্যোতি সৃষ্টি করে দেন যে, সে তার মজা উপভোগ করে থাকে।" (আত-তাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর, খ. ১০, পৃ. ১৭৩, হাদীস : ১০,৩৬২)

৩১.৫. বেপর্দা মহিলারা জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "দুশ্রেণীর জাহান্নামীকে আমি দেখিনি। (অর্থাৎ পরবর্তী সময়ে সমাজে এদের দেখা যাবে।) এক শ্রেণী ঐ সকল পুরুষ যারা সমাজে দাপট দেখিয়ে চলে, তাদের হাতে থাকে বাঁকানো লাঠি বা আঘাত করার মত হাতিয়ার, যা দিয়ে তারা মানুষদেরকে মারধোর করে বা কষ্ট দেয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর দোজখবাসী ঐ সকল নারী যারা পোশাক পরিহিতা হয়েও উলঙ্গ, যারা পথচ্যুত এবং অন্যদেরকে পথচ্যুত করবে, এদের মাথা হবে উটের পিঠের মত ঢং করে বাঁকানো, এরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, এমনকি জান্নাতের সুগন্ধও তারা পাবে না, যদিও জান্নাতের সুগন্ধ অনেক অনেক দূর থেকেও পাওয়া যাবে।" (মুসলিম ৩/১৬৮০, ৪/২১৯২)

৩১.৬. কোমল কণ্ঠে কথা না বলা : অন্য আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে : "হে নবী পত্নিগণ, তোমরা অন্য নারীদের মত নও। যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর, তবে পর-পুরুষের সাথে কোমল-কণ্ঠে এমনভাবে কথা

বলবে না, যাতে অন্তরে যার ব্যাধি আছে সে প্রলুব্ধ হয় এবং তোমরা ন্যায়সঙ্গত (স্বাভাবিক) কথা বলবে। এবং তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে, প্রাচীণ জাহিলী যুগের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না। তোমরা সালাত কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে।" (সূরা আহযাব ৩২-৩৩ আয়াত)

৩২. দৈহিক সাজসজ্জা :

৩২.১. দাড়ি বড় করা : দাড়ি পুরুষের জন্য বিশেষ সৌন্দর্য ও পৌরুষ প্রকাশক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে বড় দাড়ি রাখতেন, উম্মাতকে বড় দাড়ি রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং দাড়ি ছোট করতে এবং মুণ্ডন করতে নিষেধ করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমরা মুশরিকদের বিরোধিতা কর, গোঁফগুলি ছেটে ফেল বা ছোট কর এবং দাড়িগুলি বড় কর (অন্য বর্ণনায় : তিনি গোঁফ ছাটতে এবং দাড়ি ছাটা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন।) (বুখারী, আস-সহীহ ৫/২২০৯; মুসলিম, আস-সহীহ ১/২২২)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "দশটি কর্ম 'ফিতরাত' বা মানবীয় প্রকৃতি নির্দেশিত কর্ম : (১) গোঁফ কর্তন করা, (২) দাড়ি বড় করা, (৩) মিসওয়াক (দাঁত ও মুখ পরিষ্কার) করা, (৪) নাকের মধ্যে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করা, (৫) নখ কর্তন করা, (৬) দেহের অঙ্গসন্ধিগুলি ধৌত করা, (৭) বগলের নিচের চুল পরিষ্কার করা, (৮) নাভির নিচের চুল মুণ্ডন করা, (৯) পানি ব্যবহার করে সৌচকার্য করা। এবং (১০) কুলি করা।"(মুসলিম, ১/২২৩)

ইমাম তাবারী তার সনদে উদ্ধৃত করেছেন যে, পারস্যের সম্রাট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট দুজন দূত প্রেরণ করেন : "উক্ত দূতদ্বয়ের দাড়ি মুণ্ডিত ছিল ও গোঁফ বড় ছিল। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট প্রবেশ করলে তিনি তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে অপছন্দ করেন। এরপর তিনি তাদের দিকে তাকিয়ে বলেন, তোমাদেরকে এরূপ করতে কে নির্দেশ দিয়েছে? তারা বলে, আমাদের প্রভু অর্থাৎ সম্রাট। তিনি বলেন, কিন্তু আমার প্রভু আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন আমার দাড়ি বড় করতে এবং গোঁফ কাটতে।" (তাবারী, তারীখুল উমামি ওয়াল মুলূক ২/১৩৩)

৩২.২. গোঁফ, বগল ও নাভির নীচের পশম, নখ ইত্যাদি কাটা :

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোঁফ ছাটতে, কাটতে বা ছোট করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এ বিষয়ক একটি হাদীসে ইবনু আব্বাস

(রা:) বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর গোঁফ কাটতেন বা গোঁফ থেকে কিছু গ্রহণ করতেন।" তিরমিযী হাদীসটিকে 'হাসান' বলেছেন। (তিরমিযী, ৫/৯৩; মুবারাকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযী ৮/৩৪)

গোঁফ, নখ ইত্যাদি কর্তনের সময়সীমা ও দিন তারিখ সম্পর্কে কিছু নির্দেশনা হাদীসে পাওয়া যায়। এক হাদীসে আনাস ইবনু মালিক (রা:) বলেন, "গোঁফ কর্তন করা, নখ কাটা, বগল পরিষ্কার করা ও নাভির নিম্নের চুল মুণ্ডন করার বিষয়ে আমাদের জন্য সময় নির্ধারণ করা হয়েছিল যে, আমরা এগুলি ৪০ (চল্লিশ) দিনের বেশি পরিত্যাগ করব না।" (মুসলিম, ১/২২২)

আবূ হুরাইরা (রা:)-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুক্রবার সালাতুল জুমু'আর জন্য বের হওয়ার আগে নিজ নখ কাটতেন এবং নিজ গোঁফ ছাটতেন।" হাদীসটির সনদ দুর্বল। (বাইহাকী, আস-সুনানু কুবরা ৩/২৪৪; শুআবুল ঈমান ৩/২৪; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ২/১৭০-১৭১; আলবানী, যায়ীফাহ ৩/২৩৯-২৪০)

৩২.৩. চুল ও চুলের যত্ন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে সর্বদা লম্বা চুল রাখতেন। বিভিন্ন সহীহ হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, তাঁর চুলগুলি কখনো কানের মাঝামাঝি, কখনো কানের লতি পর্যন্ত এবং কখনো তাঁর দুই কাঁধ পর্যন্ত লম্বা থাকতো। (তিরমিযী, আশ-শামাইল আল-মুহাম্মাদিয়্যাহ, পৃ. ৪৭-৫০; আবূ দাউদ, আস-সুনান ৪/৮১; আলবানী, মুখতাসারুশ শামাইল, পৃ. ৩৪-৩৬) হজ্জ বা উমরা ছাড়া তিনি কখনো মাথার চুল মুণ্ডন করেছেন বলে জানা যায় না। (ইবনুল কাইয়েম, যাদুল মা'আদ ১/১৬৭; শামী, সীরাহ শামিয়্যাহ ৭/৩৪৯-৩৫০)

ইবনু আব্বাস (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "মহিলাদের উপর মাথা মুণ্ডনের দায়িত্ব নেই; তাদের দায়িত্ব চুল ছোট করা।" হাদীসটির সনদ সহীহ। (আবূ দাউদ, আস-সুনান ২/২০৩; আলবানী, সহীহুল জামি, ২/৯৫২) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যে মহিলা কৃত্রিম চুল সংযোজন করে, যে মহিলা কৃত্রিম চুল সংযোজন করায়, যে মহিলা উল্কি কাঁটে এবং যে মহিলা উল্কি কাঁটায় তাদেরকে আল্লাহ্ অভিশপ্ত করেছেন।" (বুখারী, ৫/২২১৬; মুসলিম, ৩/১৬৭৬-১৬৭৮)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিয়মিত চুলে তেল ও সুগন্ধি ব্যবহার করতেন এবং চুল আঁচড়াতেন। বিশেষত তিনি বেশি বেশি দাড়ি পরিপাটি করতেন ও আঁচড়াতেন। চুল-দাড়ি আঁচড়ানোর সময় তিনি ডান দিক থেকে শুরু করতে ভালবাসতেন। কখনো তিনি নিজেই নিজের চুল আঁচড়াতেন এবং কখনো তাঁর স্ত্রী তাঁর চুল আঁচড়ে দিতেন। তিনি প্রথম দিকে চুলের সিঁথি না কেটে আঁচড়াতেন। পরে তিনি মাথার মধ্যস্থানে সিঁথি করে চুল আঁচড়াতেন। তিনি

চুলে ও দাড়িতে খেযাব ব্যবহার করেছিলেন কি না সে বিষয়ে সাহাবীগণ থেকে একাধিক মত বর্ণিত হয়েছে। কেউ কেউ তাঁর চুল ও দাড়িতে

মেহেদির লালচে খেযাব দেখেছেন বলে বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর চুল ও দাড়ি অতি সামান্যই সাদা হয়েছিল। এজন্য তিনি খেযাব ব্যবহার করেননি। তবে তিনি চুল ও দাড়িতে তেল ও সুগন্ধি ব্যবহার করতেন, যার ফলে অনেকটা খেযাব লাগানো বলে মনে হতো।

সর্বাবস্থায় তিনি চুল ও দাড়ি সাদা হয়ে গেলে তাতে হলুদ, যাফরান, মেহেদি, কাতাম ইত্যাদি দ্বারা লাল, হলুদ, লালচে হলুদ, নীলচে হলুদ, কালচে লাল বা কালচে হলুদ খেযাব ব্যবহার করতে উৎসাহ দিয়েছেন এবং পরিপূর্ণ কাল খেযাব বা কলপ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী, আস-সহীহ ৫/২২০০; আবু দাউদ, আস-সুনান ৪/৮২-৮৩; তিরমিযী, আস-সুনান ৪/২৩২; আশ-শামাইল, পৃ. ৪৭-৬২; বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা ৭/৩১০-৩১১; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৫/১৫৯-১৬২; ইবনুল কাইয়িম, যাদুল মা'আদ ১/১৬৭-১৭১; শামী, মুহাম্মাদ ইবনু ইউসূফ, সীরাহ শামিয়্যাহ ৭/৩৪৮-৩৫১)

৩২.৪. সুগন্ধি ব্যবহার : নারী-পুরুষ উভয়ে বাড়িতে তাদের দাম্পত্য সাথীর জন্য সর্বোত্তম সাজগোজ ও সুগন্ধি ব্যবহার করবেন। এরূপ সাজগোজ ও সুগন্ধি ব্যবহার ইসলামের দৃষ্টিতে ইবাদত বলে গণ্য। 'আজীবনের সঙ্গী' অথবা 'সবসময় দেখছে' বলে পরিবারের সদস্যদের সামনে একেবারে অগোছালো থাকা ইসলামী শিক্ষার বিরোধী। তবে বাইরে বের হওয়ার সময় মহিলারা তাদের দেহে বা পোশাকে ছড়িয়ে পড়ার মত সুগন্ধি ব্যবহার করবেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "যদি কোনো মহিলা সুগন্ধি মেখে মানুষের মধ্যে প্রবেশ করে, যে মানুষেরা তার সুগন্ধ অনুভব করে, তবে সেই মহিলা ব্যভিচারিণী।" হাদীসটির সনদ সহীহ। (তিরমিযী, ৫/১০৬; নাসাঈ, ৮/১৫৩; আবু দাউদ, ৪/৭৯; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ২/৪৩০; আলবানী, জিলবাব, পৃ. ১৩৭-১৩৮) এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে সুগন্ধি মেখে গমন করতে নিষেধ করেছেন। মহিলার জন্য বাজার, বিবাহ অনুষ্ঠান, মসজিদ, ওয়ায-মাহফিল, কর্মস্থল বা যে কোনো স্থানে দেহে অথবা পোশাকে সুগন্ধি ব্যবহার করে গমন করা এ হাদীসের আলোকে নিষিদ্ধ ও কঠিন হারাম।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে দু'টি জিনিস অত্যন্ত প্রিয় ছিল। সুগন্ধি ও নারী। তাঁকে সুগন্ধি পেশ করা হলে তিনি তা কখনো ফেরত দিতেন না। যখন তিনি কোথাও আসতেন, তাঁর সুগন্ধির কারণে পূর্বেই বোঝা যেত যে তিনি আসছেন।

মাসনুন নামাজ শিক্ষা

১. সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত সালাত বা নামাজ : ঈমানের পরে মুমিন নর ও নারীর উপরে সবচেয়ে বড় ফরয ইবাদত হলো, পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সালাত সময়মত আদায় করা। আরবী ভাষায় সালাত অর্থ প্রার্থনা। ইসলামের পরিভাষায় সালাত অর্থ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শেখানো নির্ধারিত পদ্ধতিতে রুকু সিজদার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র যিক্‌র ও দোয়া করা। কুরআন ও হাদীসে এর চেয়ে বেশি গুরুত্ব আর কোনো ইবাদতকে দেওয়া হয় নি। কুরআনের প্রায় ৮০ স্থানে আল্লাহ সালাতের নির্দেশ দিয়েছেন। অসংখ্য হাদীসে সালাতের গুরুত্ব বোঝান হয়েছে।

২. ইসলামের দ্বিতীয় রুকন : সালাত বা নামায হলো ইসলামের দ্বিতীয় রুকন। সালাত এমন একটি ফরয ইবাদত যার কোনো বিকল্প নেই। ইসলামে সকল বিধান সহজ করে দেয়া হয়েছে। একজন অসুস্থ মানুষ রোযা কাযা করতে পারেন এবং পরে রাখতে পারেন। একেবারে অক্ষম মানুষ ফিদাইয়া-কাফ্‌ফারা দিতে পারেন। কিন্তু সালাতের ক্ষেত্রে সেই বিধান নেই। সালাতকে অন্যভাবে সহজ করা হয়েছে। তা হলো মুমিন যেভাবে পারেন তা আদায় করবেন। সম্ভব হলে পূর্ণ নিয়মানুসারে, না হলে দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে, দৌড়াতে দৌড়াতে, হাটতে হাটতে, যানবাহনে আরোহণরত অবস্থায়, পোশাক পরিধান করে, উলঙ্গ হয়ে .... যেভাবে সম্ভব মুমিন তাঁর প্রভুর দরবারে হাযিরা দেবেন। কোনো সূরা, কিরাআত বা দোয়া না জানা থাকলে শুধুমাত্র আল্লাহু আকবার বলে বা তাসবীহ-তাহলীল-এর মাধ্যমে সালাত আদায় করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই সময় মত হাযিরা দেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। একজন মুমিনের যতক্ষণ হুশ রয়েছে বা তার হৃদয়ে আল্লাহ্‌র স্মরণ করার ক্ষমতা আছে, ততক্ষণ তার নামায রহিত বা মাফ হবে না। ততক্ষণ তার দায়িত্ব হলো সময় মত সালাত আদায় করা। আল্লাহ্ বলেন : "তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষত মধ্যবর্তী সালাতের, এবং আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে তোমরা বিনীতভাবে দাঁড়াবে। যদি তোমরা আশংকিত থাক তবে পদচারী অথবা আরোহী অবস্থায়, আর যখন নিরাপদ বোধ করবে তখন আল্লাহ্‌র যিক্‌র কর (অর্থাৎ সালাত আদায় কর) যেভাবে তিনি তোমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, যা তোমরা জানতে না।" (সূরা বাকারা : ২৩৮-২৩৯)

৩. সালাতই সকল সফলতার চাবিকাঠি : সালাতকে আমরা দায়িত্ব মনে করি। আসলে সালাত দায়িত্ব নয় সুযোগ। আল্লাহ আমাদের সুযোগ দিয়েছেন, দিনের মধ্যে পাঁচবার তাঁর সাথে কথা বলে, মনের সকল আবেগ তাঁকে জানিয়ে, তাঁর রহমত, বরকত লাভ করে আমরা ধন্য হব। সালাতই সকল সফলতার চাবিকাঠি। আল্লাহ্ বলেন : "মুমিনগণ সফলকাম হয়েছেন, যারা অত্যন্ত বিনয় ও মনোযোগিতার সাথে সালাত আদায় করেন।" (সূরা মুমিনূন : ১-২ আয়াত) "সেই ব্যক্তিই সাফল্য অর্জন করতে পারে, যে নিজেকে পবিত্র করে এবং নিজ প্রভুর নাম স্মরণ করে সালাত আদায় করে।" (সূরা আ'লা : ১৪-২২ আয়াত)

সালাত হলো, মানুষের পরিপূর্ণ মানুষ হওয়ার একমাত্র পথ। সালাতই মানুষকে পরিশীলিত করে এবং মানবতার পূর্ণতার শিখরে তুলে দেয়। সালাতের মাধ্যমে মুমিন আল্লাহ্‌র স্মরণ ও আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করে মানসিক দৃঢ়তা ও ভারসাম্য অর্জন করেন এবং মানবীয় দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারেন। কুরআন কারীমে এরশাদ করা হয়েছে : "নিশ্চয় মানুষ সৃষ্টিগতভাবেই অস্থিরচিত্ত ও ধৈর্য্যহারা। বিপদে পড়লে সে অধৈর্য্য ও হতাশ হয়ে পড়ে। আর কল্যাণ বা সম্পদ লাভ করলে সে কৃপণ হয়ে পড়ে। একমাত্র ব্যতিক্রম সালাত আদায়কারীগণ (তারা এ মানবীয় দুর্বলতার উর্ধ্বে উঠতে পারেন।) যারা সর্বদা (নিয়মিতভাবে) সালাত আদায় করেন।" (সূরা মাআরিজ : ১৯-২০)

সালাত গোনাহ মার্জনার অন্যতম উপায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "যদি তোমাদের কারো বাড়ির দরজায় একটি নদী থাকে, যেখানে সে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে, তবে তার কি ধুলি ময়লা কিছু অবশিষ্ট থাকবে? সাহাবীগণ বলেন, না। তার ধুলি ময়লা কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। তিনি বলেন : পাঁচ ওয়াক্ত সালাতও অনুরূপ। এগুলির মাধ্যমে আল্লাহ্ পাপরাশি ক্ষমা করেন।" (বুখারী, আস-সহীহ ১/১৯৭; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৪৬২)

৪. নামায ত্যাগ করা কুফরী : নামায বা সালাত হলো মুমিন ও কাফিরের মধ্যে মাপকাঠি। সালাত ত্যাগ করলে মানুষ কাফিরদের দলভুক্ত হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "একজন মানুষ ও কুফরী-শিরকের মধ্যে রয়েছে নামায ত্যাগ করা।" (মুসলিম, ১/৮৮) তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি নামায ছেড়ে দিল, সে কাফির হয়ে গেল।" (সহীহ ইবন হিব্বান ৪/৩২৩, নং ১৪৬৩) কুরআন ও হাদীসের শিক্ষার আলোকে একথা নিশ্চিত যে, নামায ছাড়া মুসলিমের অস্তিত্ব কল্পনাতীত। নামায পরিত্যাগকারী কখনোই মুসলিম বলে গণ্য হতে পারেন না। সালাত ত্যাগ

করাকে "কুফরী" গোনাহ্ বলে উল্লেখ করা হয়েছে হাদীসে। এজন্য এক ওয়াক্ত সালাত ত্যাগ করা দিনরাত শূকরের গোশত ভক্ষণ করা, মদপান করা, রক্তপান করা ইত্যাদি সকল ভয়ঙ্কর গোনাহের চেয়েও বেশি গোনাহ। যে ব্যক্তি মনে করেন যে, নামায না পড়লেও ভাল মুসলমান থাকা যায় সে ব্যক্তি সন্দেহাতীতভাবে কাফির; কারণ তিনি নামাযের ফরযিয়্যত মানেন না।

আর যিনি সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করেন যে, নামায ত্যাগ করলে কঠিনতম গোনাহ হয়, এরপরও ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো নামায পরিত্যাগ করেন, তাকে মুসলমান বলে গণ্য করা যাবে কি না সে বিষয়ে ফকীহদের মতভেদ আছে। সাহাবী-তাবেয়ীগণের যুগে এই প্রকারের মানুষকেও কাফির বা অমুসলিম বলে গণ্য করা হত। সহীহ হাদীসে তাবিয়ী আব্দুল্লাহ ইবনু শাকীক বলেন : "মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ সালাত ছাড়া অন্য কোনো কর্ম ত্যাগ করাকে কুফরী মনে করতেন না।" (তিরমিযী, আস-সুনান ৫/৪; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/১৩৭)

চার ইমামের মধ্যে ইমাম আহমদ এ মত পোষণ করেন। এ মতে মুসলিম কোন পাপকে পাপ জেনে পাপে লিপ্ত হলে কাফির বলে গণ্য হবে না। একমাত্র ব্যতিক্রম নামায ত্যাগ করা। যদি কেউ নামায ত্যাগ করাকে কঠিনতম পাপ জেনেও এক ওয়াক্ত ফরয নামায ইচ্ছা পূর্বক ত্যাগ করে তবে সে মুরতাদ বলে গণ্য হবেন। ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফিয়ী প্রমুখ ইমাম বলেন যে, এই দ্বিতীয় ব্যক্তিকে সরাসরি কাফির বলা যাবে না, তবে তাকে নামায ত্যাগের শাস্তি স্বরূপ জেল ও মৃত্যুদণ্ড প্রদান করতে হবে।

ঘুম বা অসুস্থতাজনিত বেহুশির কারণে কখনও যদি নামাজের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায়, তবে যখনই জাগ্রত হবে বা হুশে ফিরবে তখনই তা' আদায় করে নিতে হবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন নামাযের নিষিদ্ধ সময় (সূর্যোদয়, ঠিক দ্বিপ্রহর ও সূর্যাস্ত) না হয়।

৫. ফরয সালাত পরিত্যাগ করার ভয়াবহ পরিণতি : ফরয সালাত কাযা করার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "ইচ্ছাপূর্বক এক ওয়াক্ত ফরয সালাতও পরিত্যাগ করবে না। কারণ যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক এক ওয়াক্ত ফরয সালাত পরিত্যাগ করবে, সে আল্লাহ্‌র যিম্মা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যিম্মা থেকে বহিস্কৃত হবে।" (হাকিম, আলমুসতাদরাক ৪/৪৪; হাইসামী, মাজমাউয যায়াইদ ১/২৯৫; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/১৩৮-১৩৯। হাদীসটি সহীহ)

এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কী হতে পারে? নাম কাটা যাওয়ার পরে তো আর উম্মাত হিসেবে কোনো দাবিই থাকে না। ক্ষমতা বা শাফাআত লাভের আশাও থাকে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন : "কেয়ামতের দিন বান্দাকে সর্বপ্রথম তার সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। সালাত টিকলে তার অন্য সকল আমল টিকে যাবে। আর সালাতই যদি নষ্ট হয় তবে সে নিরাশ ও ধ্বংসগ্রস্ত হবে। যদি তার ফরয থেকে কিছু কম পড়ে তবে আল্লাহ্ বলবেন, দেখ আমার বান্দার কোনো নফল আছে কিনা। তখন তার নফল সালাত দিয়ে ফরযের ক্রটিবিচ্যুতি পূরণ করা হবে। অত:পর তার সকল আমল এরূপ হবে।" (তিরমিযী, আস-সুনান ২/২৬৯; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/৯০)

৬. ওযর ছাড়া জামা'আত ত্যাগ করা যাবে না : সাহাবায়ে কেরাম মসজিদে জামা'আতে সালাতে শরীক না হয়ে ফরয সালাত ঘরে আদায় করাকে স্পষ্ট গোমরাহী বলে জানতেন। এ বিষয়ে বহুসংখ্যক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "যে ব্যক্তি সালাতের আহ্বান (আযান) শুনতে পেল, কিন্তু আহ্বানে সাড়া দিয়ে জামা'আতে এলো না, তার সালাতই হবে না। তবে যদি ওযর থাকে তাহলে ভিন্ন কথা।" (সহীহ ইবনু হিব্বান ৫/৪১৫, ৪৫০, মুসতাদরাক হাকিম ১/৩৭২, ৩৭৩, মাজমাউয যাওয়াইদ ২/৪২, সহীহুত তারগীব ১/২৪০)। অন্য হাদীসে ইরশাদ করা হয়েছে : "যে ব্যক্তি ওযর ছাড়া আযান শুনেও সালাতের জামা'আতে এলো না, সে একা যে সালাত আদায় করল সেই সালাত কবুল হবে না। সাহাবীগণ প্রশ্ন করেন : ওযর কি? তিনি বলেন : ভয় বা অসুস্থতা।" (সুনানে আবূ দাউদ ১/১৫১, নং ৫৫১, মুসতাদরাক হাকিম ১/৩৭৩)

৭. জামা'আত ত্যাগ করা মুনাফিকের খাছলত : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ বলেছেন : "যার ভালো লাগে যে, সে আগামীকাল মুসলমান হিসাবে আল্লাহ্‌র সাথে দেখা করবে, সে যেন এই সালাতগুলিকে যে মসজিদে আযান দেওয়া হয় সেখানে নিয়মিত জামা'আতে আদায় করে। কারণ আল্লাহ্ তোমাদের নবীর জন্য হেদায়েতের সুন্নাত প্রচলন করেছেন। আর এসকল হেদায়েতের সুন্নাতের মধ্যে অন্যতম সালাতগুলিকে মসজিদে জামা'আতে আদায় করা। তোমরা যদি বাড়িতে সালাত পড় তাহলে তোমরা তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাত ছেড়ে দেবে। আর তোমাদের নবীর সুন্নাত ছেড়ে দিলে তোমরা গোমরাহ বা পথভ্রষ্ঠ হয়ে যাবে। ...... আমাদের সময়ে আমরা দেখেছি একমাত্র সুপরিচিত মুনাফিক, যাকে সবাই মুনাফিক বলে চিনত, এরাই শুধু জামা'আতে সালাতে হাজির

হতো না। অসুস্থ মানুষও দু'জন মানুষের কাঁধে ভর দিয়ে এসে জামা'আতে শরীক হয়ে কাতারে দাঁড়িয়ে যেত।" (সহীহ মুসলিম ১/৪৫৩, নং ৬৫৪)

৮. জামা'আতের ফযীলত : জামা'আতে সালাত ত্যাগ করা যেমন ভয়ঙ্কর অপরাধ ও গোনাহের কাজ, তেমনি জামা'আতে সালাত আদায় অপরিমেয় সওয়াব ও বরকতের কাজ। জামা'আতে সালাত আদায় করলে আল্লাহ ২৭ গুণ বেশি সাওয়াব দান করবেন, যারা সর্বদা জামা'আতে সালাত আদায়ের জন্য মসজিদের দিকে মন দিয়ে রাখেন, তাঁদেরকে আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র প্রিয়তম বান্দাদের সাথে আরশের ছায়ায় আশ্রয় দিবেন, জামা'আতের অপেক্ষা করা জিহাদের সমতুল্য, ইত্যাদি বিভিন্ন মর্যাদার কথা হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন ইমামের সাথে প্রথম তাকবীরসহ পরিপূর্ণ সালাত জামা'আতে আদায় করবে, তার জন্য আল্লাহ্ দুটি মুক্তি লিখে দিবেন : (১). জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও (২). মুনাফিকী থেকে মুক্তি।" (তিরমিযী ২/৭, নং ২৪১)

৯. দিনরাত নফল ইবাদতের চাইতে ফরয নামাযগুলো জামা'আতে আদায় করা হাজার গুণ বেশি উত্তম : অনেক যাকির ফজরের সালাত একাকী ঘরে আদায় করেন। এরপর অনেক সময় যিক্র ওযীফা করেন। অথচ সারা দিনরাত নফল যিক্র ওযীফা করার চেয়ে শুধুমাত্র ফরয সালাতগুলি জামা'আতে আদায় করা হাজার গুণ বেশি উত্তম। অন্য নফল যিক্র তো দূরের কথা মুমিনের জীবনের সবচেয়ে বড় যিক্র ও বড় নফল ইবাদত তাহাজ্জুদের চেয়েও জামা'আতে সালাত আদায় করা বেশি ফযীলতের। হযরত উমার (রা:) একদিন সুলাইমান ইবনু আবী হাসমা নামক একজন সাহাবীকে ফজরের জামা'আতে উপস্থিত না দেখে তার বাড়িতে যেয়ে তার আম্মাকে তার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন, রাত জেগে তাহাজ্জুদের সালাত পড়ে সে ক্লান্ত হয়ে যায়। এজন্য ফজরের সালাত ঘরে আদায় করেই ঘুমিয়ে পড়েছে। হযরত উমার (রা:) বলেন : "সারারাত জেগে তাহাজ্জুদ আদায় করার চেয়ে ফজরের সালাত জামা'আতে আদায় করা আমি বেশি ভালবাসি ও ভালো বলে মনে করি।" (মুআত্তা মালিক ১/১৩১)

১০. নিয়মিত জামা'আতে নামায আদায় মুমিনের কারামত : নিয়মিত জামা'আতে সালাত আদায় করতে পারা মুমিনের অন্যতম কারামত। আওলিয়ায়েকেরাম জামা'আতে সালাত আদায়কে বেলায়েতের পরিচয় বলে মনে করেছেন। তাঁরা বার বার বলেছেন : 'যদি কাউকে পানির উপর দিয়ে হেঁটে যেতে বা বাতাসে উড়ে যেতে দেখ, তাহলে তাকে ওলী

ভেব না, কিন্তু যদি কাউকে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ঠিকমতো জামা'আতে আদায় করতে দেখ তাহলে তাঁকে ওলী জানবে।'

১১. সুন্নাত-নফল নিজ বাড়িতে আদায় করা উত্তম : সাধারণভাবে সকল সুন্নাত ও নফল সালাত নিজ বাড়িতে বা নিজের ঘরে আদায় করা উত্তম এবং সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরয সালাতের আগের ও পরের সকল সুন্নাত সালাত ও অন্যান্য সুন্নাত-নফল সালাত ঘরে আদায় করতেন। তিনি এ সকল সালাত ঘরে আদায় করতে উৎসাহ দিয়েছেন। ঘরে আদায় করলে সাওয়াব বেশি হয় বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন : "শুধু ফরয সালাত বাদে সব সালাত নিজ বাড়িতে পড়া সর্বোত্তম।" (সহীহ বুখারী ১/২৫৬, ৫/২২৬৬, ৬/২৬৫৮, নং ৬৯৮, ৫৭৬২, ২৬৫৮, সহীহ মুসলিম ১/৫৩৯, নং ৭৮১)

১২. তাড়াহুড়ো না করা : মুমিনের উচিত আযানের আগেই ওযু করে মসজিদে যেয়ে নামাযের জন্য অপেক্ষা করা। এরূপ অপেক্ষা আল্লাহ্র নিকট অন্যতম জিহাদ ও অত্যন্ত বড় নেককর্ম। জামা'আতে গমন করার সময় তাড়াহুড়ো না করা, ধীরে-সুস্থে যাওয়া, দৃষ্টিকে নামিয়ে রাখা, কণ্ঠকে নীচু রাখা এবং এদিক সেদিক অধিক তাকানো বর্জন করা কর্তব্য। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, সালাতের ইকামত হওয়ার পরেও যদি তোমরা মসজিদে যাও তাহলে মানসিক অস্থিরতা বা দৌড়াদৌড়ি করে মসজিদে যাবে না। শান্তভাবে ও ধীরে ধীরে যাবে। যতটুকু সালাত ইমামের সাথে পাবে তা আদায় করবে, বাকিটা পরে নিজে আদায় করবে। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, ঘর থেকে সালাতের জন্য বাহির হওয়ার সময় থেকেই মুসল্লী সালাতের মধ্যেই থাকেন এবং আল্লাহ্র কাছে তিনি সালাতরত বলে গণ্য হন। যদি কেউ মসজিদে যেয়ে দেখেন যে পুরো জামা'আত শেষ হয়ে গিয়েছে তাহলেও তিনি জামা'আতের সাওয়াব পাবেন।

১৩. আগের কাতারে দাঁড়ানো : মসজিদে প্রবেশ করার পর আগের কাতারে জায়গা থাকা সত্ত্বেও পিছনের কাতারে দাঁড়ানো কঠিনভাবে নিষিদ্ধ ও গোনাহের কাজ। যথাসম্ভব ধীর স্থিরভাবে আগের কাতারে দাঁড়াতে হবে। এতে ইমাম এক রাক'আত শেষ করে ফেললে কোনো ক্ষতি নেই। আমরা মসজিদে রাক'আত গণনা করতে যাই না, সাওয়াব অর্জন করতে যাই। তাড়াহুড়ো করলে, পিছনের কাতারে দাঁড়ালে গোনাহ হবে। আর শান্তভাবে আগের কাতারে দাঁড়ালে সাওয়াব বেশি হবে।

প্রথম কাতারে সালাত আদায়ের জন্য রয়েছে বিশেষ সাওয়াব ও মর্যাদা। ইরবাদ (রা:) বলেন : "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

প্রথম কাতারের জন্য তিনবার করে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন এবং দ্বিতীয় কাতারের জন্য একবার।" (ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ১/৩১৮; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/৩৩৪, ৩৩৭; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১৪/১১৮। হাদীসটি সহীহ) অন্য হাদীসে আবূ উমামা (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : "প্রথম কাতারের জন্য আল্লাহ্ রহমত প্রদান করেন এবং ফিরিশতাগণ দোয়া করেন।" (নাসাঈ, আস-সুনান ২/১৩; ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ১/৩১৮; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/১১৮/। হাদীসটি সহীহ) সামনের কাতারে স্থান রেখে পিছনের কাতারে দাঁড়ালে মুসল্লীকে শাস্তি পেতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : "কিছু মানুষ নিয়মিত কাতারে পিছিয়ে পড়তে থাকবে, শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তাদেরকে জাহান্নামের মধ্যে পিছিয়ে দিবেন।" (আবূ দাউদ, আস-সুনান ১/১৮১; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/১২৩)

১৪. কাতার সোজা করা, কাতারের মাঝে ফাঁকা পূরণ করে ঘেষে ঘেষে দাঁড়ানো : জামাতে সালাতের কাতার সোজা করা, কাতারের মাঝে ফাঁক পূরণ করা, গায়ে গা লাগিয়ে ও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : "তোমরা তোমাদের কাতারগুলি সোজা কর, কাঁধে কাধ মিলিয়ে দাঁড়াও, তোমাদের ভাইদের হাতে নরম হয়ে যাও, ইমামকে মধ্যস্থানে রেখে কাতার দাও এবং কাতারের মাঝে ফাঁক পূরণ কর। কারণ শয়তান মেশ শাবকের ন্যায় তোমাদের মধ্যে প্রবেশ করে। যে ব্যক্তি কাতার মিলিয়ে দেবে বা সংযুক্ত করবে আল্লাহ্ তাকে মিলিয়ে দেবেন। আর যে ব্যক্তি কাতার বিচ্ছিন্ন করবে বা ভাঙ্গবে আল্লাহ্ তাকে ভাঙ্গবেন।" (আবূ দাউদ, আস-সুনান ১/১৮১; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/১২৩)

আনাস (রা:) বলেন, "সালাতের ইকামত হয়ে যাওয়ার পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের দিকে ফিরে বলেন, 'তোমরা তোমাদের কাতারগুলি সোজা কর; কারণ আমি আমার পিছন দিকেও তোমাদেরকে দেখতে পাই।' তখন আমরা একে অপরের কাঁধের সাথে কাঁধ, পায়ের সাথে পা, হাঁটুর সাথে হাঁটু ও টাখনুর সাথে টাখনু লাগিয়ে দাঁড়াতাম।" (বুখারী, আস-সহীহ ১/২৫৪; আবূ দাউদ, আস-সুনান ১/১৭৮) "আল্লাহ্র কসম, তোমরা কাতারগুলি সোজা কর। নইলে আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরের মধ্যে বৈপরীত্য ও বিরোধ সৃষ্টি করে দিবেন।" (আবূ দাউদ, আস-সুনান ১/১৭৮, সহীহুত তারগীব ১/১২৩। হাদীসটি সহীহ)

১৫. নবীজীর মত নামায : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "আমাকে যেভাবে নামায আদায় করতে দেখ, সেভাবে

তোমরা নামায আদায় করবে।" (বুখারী, ১/২১৬, নং ৬০৫) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে নামায আদায় করতেন, এখানে সংক্ষেপে তা আলোচনা করা হয়েছে ও এভাবে নামায আদায় করলে আশা করা যায় যে, আমরা তাঁর অনুসরণে তাঁর মত করে নামায আদায় করতে পারবো।

১৬. শরীর, পোশাক ও স্থানকে পাক-পবিত্র করা : নামায শুরুর আগে শরীর, পোশাক ও স্থান পাক-পবিত্র আছে কিনা প্রথমেই তা নিশ্চিত হতে হবে। প্রয়োজনানুসারে গোসল বা ওযু করে, আর অপারগতার ক্ষেত্রে তায়াম্মুম করে নিই।

১৭. ওযুর নিয়ম :

১. ওযুর পূর্বে 'বিসমিল্লাহ্' বা 'বিসমিল্লা-হির রাহমা-নির রাহীম' বলা সুন্নত। ওযুর আগে মুখে নিয়্যাত পাঠ খেলাফে সুন্নাত। মনে মনে পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহ্র ইবাদত করার নিয়্যাত করে নেই। শুরুতে বিসমিল্লাহ বলার পর ওযু শেষ করার আগে আর কোন প্রকারের মাসনূন যিক্র নেই।

২. দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করি।

৩. ডান হাতে মুখের মধ্যে পানি দিয়ে তিনবার ভালভাবে কুলি করি।

৪. ডান হাত দিয়ে নাকের মধ্যে পানি দিই এবং পানি নাকের মধ্যে টেনে নিয়ে বাম হাতের দ্বারা ভালভাবে নাকের অভ্যন্তর পরিস্কার করি এবং নাক ঝেড়ে ফেলি।

৫. কপালের চুলের গোড়া থেকে থুতনির শেষ প্রান্ত এবং এক কান থেকে অপর কান পর্যন্ত সম্পূর্ণ মুখমণ্ডল ভালভাবে তিনবার ধুয়ে নেই। দাড়ির ভিতরে আঙ্গুল দিয়ে পানি প্রবেশ করিয়ে নাড়াচাড়া করি।

৬. কনুইসহ ডান হাত তিনবার ভালভাবে ধৌত করি। বাম হাতের আঙ্গুল ডান হাতের আঙ্গুলের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে নাড়াচাড়া করি। একই নিয়মে কনুইসহ বাম হাত তিন বার ধুয়ে নেই।

৭. ভিজে হাত দিয়ে সম্পূর্ণ মাথা একবার মুছে নেই। দুহাত দিয়ে মাথার সম্মুখভাগ থেকে মুছতে শুরু করি। একবারে ঘাড় পর্যন্ত মোছার পর আবার হাতদুটো আগের স্থানে ফিরিয়ে আনি। হাতের ভিজে আঙ্গুল দিয়ে কানের ভিতরে ও বাইরে মুছে নেই।

৮. পায়ের গোড়ালির উপরের উঁচু হাড় বা টাখনুসহ ডান পা তিনবার ধুয়ে নেই। পায়ের আঙ্গুলের মধ্যে হাতের আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে নাড়াচাড়া করে আঙ্গুলের ফাঁকে ফাঁকে ভালভাবে পানি যেতে সাহায্য করি। একই নিয়মে বাম পা তিনবার ধুয়ে নেই।

৯. ওযুর পরের যিক্‌র-১ :

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ [وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ] وَأَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ -

উচ্চারণ : আশহাদু আল্ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু [ওয়া'হদাহু লা-শারীকা লাহু] ওয়া আশহাদু আন্না মু'হাম্মাদান 'আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। **অর্থ :** "আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই [তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই] এবং সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা (দাস) ও রাসূল (প্রেরিত বার্তাবাহক)।"

হযরত উমার (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যদি কেউ সুন্দরভাবে এবং পরিপূর্ণভাবে ওযু করে এরপর উক্ত যিক্‌র পাঠ করে তাহলে জান্নাতের আটটি দরজাই তাঁর জন্য খুলে দেওয়া হবে, সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা করবে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।" (সহীহ মুসলিম ১/২০৯, নং ২৩৪)

১০. ওযুর পরের যিক্‌র-২ :

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ -

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাজ্ 'আলনী মিনাত তাওয়া-বীন ওয়াজ্ 'আলনী মিনাল মুতাতাহ্ হিরীন। **অর্থ :** "হে আল্লাহ আপনি আমাকে তাওবাকারীগণের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং যারা গুরুত্ব ও পূর্ণতা সহকারে পবিত্রতা অর্জন করেন আমাকে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করুন।" (সুনানুত তিরমিযী ২/৭৮, নং ৫৫, সহীহুত তারগীব ১/১৬৬)

১১. ওযুর পরের যিক্‌র-৩ :

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُاَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ -

উচ্চারণ : সুব'হা-নাকা আল্লা-হুম্মা, ওয়া বি'হামদিকা, আশহাদু আল্ লা-ইলা-হা-ইল্লা- আনতা, আস্‌তাগ্‌ফিরুকা, ওয়া আতূবু ইলাইকা। **অর্থ :** "আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি হে আল্লাহ্, এবং আপনার প্রশংসা জ্ঞাপন করছি। আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আপনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার নিকট (তাওবা) করছি।"

আবু সাঈদ খুদরী (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যদি কেউ ওযু করার পরে উপরোক্ত দু'আটি বলে, তাহলে

তা একটি পত্রে লিখে তার উপর সীলমোহর অঙ্কিত করে রেখে দেওয়া হবে। কিয়ামতের আগে সেই মোহর ভাঙ্গা হবে না'। হাদীসটির সনদ সহীহ। (নাসাঈ, সুনানুল কুবরা ৬/২৫, তাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর ২/১০০, সহীহুত তারগীব ১/১৬৬-১৬৭)

১২. ওযু সম্পর্কিত কিছু ভুল : (ক) মুখে ওযুর নিয়ত উচ্চারণ করা অর্থহীন ও সুন্নাতের খেলাফ। মনের সংকল্পই যথেষ্ট। (খ) অতিরিক্ত পানি ব্যবহার বা পানির অপচয় না করা। নবীজী এক সেরের চেয়ে কম পানি দিয়ে ওযু করতেন। (গ) ওযুর কোনো স্থান শুকনো রয়েছে কিনা এ ব্যাপারে সতর্ক না হওয়া। (ঘ) ওয়াসওয়াসার জন্য বার বার ওযু করা বা ওযুর সময় তিন বারের বেশি কোনো অঙ্গ ধোয়া।

১৮. গোসলের নিয়ম : বির্যপাত, দাম্পত্য মিলন, মহিলাদের নিয়মিত অপবিত্রতা ও সন্তান প্রসব পরবর্তী অপবিত্রতার জন্য গোসল করা ফরয হয়। গোসল অর্থ সম্পূর্ণ শরীর পরিপূর্ণরূপে ধৌত করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গোসলের পদ্ধতি নিম্নরূপ :

মনে মনে পবিত্রতা অর্জনের জন্য আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুযায়ী গোসলের নিয়্যাত করুন। এরপর বিসমিল্লাহ বলে দুই হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করুন। শরীরের কোন স্থানে নাপাকী লেগে থাকলে বা থাকার অনুভূতি হলে তা ভাল করে ধুয়ে ফেলুন। এরপর মাসনূন পদ্ধতিতে ওযু করুন। ওযুর পরে মাথায়, ডানকাঁধে ও বামকাঁধে পানি ঢালুন ও সমস্ত শরীরে ভালভাবে পানি ঢেলে ধুয়ে ফেলুন।

গোসলের জন্য পৃথক কোন যিক্‌র নেই। ওযুর শুরুতে ও শেষে যেসকল যিক্‌র উল্লেখ করা হয়েছে, গোসলের আগে পরেও সেসকল যিক্‌র পালন করতে হবে। (নাবাবী, আল আযকার, পৃ: ৫৭-৫৮)

১৯. তায়াম্মুমের নিয়ম : পানির অবর্তমানে বা পানি ব্যবহারে ক্ষতি হলে পবিত্রতার জন্য মাটি ব্যবহার করে তায়াম্মুম করতে হয়। যদি মুসল্লির কাছে ওযুর পনি না থাকে বা পানির দাম খুব বেশি হয়, বা পানি সংগ্রহ করতে গেলে বিপদের ভয় থাকে অথবা পানি ব্যবহার করলে রোগাব্যধি হওয়ার বা বৃদ্ধি পাওয়ার নিশ্চিত ভয় থাকে, তাহলে ওযু ও গোসল উভয়ের পরিবর্তে তায়াম্মুম করতে হবে।

সংক্ষেপে তায়াম্মুম করার নিয়ম হল : মনে মনে নিয়ত করে 'বিসমিল্লা-হ' বলে দুই হাত মাটি, পাথর, ধূলা বা মাটি জাতীয় কিছুর উপর রাখতে হবে। এরপর দুই হাত দিয়ে সমস্ত মুখে হাত বুলাতে হবে। দ্বিতীয় বার দুই হাত মাটিতে রেখে এরপর প্রথমে বাম হাত দিয়ে ডান হাত এবং পরে ডান হাত দিয়ে বাম হাত কনুই পর্যন্ত মুছতে হবে।

২০. নামাযের পোশাক

২০.১. ‘সতর’ বলতে বুঝানো হয় শরীরের যে অংশ আবৃত করা ফরয বা অত্যাবশ্যকীয়। ইসলামের নির্দেশনা অনুসারে মুসলিম নর-নারীর জন্য শরীরের বিশেষ কিছু অংশ সদা সর্বদা অন্য মানুষের দৃষ্টি থেকে আবৃত করে রাখা অত্যাবশ্যক। এই অংশগুলি নামাযের মধ্যে আবৃত করে রাখা ফরয। এছাড়া আরো কিছু অংশ আবৃত করা উত্তম। পুরুষ ও নারীদের জন্য এবিষয়ে পৃথক বিধান রয়েছে।

২০.২. পুরুষদের জন্য সদাসর্বদা নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত শরীর অন্য মানুষের দৃষ্টি থেকে আবৃত করে রাখা ফরয। এই অংশটুকু স্ত্রী ছাড়া অন্য কাউকে দেখানো হারাম। নামাযের মধ্যে এই অংশটুকু আবৃত করে রাখা ফরয। কেউ দেখুক বা না দেখুক শরীরের এই অংশের মধ্যে কোন স্থান অনাবৃত হলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। তবে কাপড় না থাকলে উলঙ্গ হয়েই নামায আদায় করতে হবে। এছাড়া কাঁধ ও শরীরের উপরিভাগ আবৃত করা সুন্নাত। আমাদের উচিত মহান প্রভুর সামনে দাঁড়ানোর জন্য মর্যাদাময়, মহিমাময় আল্লাহ্ ও তাঁর মহান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পছন্দনীয়, পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি পোষাক পরিধান করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবীগণ নামাযের জন্য যথাসম্ভব পরিপূর্ণ ও সুন্দর পোশাক পরিধান করতেন।

২০.৩. মহিলাদের পোশাকের মূলত ৪টি স্তর রয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন পোশাকের বাধ্যবাধকতা নেই। অন্য মুসলিম মহিলাদের দৃষ্টি থেকে নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত স্থান আবৃত করে রাখা মুসলিম মহিলাদের জন্য ফরয। পিতা, আপন চাচা, মামা, ভাতিজা, ভাগিনেয়, শ্বশুর প্রমুখ মাহরাম (বিবাহ সম্ভব নয়) আত্মীয়দের সামনে মোটামুটি কাঁধ থেকে হাঁটু পর্যন্ত শরীর আবৃত করতে হবে। বাকী সকল পুরুষের দৃষ্টি থেকে মুসলিম মহিলা মাথার চুলসহ মাথা ও পুরো শরীর আবৃত করে রাখবেন। এগুলি তাদের সামনে অনাবৃত করা হারাম ও কঠিন গোনাহের কারণ। নামাযের মধ্যেও এই অংশটুকু আবৃত করতে হবে। শুধুমাত্র মুখমণ্ডল ও কব্জি পর্যন্ত দুই হাত বাদে পুরো শরীর আবৃত করতে হবে।

২০.৪. নামাযের মধ্যে যদি কোন মহিলার কান, চুল, মাথা, গলা, কাঁধ, পেট, পায়ের নলা ইত্যাদি অনাবৃত হয়ে যায়, তাহলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। সাধারণভাবে শাড়ী মুসলিম মহিলার জন্য অসুবিধাজনক পোশাক। ঢিলেঢালা পুরো হাতা সেলোয়ার-কামিজ বা ম্যাক্সি মুসলিম মহিলার জন্য উত্তম ও আদর্শ পোশাক। সর্বাবস্থায় সাধারণ পোশাকের উপর অতিরিক্ত

বড় চাদর দিয়ে ভালভাবে নিজেকে আবৃত করে নামায আদায় করতে হবে। মাথার চুল, কান, গলা ইত্যাদি ভালভাবে আবৃত রাখার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

২০.৫. পোশাক পরিধানের দু'আ :

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ هٰذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّيْ وَلَاقُوَّةٍ -

উচ্চারণ : আল'হামদু লিল্লা-হিল্লাযী কাসা-নী হা-যাস্‌সাওবা ওয়া রাযাক্বানীহি মিন গাইরি ‘হাওলিম মিন্নী ওয়ালা- কুওয়াহ।

অর্থ : প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমাকে এই পোশাক পরিধান করিয়েছেন এবং আমাকে তা প্রদান করেছেন, আমার কোনো অবলম্বন ও ক্ষমতা ছাড়াই।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “যদি কেউ পোশাক পরিধানের সময় এই কথাগুলি বলে তাহলে তার পূর্বাপর সকল (সাধারণ সগীরা) গোনাহ ক্ষমা করা হবে।” (তিরমিযী ৫/৫০৮, ৩৪৫৮, আবু দাউদ ৪/৪২, নং ৪০২৩, ইবনু মাজাহ ২/১০৩৯, নং ৩২৮৫)

২০.৬. ডান ও বাম : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুতা ব্যবহার করতে, চুল-দাড়ি আঁচড়াতে, পোশাক পরিধান করতে, পবিত্রতা অর্জনে, ওযু করতে ও সকল ভাল ও কল্যাণময় বিষয়ে ডান দিক থেকে শুরু করতে পছন্দ করতেন। আর পোশাক বা জুতা খোলার ক্ষেত্রে বাম দিক থেকে শুরু করা উত্তম। (বুখারী, ১/৭৪;, ৫/২২০০; মুসলিম, ১/২২৬, আবূ দাউদ, ৪/৭০)

২০.৭. কাপড় ঝুলিয়ে রাখা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতের মধ্যে কাপড় ঝুলিয়ে রাখতে এবং মুখ ঢেকে রাখতে নিষেধ করেছেন। (তিরমিযী ২/২১৭, আবু দাউদ ১/১৭৪)

ঝুলিয়ে রাখার অর্থ, যে পোশাক যেভাবে পরতে হবে সেভাবে না পরে কাঁধের উপরে বা মাথার উপরে ঝুলিয়ে রাখা। যেমন জামা হাতা গলিয়ে না পরে গায়ের উপর জড়িয়ে রাখা, মাফলার‚ চাদর বা রুমাল গলায় বা দেহে না জড়িয়ে ঝুলিয়ে রাখা ইত্যাদি। নামাযের মধ্যে এভাবে দেহের উপর কাপড় ঝুলিয়ে রাখা নিষিদ্ধ, অপছন্দনীয়। কারণ তা নামাযের জন্য সৌন্দর্য গ্রহণের ক্ষেত্রে অবহেলা ও আলসেমি প্রমাণ করে। এছাড়া নামাযের মধ্যে ঝুলে থাকা কাপড় গোছাতে মনোযোগ নষ্ট হয়। (শাওকানী, নাইলুল আওতার ২/৬৬–৬৮; আযীম আবাদী, আউনুল মা'বুদ ২/২৪৪)

নামায আদায়ের সুন্নাতসম্মত নিয়ম

১. কিবলামুখি হয়ে দাঁড়াই : মুসলিম উম্মাহ্‌র কিবলাহ্‌ পবিত্র কা'বা ঘর। কা'বা ঘর দেখতে পেলে ঠিক তাকে সামনে রেখে দাঁড়াতে হবে। নইলে যে দিকে কা'বা সেই দিকে মুখ করে দাঁড়াতে হবে। বাংলাদেশের মানুষ আমরা পশ্চিম দিকে মুখ করে দাঁড়াবো। কোথাও সঠিকভাবে কিবলা চিনতে অসুবিধা হলে কাউকে জিজ্ঞাসা করে বা নিজে দেখে শুনে অনুমান করে সেভাবে নামায পড়তে হবে। চেষ্টার পরেও যদি ভুল হয় তাহলে অসুবিধা নেই। তবে নামাযের মধ্যে যদি ভুল ধরা পড়ে তাহলে নামাযরত অবস্থাতেই সঠিক দিকে ঘুরে যেতে হবে। গাড়ী, ফেরী, নৌকা, বিমান ইত্যাদি যানবাহনে নামায আদায়ের সময় যদি যানবাহন ঘুরে যায় তাহলে মুসল্লীকে নামাযরত অবস্থাতেই কিবলার দিকে ঘুরে যেতে হবে। ক্ষমতা থাকা সত্বেও না ঘুরলে নামায আদায় হবে না।

২. 'সুতরা' বা আড়াল রাখি : সামনে সুতরা বা আড়াল রাখি। দেয়াল, খুঁটি, পিলার বা যে কোন কিছুকে সামনে আড়াল হিসাবে রাখি। না হলে অন্তত একহাত বা আধহাত লম্বা সরু কোন লাঠি, কাঠ ইত্যাদি সামনে রাখলেও সুতরার সুন্নাত আদায় হবে। সুতরার যথাসম্ভব কাছে দাঁড়াতে হবে, যেন সিজদা করলে সুতরার নিকটে হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুতরার তিনহাতের মধ্যে দাঁড়াতেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "আড়াল বা সুতরা ছাড়া সালাত আদায় করবে না, আর কাউকে তোমার সামনে দিয়ে (সুতরার ভিতর দিয়ে) যেতে দিবে না। যদি সে জোর করে তাহলে তার সঙ্গে মারামারি করবে, কারণ তার সাথে শয়তান রয়েছে।" (সহীহ ইবনু খুযাইমা ২/৯, ১৭; সহীহ ইবনু হিব্বান ৬/১২৬)। তিনি আরো বলেছেন : "যখন তোমরা সালাত আদায় করবে, তখন সামনে আড়াল রাখবে এবং আড়ালের কাছাকাছি দাঁড়াবে।" (সহীহ ইবনু খুযাইমা ২/২৬, ২৭; সুনানু ইবনে মাজাহ ১/৩০৭, সুনানু আবী দাউদ ১/১৮৬)

ইসলামের প্রথম যুগে সুতরার এত গুরুত্ব প্রদান করা হতো যে, প্রয়োজনে মাথার টুপি খুলে সুতরা বানিয়ে নামায আদায় করা হতো। হযরত ইবনু আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হয়েছে, " রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনেক সময় নামায আদায়ের জন্য মাথা থেকে টুপি খুলে টুপিটাকে নিজের সামনে সুতরা বা আড়াল হিসাবে ব্যবহার করতেন।" (সুয়ূতী, আল-জামি'য়ুস সাগীর ২/৩৯৪, নং ১৭৬৮, মানাবী, ফয়যুল কাদীর ১/৩৮৭, আলবানী, যয়ীফুল জামিয়িস সাগীর, পৃ: ৬৬৫, নং ৪৬১৯)

৩. নিয়্যাত করি : মনে মনে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও সওয়াবের জন্য নামায আদায়ের নিয়্যাত করি। নামাযের নিয়্যত করার অর্থ হলো কোন ওয়াক্তের কত রাক'আত নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়েছেন তা মনের মধ্যে জাগরুক থাকা। প্রকৃত পক্ষে মুসল্লী যখন নামাযের প্রস্তুতি নেন তখনই তাঁর নিয়্যাত স্থির হয়ে যায়। মুখে নিয়্যাত উচ্চারন করা খেলাপে সুন্নাত কাজ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো জীবনে একটিবারের জন্যও ওযু, গোসল, নামায, রোযা ইত্যাদি কোনো ইবাদতের জন্য কোনো প্রকার নিয়্যাত মুখে বলেননি। তাঁর সাহাবীগণ, তাবেয়ীগণ, ইমাম আবু হানীফা (রহ:)-সহ চার ইমাম বা অন্য কোনো ইমাম ও ফকীহ কখনো কোনো ইবাদতের নিয়্যাত মুখে বলেননি বা বলতে কাউকে নির্দেশ দেননি। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, ওযু, গোসল ইত্যাদি ইবাদতের জন্য "নাওয়াইতুআন" ইত্যাদি শব্দ দিয়ে যত নিয়্যাত আমাদের দেশে প্রচলিত সবই অনেক পরের যুগে বানানো হয়েছে।

৪. তাকবীর বলি : তাকবীর 'আল্লাহু আকবার' বলে দু হাত কাঁধ পর্যন্ত অথবা কান পর্যন্ত উঠাই। এসময়ে হাতের আঙ্গুলগুলো স্বাভাবিকভাবে সোজা থাকবে। একেবারে মিলিত থাকবে না, আবার বিচ্ছিন্নও থাকবে না। হাতের তালু কিবলার দিকে থাকবে।

৫. হাত বাঁধি : বাঁ হাতের পিঠ, কব্জি ও বাজুর উপর ডান হাত রাখি, অথবা ডান হাত দিয়ে বাঁ হাত কব্জা করে ধরি। এভাবে হাত দুইটি নাভী বা পেটের উপরে রাখি।

৬. দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করি : বিনম্র ও শান্ত মনে নামাযে দাঁড়াই। নামাজের মধ্যে বিনয় ও মনোযোগের সাথে মাথা নিচু করে সিজদার স্থানে দৃষ্টি রাখি। এদিক-সেদিক দৃষ্টিপাত না করি, উপরের দিকে না তাকাই। হাদীসে বলা হয়েছে, "যারা নামাযরত অবস্থায় উপর দিকে তাকাও, তাদের অবশ্যই তা থেকে বিরত হতে হবে, অন্যথায় তাদের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হতে পারে।" (সহীহ বুখারী ১/২৬১, নং ৭১৭, সহীহ মুসলিম ১/৩২১, নং ৪২১)

৭. সানা পাঠ করি : তাকবীরে তাহরীমার পরে নামায শুরুর দু'আ বা সানা পাঠ করি। এই সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন আবেগময় মর্মস্পর্শী দু'আ ও যিকির পাঠ করতেন। এগুলির মধ্য থেকে একটি মাত্র দু'আ আমরা সানা হিসাবে পাঠ করি। হানাফী মাযহাবের ইমামগন ফরয নামাযের ক্ষেত্রে এই 'সানা' ও দ্বিতীয় আরেকটি দু'আ পাঠ করতে বলেছেন। সুন্নাত-নফল নামাযের ক্ষেত্রে সকল মাসনূন 'সানা' পাঠ

করা যায়। এ সকল মাসনূন সানা বা শুরুর দু'আ অর্থসহ মুখস্থ করে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দু'আ পাঠ করলে নামাযের মনোযোগ, বিনয় ও আন্তরিকতা বহাল থাকে। নইলে মুসল্লী অভ্যস্তভাবে খেয়াল না করেই কখন সানা পড়ে শেষ করেন তা টেরও পান না। এখানে সানার দু'টি দু'আ দেয়া হল :

৭.১. সানা'র দু'আ - ১ :

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ ـ

উচ্চারণ : সুব'হা-নাকাল্লা-হুম্মা, ওয়া বি'হামদিকা, ওয়া তাবা-রাকাসমুকা, ওয়া তা'আ-লা-জাদ্দুকা, ওয়া লা-ইলা-হা গাইরুকা।

অর্থ : "আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, হে আল্লাহ, এবং আপনার প্রশংসাসহ। আর মহা বরকতময় আপনার নাম, মহা-উন্নত আপনার মর্যাদা। আর কোনা মা'বুদ নেই আপনি ছাড়া। (সহীহ ইবনু খুযাইমা ১/২৩৯, মুসতাদরাক হাকিম ১/৩৬০, ৩৬১, ৪৬৫, সুনানুত তিরমিযী ২/১০, ১১, ৩৪৭, সুনানু আবী দাউদ ১/২০৬)

৭.২. সানা'র দু'আ - ২ :

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَ نَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَاَ نَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اللّٰهُمَّ اَ نْتَ الْمَلِكُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اَنْتَ أَنْتَ رَبِّيْ وَاَ نَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ جَمِيْعًا إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا اَ نْتَ وَاهْدِنِيْ لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَايَهْدِيْ لِأَحْسَنِهَا إِلَّا اَ نْتَ وَاصْرِفْ عَنِّيْ سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّيْ سَيِّئَهَا إِلَّا أَ نْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِيْ يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَ نَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَأَ تُوْبُ إِلَيْكَ.

উচ্চারণ : ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহিয়া লিল্লাযী ফাত্বারাস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদা হানীফাও ওয়া মা- আনা মিনাল মুশরিকীন। ইন্না স্বালা-তী ওয়া নুসূকী ওয়া মাহইয়া-ইয়া ওয়া মামা-তী লিল্লা-হি রাব্বিল 'আলামীন। লা-শারীকা লাহু, ওয়া বিযা-লিকা উমিরতু, ওয়া আনা মিনাল মুসলিমীন। আল্লা-হুম্মা, আনতাল মালিকু লা-ইলাহা ইল্লা আনতা, আনতা রাব্বী, ওয়া আনা 'আবদুকা। যালামতু নাফসী, ওয়া'অ-তারাফতু বিযানবী, ফাগ্বফিরলী যুনূবী জামিয়ান; ইন্নাহু লা-ইয়াগ্বফিরুয যুনূবা ইল্লা-আনতা। ওয়াহ্‌দিনী লিআহসানিল আখলা-ক; লা-ইয়াহ্‌দী লিআহসানিহা- ইল্লা- আনতা। ওয়াসরিফ 'আন্নী সাইয়িআহা-; লা-ইয়াসরিফু 'আন্নী সাইয়িআহা-ইল্লা-আনতা। লাব্বাইকা ওয়া সা'আদাইকা। ওয়াল খাইরু কুল্লুহু ফী ইয়াদাইকা। ওয়াশ-শাররু লাইসা ইলাইকা। আনা বিকা ওয়া ইলাইকা। তাবা-রাকতা ওয়া তা'আ-লাইতা। আস্‌তাগ্বফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা।

অর্থ : "আমি সুদৃঢ়ভাবে আমার মুখমণ্ডল নিবদ্ধ করেছি তাঁর দিকে যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও জমিন এবং আমি শিরকে লিপ্ত মানুষদের অন্তর্ভুক্ত নই। নিশ্চয় আমার সালাত, আমার উৎসর্গ উপাসনা, আমার জীবন ও আমার মরণ আল্লাহ্‌র জন্যই, তিনি মহাবিশ্বের প্রতিপালক প্রভু। তাঁর কোনো শরীক নেই। এবং এই জন্যই আমাকে আদেশ করা হয়েছে। এবং আমি আত্মসমর্পণকারীগণের অন্তর্ভুক্ত। হে আল্লাহ্, আপনিই সম্রাট। আপনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই। আপনি আমার প্রভু এবং আমি আপনার দাস। আমি অত্যাচার করেছি আমার আত্মার উপর এবং আমি আমার পাপ স্বীকার করছি। অতএব আপনি আমার সকল পাপ ক্ষমা করে দিন। নিশ্চয় আপনি ছাড়া কেউ পাপ ক্ষমা করতে পারে না। আর আপনি পরিচালিত করুন আমাকে উত্তম আচরণ ও ব্যবহারের পথে, আপনি ছাড়া কেউ উত্তম আচরণের পথে পরিচালিত করতে পারে না। আর আপনি আমাকে খারাপ ব্যবহার ও আচরণ থেকে দূরে রাখুন, আপনি ছাড়া আর কেউ খারাপ

আচরণ ও ব্যবহার থেকে দূরে রাখতে পারে না। আপনার ডাকে আমি সাড়া প্রদান করছি, আমি সানন্দে সাড়া প্রদান করছি। সকল কল্যাণ আপনার হাতে এবং অকল্যাণ আপনার দিকে নয়। আমি আপনারই সাহায্যে ও আপনারই দিকে। বরকতময় আপনি এবং সুমহান আপনি। আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনারই দিকে প্রত্যাবর্তন (তাওবা) করছি। (সহীহ মুসলিম ১/৫৩৪-৫৩৫, নং ৭৭১)

হানাফী মযহাবের ইমাম ও ফকীহগণ ফরয নামাযের সানা এই দুইটির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উত্তম বলে মতপ্রকাশ করেছেন। তবে হানাফী ফিকহের অধিকাংশ গ্রন্থে "আনা মিনাল মুসলিমীন" পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম আবু ইউসুফ (রহ:) দুইটি সানা একত্রে প্রত্যেক নামাযের শুরুতে পাঠ করা উত্তম ও মুসতাহাব বলে উল্লেখ করেছেন। (ইমাম তাহাবী, শারহু মা'আনীল আসার ১/৯৭-১৯৯, সারাখসী, আল-মাবসূত ১/১২-১৩, আলকাসানী, বাদাইউস সানাই' ১/২০২)

৮. জায়নামাযের দু'আ : আমাদের দেশে দ্বিতীয় সানাটি জায়নামাযের দু'আ বলে অতি প্রচলিত। নামায শুরু করার আগে নামাযে বা জায়নামাযে দাঁড়িয়ে এই দু'আটি পাঠ করার রীতি সুন্নাত বিরোধী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেটা তাকবীরে তাহরীমার পরে পাঠ করেছেন। একদিনও তিনি তাকবীরে তাহরীমার আগে তা পাঠ করেননি। আমাদের মযহাবের ইমামগণও তাকবীরে তাহরীমার পরে পাঠ করা সুন্নাত বলেছেন।

৯. 'আউযুবিল্লাহ' পড়ি : এরপর অনুচ্চ স্বরে (মনে মনে) বলি :

اَعُوْذُ بِاللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهٖ وَنَفْخِهٖ وَنَفْثِهٖ.

"আ'উযু বিল্লা-হিস সামি'য়িল আ'লীম মিনাশ শায়ত্বা-নির রাজীম, মিন হামযিহী, ওয়া নাফখিহী ওয়া নাফসিহী।" অর্থাৎ "আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে, তার প্রবঞ্চনা, জ্ঞান নষ্টকারী ও অহংকার সৃষ্টিকারী প্ররোচনা থেকে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" অথবা বলুন "আ'উযু বিল্লা-হি মিনাশ শায়ত্বা-নির রাজীম" অর্থাৎ "আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

১০. 'বিসমিল্লাহ' পড়ি : এরপর অনুচ্চস্বরে (মনে মনে) বলি : "বিসমিল্লাহির রাহমা-নির রাহীম।" অর্থাৎ পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

১১. সূরা ফাতিহা পড়ি : এরপর অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রার্থনার

আবেগ নিয়ে সূরা ফাতিহা পড়ি :

(১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ * (২) اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ * (৩) مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ * (৪) اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ * (৫) اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ* (৬) صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ*(৭) غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّآ لِّيْنَ*

উচ্চারণ : আল 'হামদু লিল্লা-হি রাব্বিল 'আ-লামীন। আর রা'হমা-নির রাহীম। মা-লিকি ইয়াওমিদ্দীন। ই'অয়া-কা না'অবুদু ওয়া ই'অয়া-কানাসতা'য়ীন। ইহদিনাস স্বিরা-ত্বাল মুসতাক্বীম। স্বিরা-ত্বাল্লাযীনা আন 'আমতা 'আলাইহিম। 'গাইরিল মা'গদ্বুবি 'আলাইহিম ওয়ালাদ দ্বোয়া-ল্লীন।

অর্থ : সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। যিনি মহাবিশ্বের প্রভু প্রতিপালক। পরম করুণাময় মহা দয়ালু। প্রতিদান দিবসের সম্রাট। শুধুমাত্র আপনারই ইবাদত করি আমরা এবং শুধুমাত্র আপনারই সাহায্য প্রার্থনা করি। পরিচালিত করুন আপনি আমাদেরকে সরল সঠিক পথে। তাঁদের পথে যাদের উপর আপনি নেয়ামত বর্ষণ করেছেন। যারা আপনার ক্রোধের মধ্যে অবস্থান করেননা এবং যারা পথভ্রষ্ঠ নন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরা ফাতিহা থেমে থেমে ও টেনে টেনে পড়তেন। তিনি প্রলম্বিত করে "আল্ 'হামদুলিল্লা-হি রাব্বিল 'আ-লামীন" বলে থেমে যেতেন। এরপর প্রলম্বিত করে পড়তেন : "আর্‌রা'হমা-নির রাহীম" এবং থামতেন। এরপর বলতেন : "মা-লিকি ইয়াওমিদ্দীন" এবং থামতেন। এভাবেই তিনি প্রতিটি আয়াতের শেষে থামতেন। এছাড়া তিনি সর্বদা নামাযের মধ্যে ও বাইরে কুরআন তিলওয়াত করতেন খুবই ধীরে ধীরে, প্রলম্বিত করে ও প্রত্যেক আয়াতে থেমে থেমে।" (সহীহ বুখারী ৪/১৯২৫, নং ৪৭৫৯; সহীহ মুসলিম ১/৫০৭, নং ৭৩৩, মুসনাদে আহমদ ৬/২৮৮, ৩০২, মাজমাউয যাওয়াইদ ২/১০৮)

সূরা ফাতিহা পাঠ শেষ হলে "আমীন" বলি। "আমীন" শব্দের অর্থ "হে আল্লাহ আমাদের প্রার্থনা কবুল করুন।" প্রার্থনাই হলো ধর্মের মূল। আর সূরা ফাতিহা মানব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম প্রার্থনা। সূরা ফাতিহা পাঠ

করা সালাতের জন্য অতীব প্রয়োজনীয়। তবে যদি কেহ সূরা ফাতিহা না জানে, তাহলে তা শিখতে থাকবেন। যতদিন শিক্ষা না হবে ততদিন সূরা পাঠের পরিবর্তে তাসবীহ তাহলীল করবেন। বলবেন : 'সুব'হা-নাল্লা-হ', 'আল'হামদু লিল্লাহ', 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ', 'আল্লা-হু আকবার', 'লা-'হাওলা ওয়ালা-কুওয়াতা ইল্লা-বিল্লা-হ'। (সহীহ ইবন খুযাইমাহ ১/২৭৩, ৩৬৮, সুনানুন নাসাঈ ২/১৪৩)

১২. অন্য সূরা বা আয়াত পড়ি : সূরা ফাতিহার পর কুরআন মজীদের অন্য কোনো সূরা বা কিছু আয়াত পাঠ করি। এখানে চারটি ছোট সূরা অর্থসহ দেয়া হল।

১২.১. সূরা কাউসার (কুরআন কারীমের ১০৮ নং সূরা) :

إِنَّآ أَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ * فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ * إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَ بْتَرُ*

উচ্চারণ : ইন্না- আ'অ্ত্বাইনা- কাল কাউসার। ফাস্বাল্লিলি রাব্বিকা ওয়ান'হার। ইন্না শা-নিআকা হুআল আবতার।

অর্থ : নিশ্চয় আমি আপনাকে কাওসার প্রদান করেছি। অতএব আপনি আপনার প্রভুর জন্য সালাত পালন করুন এবং কুরবানী করুন। নিশ্চয় আপনাকে যে ঘৃণা করে সে আঁটকুড়ে ধ্বংসগ্রস্ত।

১২.২. সূরা ইখলাস (কুরআন কারীমের ১১২ নং সূরা) :

قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ * اَللهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَّه□ كُفُوًا أَحَدٌ *

উচ্চারণ : কুল হুআল্লা-হু আ'হাদ। আল্লা-হুস্ব স্বামাদ। লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ। ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহূ কুফুওয়ান আ'হাদ।

অর্থ : আপনি বলুন, তিনি আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়। তিনি অমুখাপেক্ষী, সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেন নি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয় নি। আর তাঁর সমকক্ষ বা তুল্য কেউ নেই।

১২.৩. সূরা ফালাক (কুরআন কারীমের ১১৩ নং সূরা) :

قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ * مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ * وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ * وَمِنْ

شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ*

উচ্চারণ : কুল আ'ঊযু বিরাব্বিল ফালাক্ব। মিন শাররি মা-খালাক্ব। ওয়ামিন শাররি 'গা-সিক্বীন ইযা-ওয়াক্বাব। ওয়ামিন শাররিন নাফ্ফা-সা-তি ফিল 'উক্বাদ। ওয়ামিন শাররি 'হাসিদিন ইযা- 'হাসাদ।

অর্থ : বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের প্রভুর, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অকল্যাণ (অমঙ্গল ও ক্ষতি) থেকে। এবং রাতের অকল্যাণ থেকে যখন অন্ধকার হয়ে যায়। এবং (যাদুর) গিরার মধ্যে ফুঁকদানকারিনীগণের অকল্যাণ থেকে। এবং হিংসুকের অকল্যাণ থেকে যখন সে হিংসা করে।

১২.৪. সূরা নাস (কুরআন কারীমের ১১৪ নং সূরা) :

قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ * مَلِكِ النَّاسِ * إِلٰهِ النَّاسِ * مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ * الَّذِى يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ * مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ*

উচ্চারণ : কুল আ'উযু বিরাব্বিন্ না-স। মালিকিন্ না-স। ইলা-হিন্ না-স। মিন্ শাররিল ওয়াস্ওয়া-সিল্ খান্না-স। আল্লাযী ইউওয়াসউয়িসু ফী স্বুদুরিন্ না-স। মিনাল জিন্নাতি ওয়ান্ না-স।

অর্থ : বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের প্রভুর, মানুষের বাদশাহের, মানুষের মা'বুদের। অকল্যাণ (অমঙ্গল ও ক্ষতি) থেকে কুমন্ত্রণাদানকারী লুক্কায়িতের। যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের হৃদয়ে। জ্বিন ও মানবজাতির মধ্য থেকে।

১৩. রুকু করি : তিলাওয়াত শেষ হলে সামান্য একটু থামি। এরপর 'আল্লাহু আকবার' বলে রুকু করি। রুকু অবস্থায় দুই হাত দুই হাঁটুর উপর দৃঢ়ভাবে রাখি, হাতের আঙ্গুল ফাঁক করে হাঁটু আঁকড়ে ধরি। দুই বাহুকে ও দু'হাতের কনুইকে দেহ থেকে সরিয়ে রাখি। এ অবস্থায় পিঠ লম্বা করে দিতে হবে। পিঠ, কোমর ও মাথা এমনভাবে সোজা ও সমান্তরাল থাকবে পিঠের উপর পানি ঢেলে দিলে তা গড়িয়ে পড়বে না। এভাবে রুকুতে পুরোপুরি শান্ত ও স্থির হয়ে যেতে হবে।

১৪. রুকুতে যিকর বা দু'আ করি :

১৪.১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রুকুতে দীর্ঘক্ষণ

থাকতেন এবং বিভিন্ন যিকর বা দু'আ পাঠ করতেন। তিনি একেক সময় একেক দু'আ পড়তেন। হযরত ইবনু আব্বাস (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর (ইন্তেকালের পূর্বে, সোমবার ফজরের নামাযের সময়) তাঁর ঘরের পর্দা সরান। তখন মানুষেরা হযরত আবু বকরের (রা:) পিছনে কাতারবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে নামাযে রত ছিলেন। তিনি বলেন, হে মানুষেরা ..... আমাকে রুকু ও সিজদার মধ্যে কুরআন পাঠ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কাজেই, তোমরা রুকুর মধ্যে প্রভুর তা'যীম মহত্ব ঘোষণা করবে। আর সিজদার মধ্যে প্রাণপণে বেশি বেশি দু'আ করবে; এ সময়ে তোমাদের দু'আ কবুল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি।"

(সহীহ মুসলিম ১/৩৪৮, নং ৪৭৯)

১৪.২. এখানে রুকুর মাসনূন দু'টি যিকির উল্লেখ করছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এগুলি রুকুতে পাঠ করতেন এবং পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি প্রথম যিকরটি কমপক্ষে তিনবার পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন। কাজেই প্রথম যিকরটি কমপক্ষে তিনবার পাঠ করবেন। যথাসম্ভব বেশী পাঠ করা উত্তম। সাথে সাথে সময়, সুযোগ ও আবেগ অনুসারে অন্যান্য তাসবীহ আদায় করবেন।

১৪.৩. রুকুর তাসবীহ - ১ (কমপক্ষে ৩ বার) :

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ -

উচ্চারণ : সুব'হা-না রাব্বিয়াল 'আযীম। **অর্থ :** "মহা পবিত্র আমার মহান প্রভু।"

১৪.৪. রুকু ও সিজদার তাসবীহ - ২ :

سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ -

উচ্চারণ : সুব্বূ'হুন কুদ্দূসূন রাব্বুল মালা-ইকাতি ওয়ার রূ'হ।

অর্থ : "মহাপবিত্র, মহামহিম, ফিরিশতাগণের এবং পবিত্র আত্মার প্রভু।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রুকু ও সিজদায় এই তাসবীহ বলতেন। (সহীহ মুসলিম ১/৩৫৩, নং ৪৮৭)

১৫. রুকু থেকে দাঁড়ানোর সময়ে যিক্‌র করি : এরপর রুকু থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলি : سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ -

উচ্চারণ : "সামি'আল্লা-হু লিমান 'হামিদাহ।"

অর্থ : শ্রবণ করেছেন আল্লাহ্ তাকে যে তাঁর প্রশংসা করেছে।

১৬. সোজা হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়াই : রুকু থেকে উঠে পরিপূর্ণ সোজা হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকি। রুকু থেকে উঠে কয়েক মুহূর্ত পরিপূর্ণ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা নামাযের অন্যতম ওয়াজিব বা আবশ্যকীয় কাজ। কেউ যদি রুকু থেকে উঠে পুরোপুরি সোজা হয়ে না দাঁড়িয়ে সিজদায় চলে যায় তাহলে তার নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

১৭. তাড়াহুড়ো করলে নামায নষ্ট হয়ে যায় : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নামায শুদ্ধ হতে হলে অবশ্যই রুকু থেকে 'সামি'আল্লা-হু লিমান 'হামিদাহ' বলে উঠে সম্পূর্ণ সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। (সুনানু আবী দাউদ ১/২২৬) এক ব্যক্তি তাড়াহুড়ো করে রুকুর পরে পরিপূর্ণ না দাঁড়িয়ে ও দুই সিজদার মাঝে পরিপূর্ণরূপে না বসে অসম্পূর্ণভাবে সালাত আদায় করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন যে, তোমার নামায শুদ্ধ হয়নি, তোমাকে আবার নামায আদায় করতে হবে। এরপর তিনি তাকে নামায শেখাতে গিয়ে বলেন : "..... এরপর তুমি রুকু থেকে পুরোপুরি সোজা হয়ে দাঁড়াবে, যেন তোমার শরীরের প্রতিটি অস্থি নিজ নিজ স্থানে শান্ত হয়ে যায়।" (সহীহ বুখারী ১/২৬৩, ২৭৪, ৫/২৩০৭, ৬/২৪৫৫, সহী মুসলিম ১/২৯৮) এভাবে অসংখ্য হাদীসে তিনি শিক্ষা দিয়েছেন যে, নামাযের মধ্যে ধীরতা, প্রশান্তি ও মনোযোগই হলো নামাযের মূল। তাড়াহুড়ো করলে সালাত নষ্ট হয়ে যায়।

১৮. রুকুর পরে দাঁড়ানো অবস্থায় যিকর করি :

১৮.১. রুকুর পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বিভিন্ন বরকতময় বাক্য দ্বারা মহান আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি যতক্ষণ রুকুতে থাকতেন প্রায় ততক্ষণ রুকু থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। (সহীহ বুখারী ১/২৭৩, সহীহ মুসলিম ১/৩৪৩) এসময়ে দাঁড়ানো অবস্থায় তিনি যে সকল দু'আ যিকির পাঠ করতেন সেগুলির মধ্য থেকে ৩টি বাক্য উল্লেখ করছি। মনের আবেগ দিয়ে অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে এগুলি পাঠ করতে চেষ্টা করি। বিশেষত: সুন্নাত-নফল নামায যেহেতু একলা আদায় করতে হয় সেহেতু সেক্ষেত্রে দীর্ঘ দু'আ পাঠের সুযোগ বেশী।

১৮.২. রুকুর পরে দাঁড়ানো অবস্থায় যিক্‌র-১ :

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ **উচ্চারণ :** রাব্বানা- লাকাল 'হামদ।

অর্থ : হে আমাদের প্রভু, আপনারই প্রশংসা।

১৮.৩. রুকুর পরে দাঁড়ানো অবস্থায় যিক্‌র– ২ :

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَالسَّمَاوَاتِ وَمِلْ ءَالْأَرْضِ وَمِلْءَمَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدِ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা, রাব্বানা- লাকাল 'হামদু, মিলআস সামা-ওয়া-তি ওয়া মিলআল আরদি, ওয়া মিলআ মা-শি'তা মিন শাইয়িন বা'অ্দ। **অর্থ :** "হে আল্লাহ, আমাদের প্রভু, আপনার জন্যই প্রশংসা, আকাশসমূহ পরিপূর্ণ করে, পৃথিবী পরিপূর্ণ করে এবং এরপর আপনি যা কিছু ইচ্ছা করেন তা পরিপূর্ণ করে প্রশংসা আপনার।" (মুসলিম ১/৩৪৬, ৩৪৭, ৫৩৪-৫৩৫, নং ৪৭৬, ৪৭৭, ৪৭৮, ৪৭৯)

১৮.৪. রুকুর পরে দাঁড়ানো অবস্থায় যিক্‌র-৩ :

ربَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ.

উচ্চারণ : রাব্বানা- ওয়া লাকাল 'হামদু, 'হামদান কাসীরান ত্বাইয়িবান মুবা-রাকান ফীহি। **অর্থ :** "হে আমাদের প্রভু, এবং আপনারই প্রশংসা, অশেষ প্রশংসা, পবিত্র ও বরকতময় প্রশংসা।" (সহীহ ইবনু খুযাইমা ১/৩১১, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫/২৩৬, মুসতাদরাক হাকিম ১/৩৪৮)

১৯. সিজদায় যাওয়ার সময় : এরপর 'আল্লাহু আকবার' বলতে বলতে সিজদা করি। সিজদায় যাওয়ার সময় শান্তভাবে প্রথমে দুই হাঁটু মাটি স্পর্শ করবে, এরপর দুই হাত মাটিতে রাখতে হবে। এরপর কপাল ও সবশেষে নাক জমিনে স্থাপন করি।

২০. সিজদা অবস্থায় : সিজদা অবস্থায় দুই পা, দুই হাঁটু, দুই হাত, কপাল ও নাক মাটি **বীহ :** سُبْحَانَ رَبِّىَ الْأَعْلٰى

উচ্চারণ : সুব'হা-না রাব্বিয়াল আ'অলা।

অর্থ : "মহা পবিত্র আমার প্রভু যিনি সর্বোচ্চ।"

অর্থের দিকে খেয়াল রেখে আবেগ ও ভক্তির সাথে এই তাসবীহ কমপক্ষে তিনবার বলতে হবে। বেশি বেশি বলা উত্তম।

উপরে রুকুর তাসবীহের মধ্যে উল্লেখ করেছি যে তিনি "সুব্বুহুন কুদ্দুসুন রাব্বুল মালা-ইকাতি ওয়ার রূহ" রুকু ও সিজদায় বলতেন।

২৩.২. সিজদারত অবস্থায় দু'আ-১ :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِىْ كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ وَأَ وَّلَهُ

وَ۹۸آخِرَهُ وَعَلَانِيَّتَهُ وَسِرَّهُ -

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাগ ফির লী যাম্বী কুল্লাহু, দিক্কাহু ওয়া জিল্লাহু, ওয়া আউআলাহু ওয়া আ-খিরাহু, ওয়া 'আলা-নিয়্যাতাহু ওয়া সিররাহু।

অর্থ : "হে আল্লাহ, আপনি ক্ষমা করুন আমার সকল পাপ, ছোট পাপ, বড় পাপ, প্রথম পাপ, শেষ পাপ, প্রকাশ্য পাপ, গোপন পাপ।" (সহীহ মুসলিম ১/৩৫০, নং ৪৮২, ৪৮৩)

২৩.৩. সিজদারত অবস্থায় দু'আ-২ :

اَللّٰهُمَّ أَعُوْذُبِ رِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْكَ لَاأُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ -

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা, আ'উযু বিরিদা-কা মিন সাখাতিক, ওয়া বি মু'আ-ফা-তিকা মিন 'উকূবাতিকা, ওয়া আ'উযু বিকা মিনকা, লা-উহ্সী সানা-আন 'আলাইকা। আনতা কামা-আছনাইতা 'আলা- নাফসিকা।

অর্থ : "হে আল্লাহ, আমি আপনার ক্রোধ থেকে আপনার সন্তুষ্টির আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং আপনার শাস্তি থেকে আপনার ক্ষমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এবং আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি আপনার কাছে আপনার থেকে। আমি আপনার প্রশংসা করে শেষ করতে পারি না। আপনি ঠিক তেমনি যেমন আপনি আপনার নিজের প্রশংসা করেছেন।" (সহীহ মুসলিম ১/৩৫২, নং ৪৮৬)

এছাড়া কুরআন ও হাদীসের যে কোন দু'আ সিজদার মধ্যে বলা যাবে। বিশেষত সুন্নাত-নফল নামাযের মধ্যে বেশি করে এ সকল দু'আ পাঠের চেষ্টা করতে হবে।

২৪. সিজদা থেকে উঠে স্থির হয়ে বসি : "আল্লাহু আকবার" বলতে বলতে সিজদা থেকে উঠে বসতে হবে এবং বসে সম্পূর্ণ স্থির হতে হবে যেন শরীরের সকল অস্থি নিজনিজ স্থানে স্থির হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নামায শুদ্ধ হতে হলে দুই সিজদার মাঝে অবশ্যই শান্ত ও স্থির হয়ে বসতে হবে। (মুসতাদরাক হাকিম ১/৩৬৮, সুনানু আবী দাউদ ১/২২৬-২২৭, সহীহ ইবনু খুযাইমা ১/৩২২) বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যতক্ষণ সিজদায় থাকতেন, দুই সিজদার মাঝে প্রায় ততক্ষণ বসে থাকতেন। (সহীহ বুখারী ১/২৭৩, সহীহ মুসলিম ১/৩৪৩)

এসময়ে বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তার উপর শান্ত হয়ে বসতে হবে। ডান

পায়ের আঙ্গুলগুলিকে কিবলামুখি করে পা সোজা রাখতে হবে। দুই হাত দুই উরু ও হাঁটুর উপরে থাকবে। আঙ্গুলগুলি স্বাভাবিক সামান্য ফাঁক অবস্থায় কিবলামুখি থাকবে।

২৫. বসা অবস্থায় দু'আ : প্রথম সিজদার পরে দ্বিতীয় সিজদার আগে বসা অবস্থায় নিম্নের দুইটি দু'আ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন। এককে সময় একেকটি বলতেন :

رَبِّى اغْفِرْ لِىْ رَبِّى اغْفِرْ لِىْ

উচ্চারণ : রাব্বিগ্-ফিরলী, রাব্বিগ্-ফিরলী। **অর্থ :** "হে আমার প্রভু আমাকে ক্ষমা করুন, হে আমার প্রভু, আমাকে ক্ষমা করুন।" (সুনানু ইবনে মাজাহ ১/২৮৯, নং ৮৯৭, সহীহ সুনানু ইবনি মাজাহ ১/২৭০, নং ৭৪০/৯০৬)

اَللّٰهُمَّ [رَبِّ] اغْفِرْ لِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاجْبُرْنِىْ وَاهْدِنِىْ وَارْزُقْنِىْ [وَارْفَعْنِىْ]

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা, রাব্বিগ্-ফিরলী, ওয়ার'হামনী, ওয়াজবুরনী, ওয়াহদিনী, ওয়ারযুকনী [ওয়ার ফা'অনী] **অর্থ :** "হে আল্লাহ, হে আমার প্রভু, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, রহমত করুন, আমাকে পূর্ণতা দান করুন, আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন, আমাকে রিযিক দান করুন। [এবং আমাকে সুউচ্চ করুন]।" (সুনানুত তিরমিযী ২/৭৬, নং ২৮৪, সুনানু ইবনি মাজাহ ১/২৯০, নং ৮৯৮, সহীহ সুনানি ইবনু মাজাহ ১/২৭০, জামিউল উসূল ৪/২০৩।)

২৬. দ্বিতীয় সিজদা : এরপর "আল্লাহু আকবার" বলে দ্বিতীয়বার সিজদা করতে হবে। দ্বিতীয় সিজদাতে প্রথম সিজদার মত শান্ত ও স্থিরভাবে অবস্থান করতে হবে এবং উপরে বর্ণিত যিকর ও দু'আ পাঠ করতে হবে।

২৭. পরিপূর্ণভাবে রুকু ও সিজদা আদায় করি : এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, রুকু, সিজদা, রুকু থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ও দুই সিজদার মাঝে বসে শান্ত হওয়া এবং তাড়াহুড়ো না করা নামাযের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং এতে অবহেলা করলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। কষ্ট করে নামায পড়েও তা যদি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শিক্ষার বিরোধিতার কারণে আল্লাহ্ কবুল না করেন তাহলে তার চেয়ে দু:খের বিষয় আর কিছুই হতে পারে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে মুসল্লী পুরোপুরি শান্তভাবে রুকু, সিজদা আদায় করে না, তার নামাযের দিকে আল্লাহ্ তাকান না।" (মুসনাদ আহমদ ৪/২২, তাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর ৮/৩৩৮) তিনি এক ব্যক্তিকে তাড়াতাড়ি অপূর্ণভাবে রুকু সিজদা করতে দেখে বলেন : "যদি সে এ অবস্থায় মারা যায় তাহলে মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম-এর ধর্মের উপর তার মৃত্যু হবে না। কাক যেমন রক্তে ঠোকর দেয় তেমনি এরা সালাতে ঠোকর দেয়। যে ব্যক্তি পরিপূর্ণভাবে রুকু করে না এবং ঠুকরে ঠুকরে সিজদা করে তার অবস্থা হলো সেই ব্যক্তির মত যে অত্যাধিক ক্ষুধার্ত অবস্থায় একটি বা দুটি খেজুর খেল, যাতে তার কোন রকম ক্ষুধানিবৃত্তি হল না।" (সহীহ ইবনু খুযাইমাহ ১/৩৩২, মুসনাদু আবী ইয়ালা ১৩/১৪০, ৩৩৩, তাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর ৪/১১৫, মাজমাউয যাওয়াইদ ২/১২১)

তিনি আরো বলেছেন, "সবচেয়ে খারাপ চোর যে নিজের নামায চুরি করে।" সাহাবীরা প্রশ্ন করেন, "হে আল্লাহ্‌র রাসূল, নিজের নামায (সালাত) থেকে কিভাবে চুরি করে?" তিনি বলেন, "নামাযে রুকু ও সিজদা পুরোপুরি আদায় করে না।" (মুসনাদ আহমদ ৩/৬৫, ৫/৩১০, সহীহ ইবনু খুযাইমাহ ১/৩৩১, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫/২০৯, মুসতাদরাক হাকিম ১/৩৫৩, মাজমাউয যাওয়াইদ ২/১২০)

তিনি একদিন নামায আদায় করতে করতে লক্ষ্য করেন যে একব্যক্তি রুকু ও সিজদা করার সময় স্থির হচ্ছে না। তিনি নামায শেষে বলেন, "হে মুসলিমগণ, যে ব্যক্তি রুকুতে এবং সিজদায় পুরোপুরি স্থির ও শান্ত না হবে, তার নামায আদায় হবে না।" (সুনানু ইবনি মাজাহ ১/২৮২, সুনানুত তিরমিযী ২/৫২, সুনানুন নাসাঈ ২/১৮৩, ২১৪, সহীহ ইবনি খুযাইমাহ ১/৩৩৩)

২৮. দ্বিতীয় সিজদা হতে উঠে দাঁড়াই : এরপর "আল্লাহু আকবার" বলতে বলতে দ্বিতীয় রাক'আতের জন্য উঠে দাঁড়াতে হবে। সিজদা থেকে উঠে দাঁড়ানোর সময় পরিপূর্ণ আদাব ও ভক্তির সাথে শান্তভাবে প্রথমে দুই হাত, তারপর দুই হাঁটু মাটি থেকে উপরে উঠাতে হবে।

২৯. দ্বিতীয় রাক'আত : দ্বিতীয় রাক'আতে উঠে দাঁড়িয়ে 'বিসমিল্লা-হির রা'হমা-নির রাহীম' পড়ে উপরে বর্ণিত নিয়মে সূরা ফাতিহা ও অন্য কোন সূরা বা আয়াত পাঠ করতে হবে। এরপর উপরের নিয়মে রুকু ও সিজদা করে দ্বিতীয় রাক'আত আদায় করতে হবে।

৩০. দ্বিতীয় রাক'আত পূর্ণ হলে বসি : দ্বিতীয় রাক'আত পূর্ণ হলে তাশাহহুদের জন্য বসতে হবে। দুই সিজদার মাঝে যেভাবে বসতে হয়, সেভাবে বাম পা বিছিয়ে ডান পা খাড়া করে আঙ্গুলগুলো কিবলামুখি করে বসতে হবে। বাম হাত স্বাভাবিকভাবে বাম উরু বা হাঁটুর উপর বিছানো থাকবে। ডান হাত ডান উরুর উপর থাকবে।

৩১. ডান হাতের তর্জনী আঙ্গুল দিয়ে কিবলার দিকে ইশারা করি : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয় বৈঠকেই ডান হাতের সবগুলো আঙ্গুল মুষ্ঠিবদ্ধ করে কেবল শাহাদাত আঙ্গুলী (তর্জনী) দিয়ে কেবলার দিকে ইঙ্গিত করতেন এবং এর দিকে তাকিয়ে থাকতেন। (মুসলিম) কখনও তর্জনী দিয়ে ইশারা করার সময় বৃদ্ধাঙ্গুলিকে মধ্যমার উপর

রাখতেন, আবার কখনও আঙ্গুলীদ্বয় দ্বারা গোলাকৃতি করতেন। (মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাই)

৩২. তাশাহ্হুদ পড়ি : এ সময়ে "তাশাহ্হুদ" পড়তে হবে :

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ -

উচ্চারণ : আত্তাহিয়্যা-তু লিল্লা-হি ওয়াস্ব স্বালা-ওয়াতু ওয়াত্ব ত্বাইয়্যিবা-তু, আস্‌সালা-মু 'আলাইকা আইউহান নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ্‌, আস্‌সালা-মু 'আলাইনা-ওয়া 'আলা-'ইবা-দিল্লা-হিস্ব স্বা-লিহীন। আশহাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহু ওয়া রাসূলুহ।

অর্থ : "সকল মহান মর্যাদা জ্ঞাপন আল্লাহ্‌র জন্য এবং উপাসনা-আরাধনা ও প্রার্থনাসমূহ এবং পবিত্র বাক্য, কর্ম ও দানসমূহ। সালাম আপনার উপর, হে নবী। এবং আল্লাহ্‌র রহমত ও তাঁর বরকতসমূহ। সালাম আমাদের উপর এবং আল্লাহ্‌র নেককার বান্দাগণের উপর। আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর দাস ও প্রেরিত বার্তাবাহক।"

৩৩. দুই, তিন বা চার রাক'আত নামাযের ক্ষেত্রে করণীয় : দুই রাকাত নামায হলে তাশাহহুদের পর দরূদ ও দু'আ পড়তে হবে। তিন বা চার রাকাতের নামাযে তাশাহহুদের পরে উঠে দাঁড়াতে হবে। উপরে বর্ণিত নিয়মে ৩য় ও ৪র্থ রাকাত আদায় করতে হবে। উঠে দাঁড়িয়ে প্রথমে সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে। এরপর অন্য কোন সূরা বা কিছু আয়াত পাঠ করে সঠিক নিয়মে রুকু ও সিজদা করতে হবে। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণত ফরয নামাযের ৩য় ও ৪র্থ রাকাতে শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা পাঠ করেই রুকু করতেন। ৩য় বা ৪র্থ রাকাতের শেষে বসে উপরের নিয়মে তাশাহহুদ পাঠ করতে হবে। এরপর দরূদ ও দু'আ পড়তে হবে।

৩৪. শেষ বৈঠকে দরূদ পড়ি : নামাযের শেষ বৈঠকে বসে তাশাহহুদের পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর সালাত বা দরূদ পাঠ করতে হবে (দরূদে ইবরাহীম) :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

উচ্চারণ : "আল্লা-হুম্মা স্বাল্লি 'আলা- মু'হাম্মাদিওঁ ওয়া 'আলা-আ-লি মু'হাম্মাদিন কামা স্বাল্লাইতা 'আলা- ইবরা-হীমা ওয়া 'আলা- আ-লি ইবরা-হীমা ইন্নাকা 'হামীদুম্ মাজীদ। আল্লা-হুম্মা বা-রিক 'আলা মু'হাম্মাদিওঁ ওয়া 'আলা- আ-লি মু'হাম্মাদিন কামা বা-রাকতা 'আলা- ইবরা-হীমা ওয়া 'আলা- আ-লি ইবরা-হীমা ইন্নাকা 'হামীদুম্ মাজীদ।

অর্থ : "হে আল্লাহ আপনি সালাত (দরূদ : রহমত, কল্যাণ, শান্তি ও মর্যাদা) প্রেরণ করুন মুহাম্মাদের উপর ও তাঁর পরিজনের (বংশধর ও অনুসারীগণের) উপর, যেমন আপনি সালাত প্রেরণ করেছেন ইবরাহীম ও তাঁর পরিজনের উপর, নিশ্চয় আপনি মহা প্রশংসিত মহাসম্মানিত। হে আল্লাহ্, আপনি বরকত প্রদান করুন মুহাম্মাদের উপরে এবং মুহাম্মাদের পরিজনের উপরে যেমন আপনি বরকত প্রদান করেছেন ইবরাহীমের উপরে এবং ইবরাহীমের পরিজনের উপরে। নিশ্চয় আপনি মহাপ্রশংসিত মহা সম্মানিত।"

৩৫. দরূদের পর দু'আ করি : দরুদ পাঠের পর মুসল্লী, অর্থাৎ সালাত আদায়কারী আল্লাহ্‌র কাছে নিজের ও অন্যান্যদের ধর্মীয়, জাগতিক ও পারলৌকিক মঙ্গল ও কল্যাণ চেয়ে দু'আ বা প্রার্থনা করবেন। এই সময়ে দু'য়া করতে বিশেষভাবে নির্দেশ ও শিক্ষা দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। এই সময়ের দু'আ মহান আল্লাহ্ কবুল করবেন বলে তিনি বিভিন্ন হাদীসে জানিয়েছেন। (সহীহ বুখারী ১/২৮৬, ২৮৭, ৪০৩, ৫/২৩০১, ২৩১১, ২৩৩১, ৬/২৬৮৮, ফাতহুল বারী ২/৩১৮–৩২২, সহীহ মুসলিম ১/৩০১, সুনানুত তিরমিযী ২/৪৮৮, ৫/৫১৭, সুনানু আবী দাউদ ২/৭৭, হাকিম ১/৪০১)

৩৬. মাসনুন দু'আ : এ সময়ে কুরআন ও হাদীসের শব্দে বা অর্থে যে কোন দু'আ করা যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই সময়ে বিভিন্ন দু'আ করতেন এবং করতে শিখিয়েছেন। এ ধরণের তিনটি মাসনুন মাসূর দু'আ এখানে উল্লেখ করছি। মুমিন নিজের সুযোগ ও আবেগ

মত সকল দু'আ বা কিছু দু'আ পাঠ করবেন।

৩৬.১. মাসনূন দু'আ (দু'আ মাসূরা)-১

اَللّٰـهُـمَّ إِنِّـىْ ظَـلَـمْـتُ نَـفْـسِـىْ ظُـلْـمًـا كَـثِـيْـرًا وَّلَا يَـغْـفِـرُ الذُّنُـوْبَ إِلَّا أَنْـتَ فَـاغْـفِـرْلِـىْ مَـغْـفِـرَةً مِّـنْ عِـنْـدِكَ وَارْحَـمْـنِـىْ إِنَّـكَ اَنْـتَ الْـغَـفُـوْرُ الـرَّحِـيْـمُ.

উচ্চারণ : "আল্লা-হুম্মা ইন্নী যালামতু নাফসী যুলমান কাসীরান, ওয়ালা-ইয়া'গফিরুয যূনূবা ইল্লা- আনতা, ফা'গফিরলী মা'গফিরাতাম মিন 'ইনদিকা ওয়ার 'হামনী ইন্নাকা আনতাল 'গাফুরুর রাহীম।"

অর্থ : হে আল্লাহ্ আমি আমার আত্মার উপর খুবই অত্যাচার (পাপ) করেছি, আর আপনি ছাড়া কেউই পাপ ক্ষমা করতে পারে না। আপনি আপনার পক্ষ থেকে আমাকে ক্ষমা করে দিন এবং আমাকে রহমত করুন। নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল দয়াময়। (বুখারী ১/২৮৬, ৫/২৩৩১, ২৬৯০, মুসলিম ৪/২০৭৮)

৩৬.২. মাসনূন দু'আ (দু'আ মাসূরা)-২

اَللّٰـهُـمَّ اَلِّـفْ بَـيْـنَ قُـلُـوْ بِـنَـا وَاَصْـلِـحْ ذَاتَ بَـيْـنِـنَـا وَاهْـدِنَـا سُـبُـلَالسَّـلَامِ وَنَـجِّـنَـا مِـنَ الـظُّـلُـمَـاتِ إِلَـى الـنُّـوْرِ وَجَـنِّـبْـنَـاالْـفَـوَا حِـشَ مَـا ظَـهَـرَ مِـنْـهَـا وَمَـا بَـطَـنَ وَبَـارِكْ لَـنَـا فِـىْ اَسْـمَـاعِـنَـا وَاَبْـصَـارِنَـا وَقُـلُـوْبِـنَـا وَأَزْوَاجِـنَـا وَذُرِّيَّـا تِـنَـا وَتُـبْ عَـلَـيْـنَـا إِنَّـكَ اَنْـتَ الـتَّـوَّابُ الـرَّحِـيْـمُ وَاجْـعَـلْـنَـا شَـاكِـرِيْـنَ لِـنِـعْـمَـتِـكَ مُـثْـنِـيْـنَ بِـهَـا قَـبِـلِـيْـهَـا وَأَ تْـمِـمْـهَـا عَـلَـيْـنَـا.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা, আল্লিফ বাইনা কুলুবিনা, ওয়া আসলিহ যা-তা বাইনিনা-, ওয়াহদিনা- সুবুলাস সালা-ম, ওয়া নাজ্জিনা- মিনায যুলুমা-তি ইলান নূর। ওয়া জান্নিবনাল ফাওয়া-হিশা মা যাহারা মিনহা- ওয়া মা-বাত্বান। ওয়া বা-রিক লানা-ফী আসমা-ইনা-, ওয়া আবসা-রিনা-, ওয়া ক্বুলুবিনা-, ওয়া আযওয়া-যিনা, ওয়া যুররিয়্যা-তিনা-। ওয়াতুব 'আলাইনা-, ইন্নাকা আনতাত তাওয়া-বুর রাহীম। ওয়াজ্ 'আলনা- শা-কিরীনা লিনি'মাতিকা, মুসনীনা বিহা- ক্বাবিলীহা, ওয়া আতমিমহা- 'আলাইনা-।

অর্থ : "হে আল্লাহ, আপনি আমাদের (মুসলিমগণের) অন্তরের মধ্যে পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ও সম্প্রীতি সৃষ্টি করে দিন। আপনি আমাদের মধ্যে সুসম্পর্ক ও সৌহার্দ প্রদান করুন। আপনি আমাদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত করুন, আমাদেরকে অন্ধকার থেকে মুক্ত করে আলোয় নিয়ে আসুন, আমাদেরকে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল অশ্লীলতা থেকে রক্ষা করুন। আপনি আমাদের শ্রবণযন্ত্রে, আমাদের দৃষ্টিশক্তিতে, আমাদের অন্তরে, আমাদের দাম্পত্য সঙ্গীগণের মধ্যে এবং আমাদের সন্তানগণের মধ্যে বরকত প্রদান করুন। আপনি আমাদের তওবা কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি তওবা কবুলকারী পরম করুণাময়। আপনি আমাদেরকে আপনার নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায়ের, নেয়ামতের জন্য আপনার প্রশংসা করার এবং নেয়ামতকে সসম্মানে গ্রহণ করার তাওফীক প্রদান করুন এবং আপনি আমাদের জন্য প্রদত্ত আপনার নেয়ামতকে পূর্ণ করুন।" (সুনানু আবী দাউদ ১/২৫৪, নং ৯৬৯, মুসতাদরাক হাকিম ১/৩৯৭, মাওয়ারিদুয যামআন ৮/৭৪, জামিউল উসূল ৪/২০৫–২০৬)

৩৬.৩. মাসনূন দু'আ (দু'আ মাসূরা)-৩

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا اَنْتَ أَعْلَمُ بِهٖ مِنِّى أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُوَخِّرُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اَنْتَ.

উচ্চারণ : "আল্লা-হুম্মা'গফিরলী মা- ক্বাদ্দামতু ওয়ামা-আখখারতু, ওয়ামা-আসরারতু ওয়ামা- আ'লান্তু ওয়ামা- আসরাফতু ওয়ামা- আনতা আ'লামু বিহী মিন্নী, আনতাল মুক্বাদ্দিমু ওয়া আনতাল মুআখখিরু লা–ইলা-হা ইল্লা আনতা।"

অর্থ : "হে আল্লাহ, আপনি ক্ষমা করে দেন আমার আগের পাপ, পরের পাপ, গোপন পাপ, আমার প্রকাশ্য পাপ, আমার বাড়াবাড়ি এবং যে সকল পাপের কথা আপনি আমার চেয়ে বেশী জানেন। আপনিই অগ্রবর্তী করেন এবং আপনিই পিছিয়ে দেন। আপনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। (সহীহ মুসলিম ১/৫৩৫–৫৩৬)

৩৬.৪. নামায আদায়কারীর উচিত এ সকল দু'আ ও অন্যান্য মাসনূন দু'আ মুখস্থ করে আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা করা। আবারো উল্লেখ করতে হয়, দু'আ বা প্রার্থনায় অন্তরই হলো মূল, মুখের উচ্চারণ হলো অন্তরের আকুতির প্রকাশ মাত্র, তাই সালাতের সকল দু'আ যিকির অবশ্যই অর্থের

দিকে সার্বিক মনোযোগ দিয়ে মনের আকুতি দিয়ে উচ্চারণ করতে হবে।

৩৭. সালাম ফেরাই : দু'আর পরে সালামের মাধ্যমে নামায শেষ করতে হবে। ডান দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলতে হবে "আস্সালামু আ'লাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ"।

৩৮. সালামের পরে নামাযের আর কোনো কাজ বাকী থাকে না : সালামের সাথে সাথে নামায শেষ হয়ে যায়। সালামের পরে নামাযের আর কোন কর্ম- ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব কিছুই বাকী থাকে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরয নামাযের সালাম ফেরানোর পরে কখনো সঙ্গে সঙ্গে উঠে ঘরে চলে যেতেন। কখনো সালামের পরেই উঠে দাঁড়িয়ে ওয়ায করতেন। কখনো সালামের পরেই মুক্তাদীগণের দিকে ঘুরে বসে তাসবীহ, তাহলীল ও দু'আ করতেন।

৩৯. নামাযের মধ্যে ওয়াসওয়াসা বন্ধের যিকর : নামাযের মধ্যে শয়তান যদি মনোযোগ আনয়নের মধ্যে বাধ সাধে, তাহলে "আ'উযুবিল্লাহি মিনাশ্ শাইত্বানির রাজীম" পাঠ করে বাম দিকে থুথু ফেলুন। এভাবে তিনবার করুন। (মুসলিম, ৪/১৭২৮, নং ২২০৩)

সমাজে প্রচলিত ঈমানবিধ্বংসী শিরক-কুফর

ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা, প্রচলিত কুসংস্কার, নামধারী ভন্ড পীর-ফকির ও মাজার পূজারীদের কথায় বিশ্বাস, ভুল ধারণা ও অতিভক্তি ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে আমাদের সমাজের অগণিত সরলপ্রাণ মুসলমান বিভিন্ন প্রকার শিরক ও কুফরীর মধ্যে জড়িয়ে পরে ঈমান হারা হয়ে যাচ্ছেন। এ ধরণের কিছু ঈমানবিধ্বংসী শিরক-কুফর সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে এখানে আলোচনা করা হ'ল যাতে আমরা এসব থেকে দূরে থেকে নিজেদের ঈমান-আমল হেফাজত করতে পারি।

১. তাওহীদ ও রিসালাতে অবিশ্বাস : 'আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ বা উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল'-এ কলেমার উপর অবিশ্বাস, আল্লাহ্র একত্বে অবিশ্বাস অথবা আরকানে ঈমানের কোনো অংশকে অবিশ্বাস করা কুফর। আল্লাহ্র একত্বে বিশ্বাস না করা শিরক।

২. মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে : মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর বান্দা, দাস ও মানুষরূপে বিশ্বাস না করা কুফর। অথবা তাঁকে আল্লাহ্র অবতার, আল্লাহ্ তাঁর সাথে

মিশে গিয়েছেন, যে আল্লাহ সেই রাসূল ইত্যাদি মনে করা শিরক। অথবা তাঁকে আল্লাহ্র নবী ও রাসূলরূপে না মানা, তাকে কোন বিশেষ যুগ, জাতি বা দেশের নবী মনে করা, তাঁর কোন কথা বা শিক্ষাকে ভুল বা অচল মনে করা; আল্লাহ্র নৈকট্য, সন্তুষ্টি ও মুক্তি পাওয়ার জন্য তাঁর শিক্ষার অতিরিক্ত কোন শিক্ষা, মত বা পথ আছে, থাকতে পারে বা প্রয়োজন হতে পারে বলে মনে করা ইত্যাদি কুফর।

আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে সৃষ্টি বা প্রতিপালনের বিষয়ে আল্লাহ্র সাথে শরীক করা। যেমন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো মধ্যে সৃষ্টি, সংহার, প্রতিপালন, রিয্ক দান, জীবন দান, মৃত্যু দান, বিশ্ব পরিচালনা, মঙ্গল-অমঙ্গল ইত্যাদি ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করা।

৩. বিশ্ব প্রতিপালনে শরীক করা বা রুবূবিয়্যাতের শিরক : আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ এই বিশ্বের প্রতিপালন বা পরিচালনায় শরীক আছেন বলে বিশ্বাস করা শিরক। অন্য কোনো সৃষ্টি, প্রাণী, ফিরিশতা, জীবিত বা মৃত মানুষ, নবী, ওলী বা কোনো কিছু সৃষ্টি, পরিচালনা, অদৃশ্য জ্ঞান, অদৃশ্য সাহায্য, রিযিক দান, জীবন দান, সুস্থতা বা রোগব্যাধি দান, বৃষ্টি দান, বরকত দান, অনাবৃষ্টি প্রদান, অমঙ্গল প্রদান ইত্যাদি কোনো প্রকার কল্যাণ বা অকল্যাণের কোনো প্রকার ক্ষমতা রাখেন বা আল্লাহ্ কাউকে অণুরূপ ক্ষমতা দিয়ে রেখেছেন বলে বিশ্বাস করা শিরক।

মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জাগতিক উপকরণাদি ছাড়া নিজের ইচ্ছায় অলৌকিকভাবে কারো মঙ্গল-অমঙ্গল করতে পারে, হেদায়াত বা পথভ্রষ্ট করতে পারে, মঙ্গল বা অমঙ্গল করতে পারে, হেদায়াত বা পথভ্রষ্ট করতে পারে, বিপদ দান করতে বা দূর করতে পারে, বৃষ্টি দিতে বা বন্ধ করতে পারে, জান্নাতে বা জাহান্নামে নিতে বা বের করতে পারে, জীবন, মৃত্যু, সচ্ছলতা, অসচ্ছলতা, সুস্থতা, অসুস্থতা, রিয্ক ইত্যাদি বিষয়ে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করতে পারে বলে বিশ্বাস করা হলো আল্লাহ্র রুবূবিয়্যাতের শিরক।

৪. আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীর শিরক : মহান আল্লাহ্র পূর্ণতার গুণাবলি ও মহাসম্মানিত পবিত্র নামসমূহ রয়েছে। এসকল গুণ বা নামের ক্ষেত্রে কোনো সৃষ্টিকে আল্লাহ্র সমকক্ষ মনে করা এ পর্যায়ের শিরক। মহান আল্লাহকে কোনোভাবে মানুষ বা সৃষ্টির সাথে তুলনা করা অথবা মানুষ বা অন্য কোনো সৃষ্টিকে কোনোভাবে মহান আল্লাহ্র সাথে তুলনীয় মনে করা এ পর্যায়ের শিরক।

৫. আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করা : আল্লাহ্ ছাড়া কারো কোন

প্রকার ইবাদত করা শিরক। আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে বা কোন কিছুতে, যেমন– মাযার, কবর, পাথর, গাছ ইত্যাদিকে সিজদা করা, সেখানে অলৌকিক সাহায্য, ত্রাণ, দীর্ঘায়ূ, রোগমুক্তি, বিপদমুক্তি, সন্তান ইত্যাদি প্রার্থনা করা, তাদের নামে মানত করা, কুরবানি বা উৎসর্গ করা শিরক। আল্লাহ্ ছাড়া কারো জন্য জীবিত বা মৃত, বিমূর্ত, প্রস্তরায়িত বা সমাধিত, নবী, ওলী, ফিরিশতা বা যে কোনো নামে বা প্রকারে কারো জন্য এগুলি করা হলে তা শিরক হবে। মূর্তিতে ফুলদান, মূর্তির সামনে নীরবে দাঁড়ানো, বিনয়ে দাঁড়ানো ইত্যাদি সবই শিরক।

৬. আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো সাহায্য চাওয়া : দূরে অবস্থিত বা অনুপস্থিত কারো কাছে লৌকিক বা অলৌকিক সাহায্য চাওয়া এবং উপস্থিত বা অনুপস্থিত কারো কাছে অলৌকিক সাহায্য চাওয়া শিরক।

৭. আল্লাহ্র সাথে অন্য কারো সন্তুষ্টি কামনা বা সম্মান প্রদর্শন : আল্লাহ্র জন্য কোন ইবাদত করে সেই ইবাদত দ্বারা আল্লাহ্র সাথে অন্য কারো সন্তুষ্টি কামনা বা সম্মান প্রদর্শনও শিরক। যেমন আল্লাহ্র জন্য সিজদা করা, তবে নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে সামনে রেখে সিজদা করা, যেন আল্লাহ্র সিজদার সাথে সাথে তাকেও সম্মান করা হয়ে যায়। অথবা আল্লাহ্র জন্য মানত করা, অথবা নির্দিষ্ট কোন জীবিত বা মৃত ওলী, ফিরিশতা, জিন বা কারো স্মৃতি বিজড়িত স্থান, কবর, মাযার, পাথর, গাছ ইত্যাদিকে মানতের সাথে সংযুক্ত করা, যেন মানতের মাধ্যমে আল্লাহ্র সাথে সাথে উক্ত উপাস্যেরও সম্মান প্রদর্শন করা হয় বা তার করুণা লাভ করা যায়।

৮. আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো উপর তাওয়াক্কুল করা : আল্লাহ ছাড়া কারো উপর হৃদয়ের প্রগাঢ় ভয় ও ভালবাসাসহ চূড়ান্ত ভক্তিময় তাওয়াক্কুল করা। আল্লাহ্ ছাড়া কারো নাম নিয়ে পথে বের হওয়া, নদীতে ঝাপ দেয়া, যাত্রা শুরু করা, বাণিজ্য শুরু করা বা যে কোনোভাবে অলৌকিক নির্ভরতা ও তাওয়াক্কুল প্রকাশ করা শিরক।

আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো উপর 'অলৌকিকভাবে' নির্ভর করা বা তাওয়াক্কুল করা শিরক। এ জাতীয় শিরক এখনো এদেশের অজ্ঞ মুসলিমদের মধ্যে ব্যাপক। যেমন কোনো কর্ম শুরু করার সময়, যাত্রার সময় বা নৌকা চালানোর সময় আল্লাহ্র নামের সাথে গাজী পীর, চাচী পীর, পাঁচ পীর, খোয়াজ খিযির, বদর পীর বা অন্যরূপ কোনো সত্য বা কল্পিত পীর বা ওলীর নাম নেওয়া। অনুরূপভাবে মা, বাবা, খাজা বাবা, পাক পাঞ্জাতন বা অন্য কারো নাম নিয়ে যাত্রা শুরু করা, বা যাত্রার শুরুতে বা কোনো কাজের শুরুতে এরূপ কারো নাম স্মরণ করে কপালে হাত দিয়ে

সালাম করে বা মাথা নুইয়ে তার প্রতি সালাম জানিয়ে কাজ শুরু করা, কাজের শুরুতে যন্ত্র, কাস্তে বা অন্য কিছুকে কপালে ঠেকানো বা সালাম করা, ফাতিমা (রা:)-কে বরকতের মালিক মনে করে ওযন করার সময় তাঁর নাম নিয়ে বা 'মা বরকত' নাম নিয়ে শুরু করা, প্রথম ফল, ফসল, দুধ ইত্যাদি মানিক পীর বা কারো নামে ফেলে দেওয়া এবং এভাবে তাদের সাহায্যের আশা করা .... ইত্যাদি অগণিত শিরকী কর্ম ও বিশ্বাস সমাজের আনাচে কানাচে এখনো বিদ্যমান।

৯. আল্লাহ ছাড়া কারো প্রশ্নাতীত আনুগত্য করা : আল্লাহ্ ছাড়া কারো চূড়ান্ত ও প্রশ্নাতীত আনুগত্য করা শিরক। যদি কেউ মনে করেন যে, পোপ, পাদরি, পীর, গুরু, সাঁই বাবা, খাজা বাবা, পিতামাতা বা অন্য কেউ যদি কোনো পাপের নির্দেশ দেয় তবে কাজটি শরীয়তে পাপ হলেও আমার জন্য তা জায়েয হয়ে যাবে, অথবা এরূপ কোনো ব্যক্তি যদি কোনো নির্দেশ দেন তবে শরীয়ত বিচার না করে তা পালন করা জরুরী হবে, তিনি কোনো কিছুকে বৈধ বললে তা বৈধ হয়ে যাবে, তিনি যদি বলেন এখন থেকে তোমার আর অমুক ফরয ইবাদত করা লাগবে না তাহলে আমার জন্য উক্ত ইবাদতটি অনাবশ্যক হয়ে যাবে .... তাহলে নি:সন্দেহে তা আনুগত্যের শিরক বলে গণ্য হবে।

১০. আল্লাহ ছাড়া কাউকে অলৌকিক ভয়, আশা ও ভালোবাসা শিরক : কোনো পীর, ওলী, বুজুর্গ ব্যক্তি সম্পর্কে এরূপ বিশ্বাস রাখা শিরক যে, এ ব্যক্তির হাতে আমাদের কোনো অলৌকিক কল্যাণ বা অকল্যাণের সকল বা কিছু ক্ষমতা আছে। একে আল্লাহ ক্ষমতা দিয়ে দিয়েছেন অথবা তার একটি বিশেষ অধিকার রয়েছে, যাতে তার সুপারিশ তিনি ফেলতে পারবেন না। তাঁকে সম্মান ও ভক্তি করে ও ভালবেসে তাঁর একটু সুনজর লাভ করতে পারলেই তাঁর অলৌকিক প্রভাবে আমার বিপদ কেটে যাবে বা রোগ সেরে যাবে। আমি নেককর্ম করি বা না-করি তাঁকে ভক্তি করলে ও ভালোবাসলে তিনি আমাকে উদ্ধার করবেন ও পরকালে আমার কাণ্ডারী হবেন। কাজেই যেভাবে পারি, হাতে ধরে, পায়ে ধরে কোনোভাবে এঁকে খুশি করতে পারলেই আমার উদ্দেশ্য হাসিল হবে।

১১. ইসলামের কোনো বিষয় অস্বীকার করা, অবিশ্বাস করা, অবজ্ঞা করা বা অপছন্দ করা : আল্লাহ্, তাঁর রাসূল বা তাঁর দ্বীনের মৌলিক কোনো বিষয় অস্বীকার করা, অবিশ্বাস করা, অবজ্ঞা করা বা অপছন্দ করা কুফরী। মুসলিম সমাজের প্রচলিত কুফরীর মধ্যে অন্যতম হলো আল্লাহ্র বিভিন্ন বিধান, যেমন– নামায, পর্দা, বিভিন্ন অপরাধের শাস্তি, ইসলামী আইন ইত্যাদির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ বা এগুলিকে বর্তমানে অচল মনে করা।

ইসলামের কোনো বিধান বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো সুন্নাতের প্রতি অবজ্ঞা বা ঘৃণা প্রকাশ করা; ওয়াজ, মাহফিল, যিকির, তিলাওয়াত, নামায, মাদ্রাসা, মসজিদ, বোরকা, পর্দা ইত্যাদির প্রতি অবজ্ঞা বা ঘৃণা অনুভব করা; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা পূর্ববর্তী অন্য কোনো নবী-রাসূলের প্রতি সামান্যতম অবজ্ঞা প্রকাশ করা কুফরী।

১২. সমাজ, বিচার, শিক্ষা, রাষ্ট্র ইত্যাদির ক্ষেত্রে ইসলাম অচল মনে করা : ইসলামকে শুধুমাত্র ব্যক্তি জীবনে পালন করতে হবে এবং সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি, বিচার, শিক্ষা ইত্যাদির ক্ষেত্রে ইসলাম চলবে না বলে মনে করা কুফরী। সামাজিক, অর্থনৈতিক, পারিবারিক, রাষ্ট্রীয় বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শেখানো নিয়ম, পদ্ধতি, রীতি, নীতি, আদর্শ, আইন ইত্যাদি ছাড়া অন্য কোন নিয়ম, নীতি, মতবাদ বা আদর্শ বেশি কার্যকর, উপকারী বা উপযোগী বলে মনে করা কুফরী। যুগের প্রয়োজনে তাঁর শেখানো পদ্ধতিতে কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন বলে মনে করা কুফরী।

১৩. আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে 'আলিমুল গাইব' ও 'সদা সর্বত্র হাজির-নাজির' মনে করা : আল্লাহ্ ছাড়া কোন নবী, ওলী বা ফিরিশতাকে সকল প্রকার গাইব বা অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী, সদাসর্বদা সর্বত্র বিরাজমান বা হাজির নাযির বলে বিশ্বাস করা শিরক। এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আলিমুল গায়ব ও সদা সর্বত্র হাজির নাজির মনে করা শিরক।

১৪. আল্লাহর জাতের অংশ মনে করা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, ঈসা আলাইহিস সালাম বা অন্য কাউকে আল্লাহ্‌র সত্ত্বা বা জাতের অংশ, তাঁর মহান সত্ত্বা, জাতের অংশ বা জাতী নূর থেকে তাঁদের সৃষ্টি বা উৎপত্তি বলে বিশ্বাস করা শিরক।

১৫. ওসীলা বিষয়ক শিরক : ওসীলা বিষয়ক শিরকী বিশ্বাসের অন্যতম হলো পীরকে আল্লাহ্ ও বান্দার মধ্যে মধ্যস্থতাকারী বলে মনে করা। দুভাবে এ বিশ্বাস 'প্রমাণ' করা হয় : প্রথমত কুরআনের অর্থ বিকৃত করা এবং দ্বিতীয়ত আরবের মুশরিকদের মত 'যুক্তি' পেশ করা। প্রথম পর্যায়ে সরলপ্রাণ মুসলিমদের বিভ্রান্ত করতে এরা সাধারণত বলে থাকে 'আল্লাহ কুরআনে বলেছেন ওসীলা ধরে তাঁর কাছে যেতে, কাজেই সরাসরি তাকে ডাকলে হবে না। আগে ওসীলা ধরো।' এভাবে তারা কুরআনের আয়াতকে বিকৃত করেন। বিকৃতির মূল ভিত্তি ওসীলা শব্দের অর্থের পরিবর্তনের মধ্যে।

কুরআনের ভাষায় ওসীলা অর্থ নৈকট্য এবং ওসীলা সন্ধানের অর্থ মুমিনের নিজের নেক কর্মের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্য সন্ধান। আর এরা বুঝান ওসীলা অর্থ মধ্যস্থতাকারী।

দ্বিতীয় পর্যায়ে এরা যুক্তি দেন যে, পৃথিবীতে যেমন রাজা-বাদশাহর দরবারে যেতে মন্ত্রী বা আমলাদের সুপারিশ, মধ্যস্থতা ও রিকমেন্ডেশন প্রয়োজন, তেমনি পীর ওলীর সুপারিশ বা রিকমেন্ডেশন ছাড়া কোনো দু'আ আল্লাহ্ কবুল করেন না। বান্দা যতই আল্লাহকে ডাকুক বা ইবাদত করুক, যতক্ষণ না তা 'যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে' অর্থাৎ পীরের রিকমেন্ডেশন সহ তাঁর দরবারে যাবে ততক্ষণ তা গ্রহণ করা হবে না। অথবা পৃথিবীর বিচারালয়ে যেমন উকিল-ব্যারিষ্টারের প্রয়োজন হয়, তেমনি আল্লাহ্‌র দরবারে পীর ও ওলীগণ উকিল-ব্যারিষ্টারি করে মুরিদ-ভক্তদের পার করে দিবেন। এ জাতীয় ধারণাগুলি সবই আরবের মুশরিকদের বিশ্বাসের অনুরূপ এবং সুস্পষ্ট শিরক।

১৬. তাবাররুক বিষয়ক শিরক : কোনো নেককার মানুষের স্মৃতি বিজড়িত দ্রব্য বা স্থানকে স্বাভাবিক সম্মান দেখানো শিরক নয়। তবে যখন মানুষ উক্ত স্মৃতি বিজড়িত দ্রব্য বা স্থানকে বরকতের উৎস বলে মনে করে, তার সামনে 'চূড়ান্ত ভক্তি, বিনয় ও অসহায়ত্ব প্রকাশ করে', উক্ত দ্রব্য বা দ্রব্যের মালিকের আত্মা থেকে কোনো নেক নযর আশা করে তখন তা শিরকে পরিণত হয়।

১৭. ভাগ্য, গোপন বিষয় বা ভবিষ্যত গণনা : গণক, জ্যোতিষী, রাশি, হাত, জটা ফকির ইত্যাদি সকল প্রকার ভাগ্য, গোপন বিষয় বা ভবিষ্যত গণনা করা, অথবা এসকল মানুষের কথায় বিশ্বাস করা কুফর। এই ধরনের কোনো কোনো কর্ম কুরআন বা ইসলামের নামেও করা হয়। যেমন, 'এলেম দ্বারা চোর ধরা' ইত্যাদি। যে নামে বা যে পদ্ধতিতেই করা হোক গোপন তথ্য, গায়েব, অদৃশ্য, ভবিষ্যত বা ভাগ্য গণনা বা বলা জাতীয় সকল কর্মই কুফরী কর্ম। অনুরূপভাবে কোনো দ্রব্য, ধাতু, অষ্টধাতু, গ্রহ বা এই জাতীয় কোনো কিছু মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে অথবা দৈহিক বা মানসিক ভালমন্দ করতে পারে বলে বিশ্বাস করা শিরক। পাশা, তীর, টিয়াপাখী, ফালনামা, তালেনামা ইত্যাদির সাহায্যে ভাগ্য জানতে চাওয়া শিরক।

১৮. জ্যোতির্বিদ্যা, রাশি চক্র, হস্ত রেখা গণনা, কম্পিউটার বা ক্রিস্টাল বল থিয়রীর মাধ্যমে বিভিন্ন হিসাব নিকাশ করে ভাগ্য ও ভবিষ্যতের বিষয়ে শুভ-অশুভ, মঙ্গল-অমঙ্গল নির্ধারণ করা বা তাতে বিশ্বাস করা শিরকের

পর্যায়ভুক্ত।

১৯. চালপড়া, আয়না পড়া : কোনো সাধক, তদবিরকারক, হুজুর কর্তৃক রোগীর চেহারা দেখেই অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যতের কথা বলে দেয়া বা সব সমস্যার সমাধান দেয়ার দাবি করা শিরকের পর্যায়ভুক্ত। চাল পড়া, আয়না পড়া, তুলা রাশির মাধ্যমে চোর ধরা ইত্যাদি হারাম।

২০. রত্ন ও পাথরযুক্ত আংটি ব্যবহারের মাধ্যমে বা সিলভা ও অন্য কোনো মেথডে মন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটানো যায় বলে বিশ্বাস করা শিরক।

২১. সুলক্ষণ, কুলক্ষণ, অশুভ, অযাত্রা বা অমঙ্গলে বিশ্বাস : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "অশূভ বা অযাত্রা বিশ্বাস করা বা নির্ণয়ের চেষ্টা করা শিরক।" নবীজী পর পর তিনবার কথাটি বলেছেন। (তিরমিযী, ৪/১৬০, আবু দাউদ ৪/১৭, ইবনু মাজাহ, ২/১১৭০) তিনি আরো বলেছেন– "অশূভ, অযাত্রা বা অমঙ্গল ভেবে যে তার কর্ম বা যাত্রা পরিত্যাগ করলো সে শিরক করলো।" (আহমদ, ২/২২০)

কোনো বস্তু, প্রাণী, কর্ম, বার, তিথি, মাস ইত্যাদিকে অশুভ, অমঙ্গল বা অযাত্রা বলে মনে করা স্পষ্ট শিরক। আমাদের দেশে অনেক মুসলিমও 'কী করলে কী হয়' জাতীয় অনেক বিষয় লিখেন বা বিশ্বাস করেন। এগুলি সবই শিরক। জন্মদিনে নখ, চুল কাটা, ভাঙ্গা আয়নায় মুখ দেখা, রাতে নখ কাটা, পিছন থেকে ডাকা, কাক ডাকা ইত্যাদি অগণিত বিষয়কে অমঙ্গল বা অশুভ মনে করা হয়, যা নিতান্তই কুসংস্কার, মিথ্যা ও শিরকী বিশ্বাস। পাপে অমঙ্গল ও পুণ্যে কল্যাণ। সৃষ্টির সেবায় সকল মঙ্গল নিহিত ও সৃষ্টির ক্ষতি করা বা অধিকার নষ্ট করার মধ্যে নিহিত সকল অমঙ্গল। এছাড়া অমঙ্গল বা অশূভ বলে কিছুই নেই।

২২. কুফরীর প্রতি সন্তুষ্ট থাকাও কুফরী : যে কোনো প্রকার কুফরীর প্রতি সন্তুষ্ট থাকাও কুফরী। কোন কুফুরী বা শিরকে লিপ্ত মানুষকে মুসলিম মনে করা বা তাদের আকীদার প্রতি সন্তুষ্ট থাকাও কুফরী। যেমন যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্বশেষ নবী বলে মানেন না বা তাঁর পরে কোন নবী থাকতে পারে বা ওহী আসতে পারে বলে বিশ্বাস করে তাদেরকে কাফির মনে না করা বা মুসলিম উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত মনে করা কুফরী। অনুরূপভাবে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মকে সঠিক বা পারলৌকিক মুক্তির মাধ্যম বলে মনে করা, সব ধর্মই ঠিক মনে করা, অন্যান্য ধর্মের শিরক বা কুফরীমূলক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করা, সেগুলির প্রতি মনের মধ্যে ঘৃণাবোধ না থাকা, অন্য ধর্মাবলম্বীগণকে আন্তরিক বন্ধু

হিসাবে গ্রহণ করা, তাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের অনুকরণ করা, ক্রিসমাস (বড়দিন), পূজা ইত্যাদিতে আনন্দ করা বা উদযাপন করা ইত্যাদি বর্তমান যুগে অতি প্রচলিত কুফরী কর্ম ও বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত।

২৩. কাউকে শরীয়তের উর্ধ্বে মনে করা : কোনো মানুষকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শরীয়তের উর্ধ্বে মনে করা বা বিশ্বাস করা যে, কোন কোন মানুষের জন্য শরীয়তের বিধান পালন করা জরুরী নয়। যেমন, মারিফাত অর্জন হলে, আল্লাহ্‌র প্রেম অর্জন হলে, বিশেষ মাকামে পৌঁছালে আর শরীয়ত পালন করা লাগবে না বলে মনে করা। এগুলি সবই কুফরী বিশ্বাস। অনুরূপভাবে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, হালাল উপার্জন, পর্দা ইত্যাদি শরীয়তের যে সকল বিধান প্রকাশ্যে পালন করা ফরয তা কারো জন্য গোপনে পালন করা চলে বলে বিশ্বাস করাও কুফরী। এই ধরণের মত পোষণকারী মূলত নিজেকে বা নিজের ধারণার উক্ত বুজুর্গকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর মহান সাহাবীগণের চেয়েও বড় বুজুর্গ মনে করে। এই ব্যক্তি কাফির বলে গণ্য হবেন, যদিও তিনি ইসলামের কোন কোন বিধান পালন করেন।

২৪. সুন্নাতকে অবজ্ঞা করা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শেখানো বা আচরিত কোন কর্ম, পোষাক, আইন, বিধান, রীতি, সুন্নাত, কর্মপদ্ধতি বা ইবাদত পদ্ধতিকে অবজ্ঞা বা উপহাস করা কুফর।

২৫. কবর, মাজার, পীর পূজা : কবর বা মাজারকে স্পর্শ করা, মসেহ করা, চুমু খাওয়া, মাথা ঝুকানো বা সিজদা করা, কবর তাওয়াফ, কবর বা মাজারের গেলাফের তাজীম করা, গেলাফ ধরে মৃতের কাছে গায়েবী সাহায্য চাওয়া, কবরকে সামনে রেখে নামায পড়া, নেক মাকসুদ পূরণের নিয়তে মাজারে ফুল অর্পন, গিলাফ চড়ানো, বাতি জালানো, টাকা দেয়া, কবর ধোয়া পানি খাওয়া, পীর গোপন প্রকাশ্য সবকিছু জানেন বলে মনে করা, পীরকে হাজের-নাজের জানা, নাজাতদাতা মনে করা, দূর হতে ডেকে ফরিয়াদ করা, কামেল পীরের গোনাহ নাই মনে করা, খালি পায়ে পীরের বাড়িতে যাওয়া, মাছ-গোশত ত্যাগ করে শুধুমাত্র নিরামিষ খাওয়া, স্ত্রীর সাথে মেলামেশা ত্যাগ ও বৈরাগ্য অবলম্বন করা, নারী পুরুষ মিলে কাওয়ালী, মারফতী, মুর্শিদী, গজলের আসর বসানো, যিকরের সময় নর্তন কুর্দন, পীরের পা চাটা, গ্যারান্টি দিয়ে কলব জারি করা, আল্লাহ্ ও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশের চাইতে পীরের নির্দেশকে বড় জানা, মারেফাতের উচ্চ শিখরে পৌঁছলে শরীয়ত মাফ হয়ে যায় মনে করা, রূহানী শক্তিবলে মুসকিল আসান করার দাবি করা, বিপদে পড়লে জিন,

ফেরেশতা, পীর, ওলীদের ডাকা; দুর্ঘটনা হতে রক্ষা ও রিযিকে বরকতের জন্য গায়েবী সাহায্যের আশায় পীর-ওলীর নামে বাস-ট্রাক, দোকানপাট, ঘরবাড়ির নাম রাখা; গাউসুল আজম (সর্বশ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী), গরীবে নওয়াজ (গরীবরা যার মুখাপেক্ষী), মুশকিল কোশা (যার মাধ্যমে মুশকিল দূর হয়), কাইয়ুমে জামান (জামানা কায়েম করেছেন যিনি) ইত্যাদি উপাধিতে পীর-ওলীদের ডাকা, আল্লাহ্পাক জাহেরি দেখবেন না, শুধু বাতেনী দেখবেন বলে বিশ্বাস করা ইত্যাদি সবই বাতেল, ভ্রান্ত ও ঈমান বিধ্বংসী আকীদা বিশ্বাস।

২৬. গায়রুল্লাহ্র নামে মানত করা : গায়রুল্লাহ্র নামে মানত করা, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে কসম বা শপথ করা শিরক।

২৭. প্রাণীর ছবি, চিত্র, প্রতিকৃতি, মূর্তি, ভাস্কর্য ইত্যাদির হুকুম : কোন নেতা, লিডার বা স্মরণীয় বরণীয় ব্যক্তিবর্গের ছবি, চিত্র, প্রতিকৃর্তি, মূর্তি, ভাস্কর্য ইত্যাদি তৈরি করা, মাঠে-ঘাটে, অফিস-আদালতে এগুলো স্থাপন করা, এগুলোকে সম্মান করা, এগুলোর উদ্দেশ্যে পুস্পস্তবক অর্পণ করা প্রভৃতি সবই নাজায়েজ ও হারাম।

২৮. সমাধি, স্মৃতিস্তম্ভ, স্মৃতিসৌধ, শহীদ মিনার : সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ, এগুলোকে সম্মান জানানো, পুষ্পশোভিত করা, এগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ইত্যাদি সবই নাজায়েজ এবং বিজাতীয় রীতি।

২৯. অগ্নিপূজা এবং শিখা চিরন্তন, শিখা অনির্বাণ প্রসঙ্গে : 'অগ্নিশিখা' অগ্নি পূজকের উপাস্য দেবতা। তারা ভক্তি প্রণাম ও নানা কর্মকাণ্ডের দ্বারা আগুনের পূজা করে থাকে। এ অগ্নিপূজা সম্পূর্ণ শিরক ও খোদাদ্রোহী কাজ। 'শিখা চিরন্তন' বা 'শিখা অনির্বাণের' নামে অগ্নি মশালকে সারা দেশে ঘুরিয়ে যে ভক্তি-শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে এবং এগুলোর প্রজ্বলনকে অব্যাহত রাখার জন্য বিশেষ ধরনের বেদীর উপর এগুলো স্থাপন করে বিজাতীয় যে অপসংস্কৃতি চালু করা হয়েছে, এটা নি:সন্দেহে শিরক, কুফর ও শরীয়ত বিবর্জিত কাজ বলে উলামা মাশায়িখ ও মুফতীয়ানে কিরাম ফাতওয়া দিয়েছেন।

৩০. মঙ্গল প্রদীপ : আজকাল হিন্দুদের অনুকরণে কোন অনুষ্ঠানের শুরুতে বা কোন প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে বিশেষ আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হয়। এসব বিজাতীয় আনুষ্ঠানিকতা নি:সন্দেহে হারাম।

৩১. তাছাওউরে শায়খ বা পীরের কল্পনা : তাছাওউরে শায়খ বা পীরের চেহারা, আকৃতি ইত্যাদি কল্পনা করে মোরাকাবা করা, ধ্যান করা, যিকির

করা বা অন্য যে কোন ইবাদত করা শিরক।

৩২. গায়রুল্লাহ্র নামে যিকির বা ওযীফা : আল্লাহ্র যিকিরের ন্যায় কোন পীর, ওলী, বুযুর্গ, আলেমের নাম জপ করা, বিপদে পড়লে পীরের নামের ওযীফা পড়া শিরক। কেননা যিকির করা ইবাদত, ওযীফা পড়া ইবাদত আর গায়রুল্লাহ্র নামে ইবাদত করা শিরক।

৩৩. পীরের ধ্যানে যিকির : যিকির করার সময় পীর, ওলী, বুজুর্গ, আলেম বা অন্য কারো খেয়াল হৃদয়ে স্থান দেয়া যাবে না। পীরের চেহারাও কল্পনা করা যাবে না। পীরের ধ্যানে খেয়ালে যিকির করা হারাম।

৩৪. আল্লাহ্পাক ছাড়া অন্য কারো উপর নির্ভর করা : যদি কেউ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নামে কোন কাজ করেন, অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো অতিপ্রাকৃতিক সাহায্যের উপর মনের নির্ভরতা রেখে কর্ম শুরু করেন তাহলে তিনি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'তে বিশ্বাসী বলে গণ্য হবেন না।

৩৫. আল্লাহ্পাক ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করা বা অন্য কারো কাছে আশা করা : আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো কোন প্রকারের উপকার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা নেই। কাজেই আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো ভয় বা আশা করে শিরকে লিপ্ত হওয়া একেবারেই অর্থহীন।

৩৬. আল্লাহ্পাকের ইচ্ছা বা অভিপ্রায়ে অংশীদার স্থাপন শিরক।

৩৭. শরীয়াত প্রবর্তন ও হালাল-হারাম সাব্যস্ত করার ক্ষমতা আল্লাহ্পাক ছাড়া অন্য কারো আছে বলে বিশ্বাস করা শিরক।

৩৮. আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত শরীয়াতী বিধানের পরিবর্তন কুফর। দ্বীনের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ এবং দ্বীনের অবমাননা করা কুফর। কুরআনী আইন ব্যতিরেকে দ্বিতীয় কোন আইন প্রয়োগ করা কুফর।

৩৯. হারামকে হালাল এবং হালালকে হারাম মনে করা কুফরী।

৪০. "আল্লাহ্ যা করান, তাই করি", "দেলে দেলে নামায পড়ি", "ছিনায় ছিনায় মারফতী" ইত্যাদি সব ভ্রান্ত আকীদা।

৪১. 'জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস' এরূপ আকীদা রাখা শিরক।

৪২. ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা। এটা একটি কুফরী মতবাদ। কোনো মুসলমান 'ধর্ম নিরপেক্ষ' হতে পারে না।

৪৩. তাশবীহ বা আল্লাহ্পাকের জন্য মানবীয় গুণাবলী সাব্যস্ত করা হারাম।

৪৪. যাদু, টোনা, বান ইত্যাদি ব্যবহার করা বা শিক্ষা করা কুফর।

৪৫. ইসলাম ধর্মকে জানতে-বুঝতে আগ্রহ না থাকা, ইসলামকে জানা বা শিক্ষা করাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে না করা বা এ বিষয়ে মনোযোগ না

দেয়া কুফরী।

৪৬. পতিতাবৃত্তি তথা যিনার বৈধতার উপর আইনগত স্বীকৃতি; মদ তৈরি, মদ আমদানী, মদপান ও সূদী লেনদেনকে আইনের মাধ্যমে বৈধ সাব্যস্ত করা; লটারী অথবা যে কোনভাবে জুয়ার প্রচলনকে সামাজিক রূপ দেয়ার পক্ষে বৈধতার স্বীকৃতি দেয়া; নারীদের বেপর্দা প্রথার আইনগত স্বীকৃতি; বিশ্ব ভালবাসা দিবস পালনের নামে অথবা যে কোনভাবে নারী-পুরুষের অবৈধ প্রেম নিবেদন তথা ব্যভিচারের পথ খুলে দেয়ার বৈধতার স্বীকৃতি দেয়া কুফর।

৪৭. মুসলমানদের মধ্যে কুফরী মতবাদ প্রচারের অপতৎপরতায় সহায়তা দান; ইসলাম বিরোধী আইন প্রবর্তন করা; স্বেচ্ছায় ইসলাম বিরোধী আইনের আনুগত্য করা; ইসলামকে অবজ্ঞা করা ইত্যাদি কুফর।

৪৮. ইসলামের মোকাবেলায় মানব রচিত কোন মতবাদের প্রতি স্বেচ্ছায় সমর্থন দেয়া।

৪৯. চরিত্র বিধ্বংসী উলঙ্গ ছায়াছবি ও নাটক ইত্যাদি জৈবিক উচ্ছশৃংখলতা সৃষ্টিকারী, অপসংস্কৃতির মাধ্যমে দেশের যুব সমাজকে অপরাধ প্রবনতায় উস্কিয়ে দেয়া।

৫০. হিন্দু-মুসলিম বৈবাহিক সম্পর্কের বৈধতার পক্ষপাতিত্ব করা।

৫১. রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামী আইন-কানুন কার্যকরী করার বিরোধিতা করা।

৫২. জাতীয় মর্যাদায় ভূষিত হওয়ার অধিকারী হাক্কানী ওলামা, পীর, মাশায়েখদের অহেতুক অপমান ও হেয় প্রতিপন্ন করা।

৫৩. নাস্তিক, মুরতাদদের জাতীয় মর্যাদায় ভূষিত করে অন্যদেরকে ইসলাম বর্জনে উৎসাহ দান করা।

৫৪. আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : "তোমরা বলবে না: 'আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন এবং অমুক যা ইচ্ছা করে; বরং তোমরা বলবে: 'আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন, অত:পর অমুক যা ইচ্ছা করে।" (আবু দাউদ, ৪/২৯৫, বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা ৩/২১৬) অন্য হাদীসে বলেন : "তোমরা বলবে না: 'যা আল্লাহ চান এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চান, বরং বলবে : 'যা আল্লাহ্ একাই চান'। (মুসনাদ ৮/১১৮; মাজমাউয যাওয়াইদ ৭/২০৮–২০৯)

এক নজরে কবীরা গুনাহ

আল্লাহ্ পাক বলেন : "যে সকল বড় গুনাহ সম্পর্কে তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে যদি তোমরা সে সব বড় গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে পার, তাহলে আমি তোমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো ক্ষমা করে দেব এবং সম্মানজনক স্থানে তোমাদের প্রবেশ করাব।" (সুরা নিসা : ৩১ নং আয়াত)

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা যারা কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবে তাদেরকে তাঁর ফজল ও করম দ্বারা জান্নাতে প্রবেশ করানোর দায়িত্ব নিয়েছেন। কারণ, সগীরা গুনাহ বিভিন্ন নেক আমল যেমন – নামায, রোযা, জুমু'আ ইত্যাদির কারণে মাফ হয়ে যাবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : "পাঁচ ওয়াক্ত নামায, এক জুমু'আ থেকে অন্য জুমু'আ এবং এক রমযান থেকে অন্য রমযান মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহগুলোকে ক্ষমা করিয়ে দেয়, যদি বড় গুনাহগুলো থেকে বেঁচে থাকা যায়।" এ হাদীসের দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ:) বলেন, কবীরা গুনাহ হচ্ছে : যে সব গুনাহের কারণে দুনিয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা কর্তৃক শাস্তির বিধান রয়েছে এবং আখিরাতে শাস্তির ভয়ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। তিনি আরো বলেছেন যে, যে সব গুনাহের কারণে হাদীস ও কুরআনে ঈমান চলে যাওয়ার হুমকি বা অভিশাপ ইত্যাদি এসেছে একেও কবীরা গুনাহ বলে। তবে ওলামায়ে কিরাম বলেন, তওবা বা ক্ষমা প্রার্থনায় কোন কবীরা গুনাহ অবশিষ্ট থাকে না। আবার একই সগীরা গুনাহ বারবার করার কারণে তা আর সগীরা (ছোট) গুনাহ থাকে না। ইমাম যাহাবী "আল-কাবাইর" গ্রন্থে কবীরা গুনাহ বিষয়ক আয়াত ও হাদীসসমূহ সংকলিত করেছেন। যে সকল পাপকে কুরআন কারীম বা হাদীস শরীফে বড় পাপ বা কঠিন শাস্তি, গজব বা অভিশাপের কারণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে তিনি সেগুলির তালিকা প্রদান করেছেন।

এসকল গুনাহ বা অপরাধ দু'ধরনের। হুক্কুল্লাহ বিষয়ক বা ব্যক্তিগত এবং হুক্কুল ইবাদ বিষয়ক। যার সাথে মানুষের অধিকার জড়িত। আবার দেখা যায় হুক্কুল্লাহ বিষয়ক কিছু গুনাহর সাথে বান্দার হকও জড়িত। এই দ্বিতীয় প্রকার বা হুক্কুল ইবাদ বিষয়ক গুনাহগুলো সবচাইতে বেশি মারাত্মক। এগুলোর জন্য আল্লাহ্‌র কাছে তওবা করার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট বান্দার থেকেও ক্ষমা নিতে হয়।

এখানে এক নজরে কবীরা গুনাহগুলো উল্লেখ করছি। আল্লাহ্পাক আমাদেরকে এসব গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন।

আমীন।

১. আল্লাহর সাথে শিরক করা।
২. অবৈধভাবে কাউকে হত্যা করা।
৩. যাদু করা।
৪. ফরয সালাত আদায় না করা।
৫. ফরয হওয়া সত্ত্বেও যাকাত আদায় না করা।
৬. কোন ওযর ছাড়াই রমযানের রোযা না রাখা।
৭. সামর্থ থাকা সত্ত্বেও হজ্জ আদায় না করা।
৮. মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া।
৯. আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা।
১০. ব্যভিচার করা। সমকাম বা পায়ুগমন (লাওয়াতাত)।
১১. সুদ ও ঘুষ খাওয়া ও দেয়া।
১২. মিথ্যা বলা অথবা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। মিথ্যা কসম খাওয়া।
১৩. ইয়াতীমের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করা।
১৪. আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা:)-এর উপর মিথ্যারোপ করা।
১৫. কাফিরদের সাথে সম্মুখযুদ্ধ থেকে পলায়ন করা।
১৬. অধীনস্থদের উপর যুলুম করা ও ধোঁকা দেয়া।
১৭. গর্ব, দাম্ভিকতা ও আত্মঅহঙ্কার করা।
১৮. মদ্যপান কিংবা যে কোন মাদকদ্রব্য সেবন করা। জুয়া খেলা। জুয়া খেলা।
১৯. সতী-সাধ্বী নারীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া।
২০. চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই করা।
২১. যুলুম, অত্যাচার ও অন্যায়মূলক আক্রমণ করা।
২২. হারাম ভক্ষণ ও হারামের উপর জীবন যাপন করা।
২৩. আত্মহত্যা করা।
২৪. বিচারকের নিকট অভিযোগ পৌঁছতে বাধা দেয়া।
২৫. কারো বংশ মর্যাদায় আঘাত হানা।
২৬. আল্লাহ্‌র বিধানের মাধ্যমে বিচারকার্য পরিচালনা না করা।
২৭. ঘুষ নিয়ে কারোর পক্ষে বা বিপক্ষে বিচার করা।
২৮. কোনো মহিলাকে তিন তালাকের পর নামেমাত্র বিবাহ করে, তালাকের মাধ্যমে অন্যের জন্য হালাল করে দেয়া।
২৯. পুরুষকে মহিলাদের বা মহিলারা পুরুষদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বেশ-ভূষা, চাল-চলন অবলম্বন করা।
৩০. অধীনস্থ মহিলাদের অশ্লীলতায় খুশি হয়ে নীরব থাকা।
৩১. প্রস্রাব থেকে উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন না করা।
৩২. চুক্তি বা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা।

৩৩. কোন স্ত্রী নিজ স্বামীর শরয়ী কারণ ছাড়া অবাধ্য হওয়া।
৩৪. বিপদের সময় ধৈর্যহারা হয়ে বিলাপ করা, জামা-কাপড় ছেড়া, মাথা, গাল বা বুকে আঘাত করা, নিজেকে অভিশাপ করা বা গর্হিত কাজ করা।
৩৫. কোন মুসলিমকে গাল-মন্দ করে কষ্ট দেয়া।
৩৬. নবী (সা:)-এর সাহাবাদেরকে গালি দেয়া।
৩৭. নিজ প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া।
৩৮. গীবত , মিথ্যা, অপবাদ।
৩৯. গর্ব অহঙ্কার করে লুঙ্গি, পাজামা প্যান্ট টাখনুর নিচে পরা।
৪০. সোনা, রূপার প্লেট ও গ্লাসে পানাহার করা।
৪১. পুরুষেরা স্বর্ণ বা সিল্কের (রেশমের) কাপড় পরিধান করা।
৪২. হিংসা-বিদ্বেষ, শত্রুতা, দালালি ও কারোর পেছনে লাগা।
৪৩. জেনেশুনে অন্যের পিতাকে নিজের পিতা বলে গ্রহণ করা।
৪৪. কারো সাথে অহেতুক তর্ক-বিতর্ক, ঝগড়া-ফাসাদ করা বা শত্রুতা পোষণ করা।
৪৫. অতিরিক্ত পানি ও ঘাস অন্যকে দিতে অস্বীকার করা।
৪৬. ওজনে বা পরিমাণে কম দেয়া।
৪৭. আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিজেকে নিরাপদ ভাবা।
৪৮. আল্লাহ্‌র রহ্‌মত থেকে নিরাশ হওয়া।
৪৯. জুম'আ ও জামায়াতে সালাত আদায় না করা।
৫০. কাউকে ধোঁকা দেয়া বা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা।
৫১. কাউকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করা।
৫২. কারো জমিনের সীমানা পরিবর্তন করা।
৫৩. কারোর দিকে ছুরি বা অস্ত্র দিয়ে ইঙ্গিত করা।
৫৪. কোন ব্যক্তির স্ত্রী বা কাজের লোককে তার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা।
৫৫. মক্কা শরীফের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা।
৫৬. অহেতুক কোন মুসলিমকে কাফির বলা।
৫৭. শরীয়তের দণ্ডবিধি প্রয়োগে বাধা সৃষ্টি করা।
৫৮. মৃত ব্যক্তির কবর খনন করে তার কাফনের কাপড় চুরি করা।
৫৯. কোন জীবিত পশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে বিকৃত করা।
৬০. অহঙ্কারকারী, কৃপণ ও কঠিন হৃদয়ের হওয়া।
৬১. শরীয়তের বিধান অমান্য করার অর্থাৎ হারামকে হালাল করার জন্যে কূটকৌশল অবলম্বন করা।
৬২. মানুষকে অযথা শাস্তি দেয়া কিংবা প্রহার করা।
৬৩. কোন বিপদ আসলে আল্লাহ্‌র উপর অসন্তুষ্ট হওয়া।
৬৪. বেগানা পুরুষের সামনে খাটো, স্বচ্ছ ও সংকীর্ণ পোশাক পড়া।
৬৫. ঝগড়া-ফাসাদে অত্যাচারীর সহযোগিতা করা।

৬৬. আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির মাধ্যমে কোন মানুষের সন্তুষ্টি কামনা করা।
৬৭. অমূলকভাবে কোন নেককার ব্যক্তিকে রাগান্বিত করা বা অপমান-অপদস্ত করা।
৬৮. কারোর নিজের জন্য রাজাধিরাজ উপাধি ধারণ করা।
৬৯. আল্লাহ অসন্তুষ্ট হবেন এমন কথা বলা।
৭০. বেগানা পুরুষ ও মহিলা নির্জনে অবস্থান করা।
৭১. বেগানা মহিলার সাথে পুরুষের মুসাফাহা করা।
৭২. মাহরিম ছাড়া যে কোন মহিলা দূ-দূরান্ত সফর করা।
৭৩. গান-বাদ্য কিংবা মিউজিক শ্রবণ করা বা নাটক-সিনেমা দেখা।
৭৪. বিদ্'আতী ও প্রবৃত্তিপূজারীদের সাথে উঠা-বসা।
৭৫. কোন মহিলা সুগন্ধি ব্যবহার করে রাস্তায় বের হওয়া।
৭৬. কারোর জন্যে অন্যের কাছে কোনো ব্যাপারে সুপারিশ করে তাঁর থেকে কোন উপঢৌকন গ্রহণ করা।
৭৭. শ্রমিককে তার পারিশ্রমিক না দেয়া।
৭৮. ঋণ পরিশোধ না করা ও টালবাহানা করা।
৭৯. একাধিক স্ত্রীর মধ্যে সমন্বয় বজায় না রাখা।
৮০. বিনা ওযরে ওয়াক্ত পার করে সালাত আদায় করা।
৮১. সালাতের কোন রুকন ইমামের আগে আদায় করা।
৮২. শরয়ী কোনো কারণ ব্যতীত কোনো মুসলমানের সাথে তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন করা।
৮৩. মাতা-পিতাকে অভিসম্পাত করা।
৮৪. কাউকে খারাপ কোন নামে বা উপাধীতে ডাকা যা শুনলে তার মনে কষ্ট হয়।
৮৫. কুরআনের আয়াতের অপব্যাখ্যা করা ও অহেতুক ঝগড়া-ফাসাদ করা।
৮৬. সালাত আদায়কারীর সামনে দিয়ে গমন করা।
৮৭. কারোর কবরের উপর মসজিদ বানানো।
৮৮. গুনাহ করে তা অন্যের কাছে বলে বেড়ানো।
৮৯. অনুমতি ব্যতীত কারো ঘরে উকি মারা।
৯০. পণ্যের দোষ-ক্রুটি ক্রেতাদের কাছে গোপন রাখা।
৯১. পথে-ঘাটে, গাছের ছায়ায় মল-মূত্র ত্যাগ করা।
৯২. মিথ্যা কসম খেয়ে পণ্য বিক্রি করা।
৯৩. স্বামী-স্ত্রীর সহবাসের ব্যাপারটি অন্যকে জানানো।
৯৪. কোনো মারাত্মক সমস্যা বা কারণ ছাড়াই কোন মহিলা তাঁর স্বামী থেকে তালাক চাওয়া।
৯৫. স্ত্রীকে মায়ের কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে তুলনা করা।
৯৬. কোন কিছুর বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিবাহ (মুতা) করা।
৯৭. রমযান বা কুরবাণীর ঈদের দিনে রোযা রাখা।

৯৮. বংশ নিয়ে অন্যের সাথে গর্ব করা।
৯৯. কবর বা মাজারের দিকে ফিরে সালাত পড়া।
১০০. কাউকে কিছু দান করে তা আবার ফেরত নেয়া।
১০১. স্বামীর অনুমতি ছাড়া নফল রোযা রাখা ও ঘরে কাউকে প্রবেশ করতে দেয়া।
১০২. কাফিরদের সাথে মিল ও সাদৃশ্য বজায় রাখা।
১০৩. কারোর বিক্রি ও বিবাহ প্রস্তাবের উপর অন্যের প্রস্তাব দেয়া।
১০৪. হারাম বস্তু দিয়ে চিকিৎসা করা।
১০৫. কোনো গুনাহের কাজে মানত করে তা পূর্ণ করা।
১০৬. পুরুষ ও মহিলা একে অপরের সতর দেখা।
১০৭. মুহরিমের জন্য (যে ইহরামরত অবস্থায় আছে) সেলাইকৃত পোশাক পরিধান করা।
১০৮. ইদ্দত চলাকালীন অবস্থায় কোন মহিলার সাথে সহবাস করা।
১০৯. ইদ্দত চলাকালীন সময় শরীয়ত নিষিদ্ধ কোন কাজ করা।
১১০. স্ত্রীর আপন খালা ও ফুফীকে বিবাহ করা।
১১১. মোবাইলে প্রেমালাপ করা।
১১২. যোগ্য পুরুষ থাকতে নারীর হাতে নেতৃত্ব অর্পন করা।
১১৩. গনীমতের মাল বা অন্যের সম্পদ আত্মসাত করা।
১১৪. একের বদনাম অন্যের কাছে বলা বা কথা লাগানো বা নামীমাহ।
১১৫. জীবজন্তুর চেহারা বিকৃত করা।
১১৬. সত্য স্বাক্ষ্য গোপন করা।
১১৭. দুনিয়াবি উদ্দেশ্যে ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা।
১১৮. আমানতের খিয়ানত করা।
১১৯. কাউকে খোঁটা দেয়া।
১২০. অন্যের দোষ খোঁজা। কারো মিথ্যা দোষ বর্ণনা করা বা অপবাদ দেয়া।
১২১. কারো গোপন কথা শোনা, প্রাণীর ছবি অংকন, মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা।
১২২. বেশি শপথ করা ও পশ্চাতে পরনিন্দা বা গীবত করা।
১২৩. গাদ্দারী বা বিশ্বাসঘাতকা করা।
১২৪. গণক ও জ্যোতিষীদের বিশ্বাস করা।
১২৫. স্বামীর আহবানে সাড়া না দেয়।
১২৬. কাপড়, দেয়াল ও পাথরে প্রাণীর ছবি আঁকা।
১২৭. শোক প্রকাশে চেহারায় আঘাত, কাপড় ছেঁড়া, মাথা মুণ্ডানো বা চুল উঠানো, বিপদের সময় ধ্বংসের জন্য দোয়া করা।
১২৮. দুর্বল, চাকর-চাকরানী, স্ত্রী ও চতুষ্পদ জন্তুর উপর অত্যাচার করা।
১২৯. মুমিনদের কষ্ট দেয়া।

১৩০. মৃত জন্তু, প্রবাহিত রক্ত এবং শূকরের গোস্ত খাওয়া।
১৩১. দাবা জাতীয় খেলা।
১৩২. আল্লাহ্‌র প্রতি ভাল ধারণা পোষণ না করা।
১৩৩. কোন কু-প্রথার প্রচলণ অথবা পথভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান করা।
১৩৪. অন্যের চুল ব্যবহার করা, পায়ে খোদাই করা, ভ্রুর চুল উপড়ানো, সৌন্দর্যের জন্য দাঁত ফাঁকা করা ইত্যাদি।
১৩৫. হারাম শরীফের মধ্যে কোন ধর্মদ্রোহী কাজ করা।
১৩৬. ধর্ম পালনে অতিশয়তা বা সুন্নতের অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি ইবাদত করা।
১৩৭. ইসলাম নির্ধারিত শাস্তিযোগ্য অপরাধে অপরাধীর (চুরি, ডাকাতি, খুন, ধর্ষণ ইত্যাদি) শাস্তি মওকুফের জন্য সুপারিশ বা চেষ্টা করা।
১৩৮. আইনের মাধ্যমে বিচার ছাড়া কোনো মানুষকে খুন বা হত্যা করা। এমনকি ডাকাতী, খুন, ধর্মদ্রোহিতা ইত্যাদি ইসলামী বিধানে যে অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বলে নির্ধারিত সেই অপরাধে লিপ্ত ব্যক্তিকেও কোনো ব্যক্তি নিজের হাতে শাস্তি দিলে তা হবে খুন বা হত্যা। একমাত্র উপযুক্ত আদালতের বিচারের মাধ্যমেই অপরাধীর অপরাধ, তার মাত্রা ও তার শাস্তি নির্ধারিত হবে। যথাযথ বিচারে অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার আগে কাউকে অপরাধী মনে করা বা শাস্তি দেওয়া ইসলামের দৃষ্টিতে সৃষ্টির অধিকার নষ্টকারী কঠিন অপরাধ।
১৩৯. রাষ্ট্রপ্রধান, প্রশাসক বা বিচারক কর্তৃক জনগণের দায়িত্ব, সম্পদ বা আমানত আদায়ে অবহেলা বা ফাঁকি দেওয়া।
১৪০. নাগরিক কর্তৃক রাষ্ট্রপ্রধান, শাসক, প্রশাসক বা প্রধানকে ধোকা দেওয়া বা রাষ্ট্রের ক্ষতিকর কিছু করা।
১৪১. অন্যায় দেখেও সাধ্যমতো প্রতিকার বা প্রতিবাদ না করা।
১৪২. রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের বাইরে থেকে মৃত্যুবরণ করা। রাষ্ট্র বা সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা সশস্ত্র বিদ্রোহ।
১৪৩. বিচারকের জন্য ন্যায় বিচারে একনিষ্ট না হওয়া বা বিচার্য বিষয়ের বাইরে কোনো কিছু দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিচার করা। আইন প্রয়োগকারীর জন্য আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব করা ও আপনজনদের জন্য হালকাভাবে শাস্তি প্রয়োগ করা।
১৪৪. রাষ্ট্রীয় সম্পদ অবৈধভাবে ভক্ষণ, দখল বা ভোগ করা, তা যত সামান্যই হোক।
১৪৫. মুসলিম সমাজে বসবাসরত অমুসলিম নাগরিককে কষ্ট প্রদান বা তার অধিকার নষ্ট। যে কোনো মানুষকে কষ্ট দেওয়াই কঠিন পাপ। তবে হাদীস শরীফে বিশেষ করে সমাজের দুর্বল শ্রেণীগুলির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া সাধারণ নির্দেশনা তো আছেই।
১৪৬. আল্লাহ্‌র প্রিয় ধার্মিক বান্দাগণকে কষ্ট প্রদান বা তাদের সাথে শত্রুতা করা।

১৪৭. কোনো মাজলিসে এসে খালি জায়গা দেখে না বসে ঠেলাঠেলি করে অন্যদের কষ্ট দিয়ে মাজলিসের মাঝে এসে বসে পড়া বা এমনভাবে মাঝে বসা যাতে অন্য মানুষদের অসুবিধা হয়।
১৪৮. কর্কশ ব্যবহার ও অশ্লীল–অশ্রাব্য কথা বলা।
১৪৯. কোনো মুসলিমের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে কিছু অর্থ লাভ করা।
১৫০. মুসলিমগণের একে অপরকে ভালো না বাসা বা তাদের মধ্যে ভালবাসার অভাব থাকা।
১৫১. নিজের জন্য যা পছন্দ করে অন্যের জন্য তা পছন্দ না করা।
১৫২. স্বামীর জন্য স্ত্রীর টাকা বা সম্পদ তার ইচ্ছার বাইরে ভোগ বা দখল করা।
১৫৩. মুসলিম সমাজে অশ্লীলতা প্রসার করতে পারে এমন কোনো গল্পগুজব বা কথাবার্তা বলা বা প্রচার করা। এর মধ্যে সকল পর্নোগ্রাফি, ছবি, অশ্লীল উপন্যাস ও গল্প অন্তর্ভুক্ত। এগুলির প্রচার, বিক্রয়, আদান-প্রদান সবই কবীরা গোনাহ।
১৫৪. বঞ্চিত ও দরিদ্রদেরকে খাদ্য প্রদানে ও সাহায্য দানে উৎসাহ না দেওয়া।
১৫৫. যা কিছু শোনা হয় বিচার বিশ্লেষণ ও সত্যাসত্য নির্ধারণ না করে তা বলা।
১৫৬. কেউ আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে সাহায্য বা ক্ষমা চাইলে তারপরও তার প্রতি বিরক্ত থাকা অথবা তাকে ক্ষমা বা সাহায্য না করা।
১৫৭. উত্তরাধিকারীকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা।
১৫৮. কোনো উপকারীর উপকার অস্বীকার করা বা অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

সমাপ্ত